হজরত মহাম্মদ

প্রথম খণ্ড

[হজরতের জন্ম-কাহিনী, বাল্য লীলা, মাহাত্ম্য-কথা
পয়গম্বরী-প্রাপ্তি ও ইস্‌লাম-প্রচার]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা ভাষার পরীক্ষক,
মহর্ষি মনসুর, ফেরদৌসী-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

মোজাম্মেল হক্

প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

মোস্‌লেম পব্‌লিশিং হাউস্‌
৩, কলেজ স্কয়ার ; কলিকাতা

মূল্য ১৷০ সিকা ; বাঁধা ১৷৷০ টাকা

প্রকাশক—
মোহাম্মদ আফজাল্-উল হক্
৩, কলেজ স্কয়ার ; কলিকাতা

বৈশাখ, ১৩৩৫

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস
৩৩এ, মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা

নিবেদন

বহু দিবস হইতে যে সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, পরম্পরাগত পারিবারিক ভীষণ দুর্ঘটনায় এবং অর্থাভাবে ইচ্ছা সত্ত্বেও যে ব্রত এত দিন উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হই নাই, আজ তাহা করুণাময় বিশ্ব-বিধাতার অনুগ্রহে সফল হইতে চলিল। আজ আমি হৃষ্ট চিত্তে "হজরত মহাম্মদ" - চরিতামৃত হস্তে লইয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইতেছি। আমার পরিশ্রম, আমার যত্ন, আমার অর্থব্যয় সফল কি বিফল হইয়াছে, সে বিচার করিবার অধিকার আমার নাই। তবে যদি সহৃদয় পাঠকমণ্ডলী অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা সেই পবিত্রতম পুরুষপ্রবরের পবিত্র জীবন-কাহিনী বলিয়া একবার ভক্তির সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তবেই আমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করা অতীব কঠিন ব্যাপার। অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে লিখিলেও পদে পদে পদস্খলনের অধিক সম্ভাবনা। যদি অনভিজ্ঞতা বশতঃ কোনও ত্রুটি বা ভ্রম করিয়া থাকি, যদি সেই মহামহিম মহাপুরুষ হজরত মহাম্মদ মোস্তফার পবিত্র নামের কোনও অসম্ভ্রম ঘটিয়া থাকে, তবে যেন আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার এই অকিঞ্চন দাসের সে অপরাধ ক্ষমা করেন, ইহাই সকাতরে প্রার্থনা। ভরসা করি, পাঠক মহোদয়গণও আমার সর্ব্ববিধ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

ইহাতে প্রাচীন প্রথানুযায়ী প্রথমে 'হাম্‌দ্‌' ও 'না'ত', তৎপরে মক্কানগরী, জম্‌জম্‌ কূপ ও কা'বা শরীফের উৎপত্তির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তদনন্তর হজরতের জন্মকথা হইতে আরম্ভ করিয়া পয়গম্বরী (প্রেরিতত্ব) প্রাপ্তি ও ইস্‌লাম-প্রচার পর্য্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে।

প্রায় এক বৎসর হইল, এই গ্রন্থ প্রেসে দেওয়া হয়। এই এক বৎসর মধ্যেও মানসিক কষ্টের ত কথাই নাই, এই কয়েক পৃষ্ঠা মুদ্রাঙ্কন করাইতেও বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। সুতরাং ইহার কলেবর আরও কিছু বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও নিরস্ত রহিলাম। যদি সর্ব্ববিঘ্নহারী করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তা দীনের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং সাধারণের স্নেহ-সহানুভূতি পাই, তবে ইহার অবশিষ্টাংশ সত্বর প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব। নিবেদন ইতি—

সাধারণের অনুগ্রহপ্রার্থী দীন লেখক
মোজাম্মেল হক্‌

শান্তিপুর
বৈশাখ, ১৩১০
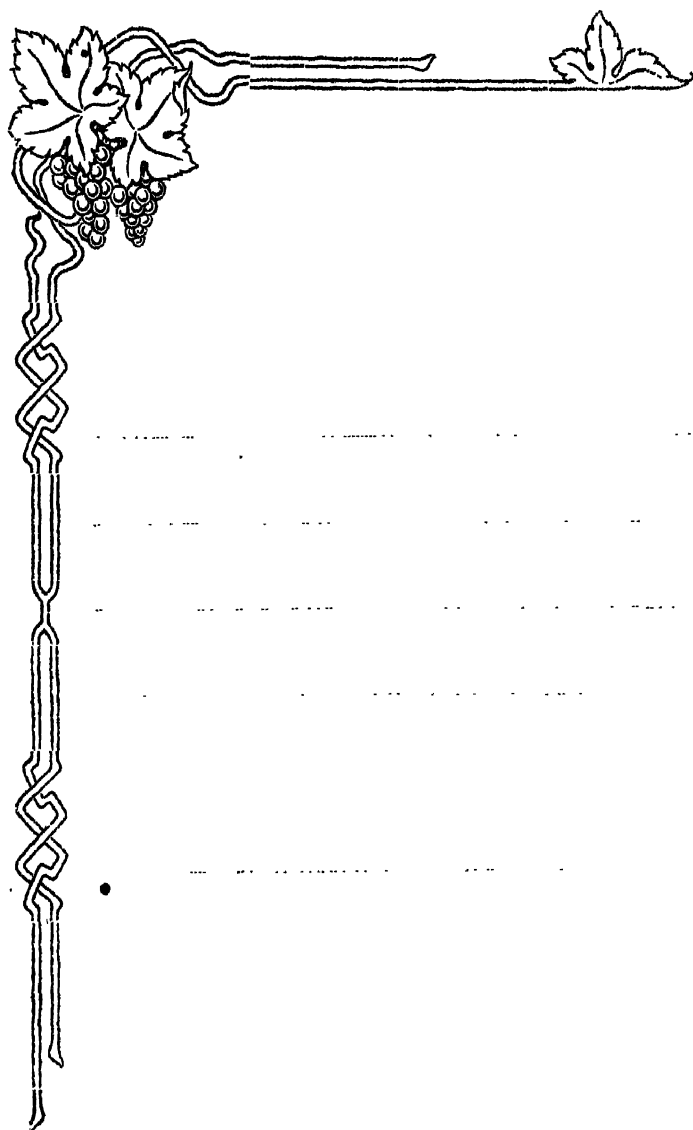
‘হজরত মহাম্মদ’ সম্বন্ধে অভিমত

“এই পুস্তকখানির তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে ; ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বঙ্গের পাঠকগণ পুস্তকখানিকে বিশেষ আদর সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কেমন সরস ও সুন্দর ভাষায় কবিতা লিখিতে পারেন, তাহার প্রমাণ এই পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। মহাপুরুষের জীবন যেমন পবিত্র, জীবনী-লেখকও তেমনি পবিত্রভাবে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।”—**ভারতবর্ষ**

“পুস্তকখানির রচনা সুখপাঠ্য হইয়াছে”।—**প্রবাসী**

“পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি এবং মুসলমান গ্রন্থকার যে এইরূপ নির্দ্দোষ বাংলা পদ্যে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের জীবন-কাহিনী আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।”—**মানসী ও মর্ম্মবাণী**

“ইহা পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কবি মোজাম্মেল হক্ সাহেব মুসলমান সমাজে তথা বঙ্গসাহিত্যে একটা স্থায়ী কীর্ত্তি-চিহ্ন রাখিয়া গেলেন।”—**নবনূর**

“এই পুস্তকখানিতে ধর্ম্মবীর মহাম্মদের জীবন-কাহিনী সুন্দর করিয়া বিবৃত হইয়াছে। ইহার ভাষা চিত্তাকর্ষক। পুস্তকখানি পাঠ করিলে লেখকের উন্নত কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আশা করি, এই পবিত্র চরিতামৃত সব্ব সম্প্রদায়ের আদরের সামগ্রী হইবে।”—**সঞ্জীবনী**

“ভাষা বেশ মার্জ্জিত। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের গুণ-গরিমারই পরিচয়।”—**বঙ্গবাসী**

“আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছি। লেখক সুকবি ; বর্ণনায় তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। কবি মরুভূমির কি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে (১১৫—১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পুস্তকখানিতে সর্ব্বত্র লেখকের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।”—**হিতবাদী**

সূচী

হজরত মহাম্মদ

হাম্‌দ্ *

ভক্তিভরে নত শিরে কায়মনঃ-প্রা ণ,
নমি হে তোমারে খোদা! বিহিত বিধানে!
দয়ার্ণব দাতা তুমি, ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ-নিলয়।
নিরাকার নির্ব্বিকার সর্ব্ব মূলাধ
চিন্তার অতীত তুমি মানব-প্রজ্ঞার।
নিরুপম নিত্যকাল মাহাত্ম্য-সাগর,
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি পরাৎপর।
এই ভব-পারাবার অতি ভয়ঙ্কর,
অনা'সে তরিবে তব ভক্ত যেই নর।
ভ্রান্তি-মদে মত্ত হ'য়ে ভুলে যে তোমারে,
উদ্ধার-উপায় তার আছে কি সংসারে?
পূর্ণজ্ঞান তুমি প্রভো! সদা ইচ্ছাময়,
ইঙ্গিতে উৎপত্তি তব ভুবননিচয়।
তোমার ইচ্ছায় নভে নক্ষত্র-নিকর
নিজ নিজ কক্ষ 'পরে ভ্রমে নিরন্তর।

* হাম্‌দ্—খোদার গুণ-গান।

অনিল-প্রবাহ বহে মঙ্গল বিধানে,
সুস্বাদু সলিল-ধারা জলদ প্রদানে।
ধরায় তটিনীকুল সদা প্রবাহিত,
যা হ'তে হ'তেছে কত মঙ্গল সাধিত।
অদ্ভুত অপূর্ব্ব তব রচনা-কৌশল,
জগতে নাহিক যার উপমার স্থল !
ক্ষুদ্র বীজ ভূমি 'পরে করিলে রোপণ,
দু'দিন না যেতে করে অঙ্কুর ধারণ।
লতা গুল্ম বৃক্ষ নামে তাই অভিহিত,
তব আজ্ঞাক্রমে পুনঃ পুষ্পিত ফলিত।
সুরভি-আধার সেই কুসুমনিকর
ঘ্রাণিলে মোহিত নয় কাহার অন্তর ?
রসনার তৃপ্তিকর ফল আস্বাদনে,
বিভু হে মহিমা তব জেগে উঠে মনে।
তখন তোমার তত্ত্ব বুঝিবারে চাই,
কোথাও খুঁজিয়া কিন্তু থাই নাহি পাই !
মনে মনে ভাবি অহো আমার মতন,
মহামূর্খ ধরাধামে আছে কোন্ জন ?
আকার-রহিত যিনি আদি-অন্তহীন,
এই কথা আসিতেছি শুনে চিরদিন।
কেমন পদার্থ তিনি—অমূল্য রতন,
করিবারে এই মহাতত্ত্ব নিরূপণ,
কত শত পীর-নবী পবিত্র আচারে
জীবন করিলা ক্ষয় বৃথা এ সংসারে।

ক্ষুদ্রমতি অজ্ঞ অতি আমি অকিঞ্চন,
করিতে কি পারি তাঁর তত্ত্ব নিরূপণ ?
চণ্ডাল হইয়া চাঁদ ধরিবারে আশা !
ভেবে ইহা নত-মুখে ছাঁড়ি সে দুরাশা।
কিন্তু দৃঢ় জানি মনে তুমি বিশ্বপতি !
স্রষ্টা-পাতা-সংহারক অনুপ-শকতি।
ন্যায়বান বিচারক এ তিন সংসারে,
করুণার স্রোত যাঁর বহে শতধারে,—
মানব কল্যাণ তরে—করিতে নির্ব্বাণ
জগতের দুঃখরাশি, মঙ্গল-নিধান !
ব্যথিত হৃদয়ে অতি সদয় হইয়া
আপনার জ্যোতিঃ হ'তে চারু বিনাইয়া,
সৃজিলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ—আদিতে সৃষ্টির,—
মহাম্মদে, শান্তিদাতা বিশ্ব পৃথিবীর।
পবিত্র পুরুষ তিনি পাতকী-তারণ,
স্বর্গীয় জ্বলন্ত ছবি শান্তি-নিকেতন !
আদিতে অস্তিত্ব লাভ, নূরের আকারে
গুপ্ত ভাবে মিশে থাকি নূরের পাথারে* ।"
পাপপূর্ণ পৃথিবীর মহাপাপ-ভার
ঘুচাইতে, নরগণে করিতে উদ্ধার—
ধরম পরম-পথে করিয়া চালনা
শেষেতে প্রকাশ তাঁর,—বিচিত্র ঘটনা।

* খোদার জ্যোতিতে।

মানব মঙ্গল হেতু যাতনা ভীষণ,
আর কে সহিলা অহো তাঁহার মতন ?
ভ্রমান্ধ কাফের-দল ক্রোধান্ধ হইয়া
কত ক্লেশ দেয় তাঁরে মরম পীড়িয়া।
কিন্তু তিনি ধৈর্য্য ধরি মহত্বের বলে,
কুশল সাধেন তবু ক্রোধের বদলে ;
দেখ দেখি এবে সবে করিয়া বিচার,
এমন দয়াল প্রভু কে গো আছে আর ?
করুণার খনি তিনি, ভব-পারাবারে—
একমাত্র কর্ণধার, মরু-ভূ মাঝারে—
একই নির্ঝর তিনি তৃষ্ণা নিবারিতে ;
বিশাল প্রান্তরে ঘোর সূর্য্যাগ্নি হইতে
রক্ষিতে শান্তির ছায়া করিয়া প্রদান,
একই পাদপ কল্পতরুর সমান।
অন্তিম বিচার-দিনে—সে সঙ্কটে হায়,
নরের একই তিনি সম্পদ সহায় !
পরিত্রাণ প্রদানিতে মানবসকলে,
তাঁহা বিনা সাধ্য কার নাহি ধরাতলে।
তাই বলি ভ্রান্ত মন ! সে পদ-কমলে
মজ রে মজ রে দিন যাবে কুতূহলে।
ঘুচিবে যন্ত্রণা, দুঃখ হবে অবসান,
পরম পথের সে যে অব্যর্থ সন্ধান।
শেষে বলি ওরে মন ! কর অবধান,
তাঁহার চরিতামৃত সমুদ্র সমান—

অকূল অতলস্পর্শ, হইবারে পার
কি আছে এমন বল সম্বল তোমার ?
কোন্ সাহসের পরে করিয়া নির্ভর
হইতেছ মত্ত প্রায় দ্রুত অগ্রসর !
বুঝি না কেমন এই দুঃসাহস তব,
সম্ভবে কি তাহা, যাহা ভবে অসম্ভব ?
তবে যদি বিশ্বনাথ বিভু দয়াময়,
আর সে প্রেরিত জন সর্ব্ব লোকাশ্রয়,
বিতরি করুণা-কণা এ দীন জনার
করেন এ ক্ষুদ্র হৃদে শক্তির সঞ্চার,
তবে এ দুস্তর সিন্ধু অলঙ্ঘ্য অপার,
অতিক্রম করিবারে কি ভয় আমার !!
হউক কঠিন হ'তে কঠিনতাময়,
বলুক দুষ্কর কার্য্য বিশ্ববাসীচয় ;
তুচ্ছ সে সকলি, হবে সুখে সম্পাদন,
ইচ্ছে যদি ইচ্ছাময় বিঘ্ন-বিনাশন !
তাই সে মঙ্গলময়ে স্মরি শুদ্ধ চিতে,
হইলাম অগ্রসর এ ব্রত পালিতে।

না'ত্*

জয় বিশ্বনাথ- বান্ধব-রতন †
প্রেরিত পুরুষবর,
জয় জগতের কল্যাণ-কারণ,
অপার শকতিধর।
মাহাত্ম্য-সাগর, গুণের আকর,
তুমি এই মহীতলে,
করুণার খনি, প্রভু চিন্তামণি,
নমি পদ-শতদলে।
ওহে দয়াময়, অনাথ-সহায়,
শুন এবে অভিলাষ,
দীন অকিঞ্চন, আমি অভাজন,
তোমার দাসানুদাস—
তোমারি চরণ করিয়া স্মরণ,
পরম ভকতিভরে,
গাইব তোমার অমিয়-চরিত,
এই হীন ক্ষীণ স্বরে।
কর আশীর্ব্বাদ, যেন বিভু-বরে,
প্রিয় হয় সবাকার।
ভ্রম-জাত ত্রুটি ক্ষমিও হে মম,
এই নিবেদন আর।

*না'ত্—হজরতের স্তুতি-গান। † বিশ্বনাথ-বান্ধব-রতন—জগৎপাতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

প্রথম সর্গ

মক্কানগরী ও জম্‌জম্ কূপের কথা

পবিত্র নগরী মক্কা পুণ্যময় স্থান,
দর্শনেতে মোক্ষ ঘটে, তৃপ্ত হয় প্রাণ।
সার্দ্ধ-দ্বি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেতে নবীর*
যেরূপে প্রতিষ্ঠা হয় এই নগরীর,
অপূর্ব্ব ঘটনা সেই অতি চমৎকার,
নিশ্চয় জানিও কিন্তু খেলা বিধাতার।
বিস্ময় মানিবে লোক করিলে শ্রবণ,
সংক্ষেপে লিখিব হেথা সেই বিবরণ।
পবিত্রাত্মা ইব্রাহিম† ধর্ম্মগত প্রাণ,
অদ্ভুত বৃত্তান্ত যাঁর শাস্ত্রেতে বাখান,
কেনান প্রদেশে তাঁর ছিল নিবসতি,

প্রিয়তমা পত্নী তাঁর, রূপে গুণে চমৎকার,
ছিল সারা সাধ্বী গুণবতী।

---

* নবী—প্রেরিতপুরুষ, এস্থলে হজরত মহাম্মদ (দঃ)।

† মহাত্মা ইব্রাহিমের জীবন-বৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্যজনক। অনাবশ্যক-বোধে এবং বিস্তৃতি-ভয়ে আমরা এস্থলে তাহার আর অবতারণা করিলাম না।

পতি-পত্নী দুই জনে পরম প্রফুল্ল মনে
পালে ধর্ম্ম পবিত্র অন্তরে,
গত হয় বহু দিন, কিন্তু রহে পুত্রহীন,
ক্ষুণ্ণ সদা সেই দুঃখ ভরে।
পরে যবে জানে স্বামী ইব্রাহিম পুত্রকামী,
তখন একদা সারা হেসে,
গ্রহিতে দ্বিতীয় দার, অকপটে বার বার,
অনুরোধ করেন প্রাণেশে।
দয়িতার কথাক্রমে ইব্রাহিম ফুল্লমনে
বিবাহ করেন হাজেরারে।
কালক্রমে গর্ভে তাঁর ইস্‌মাইল গুণাধার
আবির্ভূত হন এ সংসারে।
ধন্যা সে হাজেরা ধন্যা, রমণীর অগ্রগণ্যা,
ধন্য গর্ভ ধারণ তাঁহার।
প্রসব করিলা সুত, ললিত লাবণ্যযুত,
সুবিখ্যাত ধরণী মাঝার।
দেখে তনয়ের মুখ ইব্রাহিম যত দুখ
পাশরিলা অতি শুভক্ষণে,
আনন্দ-সাগরে ভাসে, প্রাণোপম ভালবাসে,
হাজেরা ও স্নেহের নন্দনে।
তখন সে ভাব সারা হেরে হন ঈর্ষা-জারা
দুঃখে দহে হিয়া-কলেবর।

বিষম বেদনা-ভারে, ধৈরয ধরিতে নারে,
কহেন পতিরে জুড়ি কর,—
"শুন প্রাণ-প্রিয়তম ! এক নিবেদন মম,
এ জ্বালা সহিতে নারি চিতে,
সমাদর হাজেরার, স্নেহ-প্রীতি পুত্রে তার,
বাণ-বিদ্ধ হয় যে আঁখিতে।
আমারে সদয় হ'য়ে, সপুত্র হাজেরা ল'য়ে,
অতি দূরে বিজন কান্তারে,
—ভয়ঙ্কর মরুময়, নাহি যথা তৃণ-পয়,
রেখে এস তাহার মাঝারে।
তবে হে প্রাণের স্বামি ! হব পরিতৃপ্ত আমি,
বুঝিব তোমার ভালবাসা,
নতুবা জানিব মনে, আমার এ ত্রিভুবনে
ফুরাইল সব সুখ-আশা।"
একি কথা আজি হায় সারার বদনে !
শুনে ইব্রাহিম ব্যথা পাইলেন মনে।
অনেক চিন্তার পর করিলেন স্থির,—
নিশ্চয় করিব দূর ব্যথা প্রেয়সীর।
প্রথমা প্রধানা পত্নী সারা সে আমার,
সম্মান স্নেহের পাত্রী তুল্য কেবা তার ?
পালিব এ বাক্য তার শিরোধার্য্য মানি।"
অলক্ষ্যে এহেন কালে হ'ল দৈববাণী,—

"ইব্রাহিম ! দৃঢ় কর হিয়া আপনার,
সাধহ সারার তুষ্টি, বাক্য রাখ তার।"
ঐশিক অনুজ্ঞা হেন শুনি অনুকূল,
ইব্রাহিম পুলকিত হইলা অতুল—
বিসর্জ্জিতে দারা-সুত ; হায় রে বলিতে—
বিদরে পরাণ, আঁসু ঝরে দু-আঁখিতে।
নির্ম্মম হইয়া হিয়া বাঁধিয়া পাষাণে,
হাজেরারে আর তাঁর দুধের সন্তানে.
নিয়ে ত্বরা গৃহ হ'তে হইলা বাহির,
কোথা যাবে ? কোন্ দিকে ? নাহি কিছু থির।
চলিতে চলিতে দূরে মক্কার প্রান্তরে,
উপনীত হইলেন চিন্তিত অন্তরে !
বিজন বিপিন সেই অতীব ভীষণ,
নরের পদাঙ্ক তথা পড়ে না কখন !
তরু-গুল্ম-লতাশূন্য জীব-জন্তুহীন,
খুঁজিলে না মিলে জল এহেন কঠিন !
ধূ-ধূ ধূ-ধূ করিতেছে দিবা বিভাবরী,
দেখিলে পরাণ উঠে আপনি শিহরি।
হেন স্থানে সহ সুত প্রাণের কামিনী—
করিলেন নির্ব্বাসিত অহো একাকিনী।
কেবল সদয় হ'য়ে তাঁহাদের প্রতি
ক্ষুধার করিতে শান্তি হায় রে নিয়তি,

খোর্ম্মা দিলা কিছু, আর তৃষ্ণা নিবারিতে
একটী মশক জল প্রদানি ত্বরিতে,—
ইব্রাহিম সমুদ্যত করিতে প্রস্থান,
অমনি হাজেরা কহে তুলিয়া বয়ান,—
"স্বামিন ! হে দেব ! শুন দাসীর মিনতি,
কি হেতু নিদয় বল হ'লে মম প্রতি ?
কি কঠিন অপরাধ ক'রেছি চরণে,
তেয়াগিলে অভাগীরে তাহার কারণে ?
নহে মানিলাম আমি দোষী তব পায়,
ভুঞ্জিব পাপের ফল ঘোর শাস্তি হায় ।
কিন্তু বল দেখি প্রিয় ! নিবেদি কাতরে,
অবোধ নির্দ্দোষ শিশু কোমল অন্তরে—
কেন সহে অকারণে দণ্ড ভয়ঙ্কর ?
কিছুই করেনি সে ত তোমার গোচর !
নির্দ্দোষ দোষীর সহ সম ফলভাগী,
এ কোন্ বিচার তব বোঝে না অভাগী !
জগত শুনিলে কিবা বলিবে তোমারে,
ডুবায়ো না যশোতরি অযশঃ-পাথারে ।
ত্যজিও না ওহে নাথ হৃদয়-নন্দনে,
দয়া কর তার প্রতি চাহিয়া বদনে ।
বন-বাস-ক্লেশ এই দুধের কুমার
সহিবে কি ? বাঁচিবে কি পরাণ ইহার !!

পূজনীয় প্রভু তুমি, আমি হীনা নারী,
আর কি অধিক অহো বলিবারে পারি ?”
হাজেরার মর্ম্মভেদী এ দুঃখ-ভারতী,
নীরবে দাঁড়ায়ে যেন পাষাণ-মূরতি—
শুনিলেন ইব্রাহিম, অদম্য অটল,
হ'ল না হৃদয় তাহে দয়ার্দ্র তরল।
এক বিন্দু অশ্রু নাহি নয়নে ঝরিল,
একটী দুঃখের শ্বাস নাহিক পড়িল !
একটী রসনা হ'তে সান্ত্বনা-বচন,
বাহির হ'ল না হায় কঠিন এমন !
হ'য়েছিল হিয়া তাঁর যেন মরুময়,
করুণা-মমতা সব পেয়েছিল লয়।
হাজেরা যখন অহো দেখিলা নয়নে,
বিরূপ হ'লেন স্বামী ভাগ্য-বিড়ম্বনে !
কহিলা নিশ্বাস ছাড়ি বিষাদে অপার,
“তবে কি ত্যজিলে দোঁহে আদেশে ধাতার ?”
তখন সঞ্চালি শির ইব্রাহিম কহে,—
“তাহাই জানিও স্থির, অন্য কিছু নহে।”
ঐশিক আদেশ যবে শুনিলেন ধনী,
হইলা প্রসন্নভাবে নিস্তব্ধ অমনি।
পরে ইব্রাহিম ল'য়ে নীরবে বিদায়
ভবনের অভিমুখে চলিলেন হায়।

চঞ্চল চরণে যান, বারেক ফিরিয়া
না চাহে পশ্চাৎ পানে স্ত্রী-সুত স্মরিয়া!
অতি দূরে সানিয়াতে * উপজে যখন,
কি ভাবিয়া মনোমাঝে ফিরায়ে বদন—
অলক্ষ্যে করিয়া দৃষ্টি মক্কার উপরে
কহিলেন ঊর্দ্ধমুখে হেন মৃদুস্বরে—
"জগদীশ! হে দয়াল পতিতপাবন!
সর্ব্বব্যাপী শক্তিকেন্দ্র শান্তি-নিকেতন!
তোমার পবিত্র পুণ্য গৃহ-সন্নিধানে,
ঊষর মরুর মাঝে আমার সন্তানে
বসতি করিতে ওহে ত্রৈলোক্য-তারণ!
রাখিয়া চলিনু এই করিয়া বর্জ্জন!"
করুণ বচনে এই কথা উচ্চারিয়া
আপন ভবনে দ্রুত গেলেন চলিয়া।

এদিকে সরলা সাধ্বী হাজেরা সুমতি,
স্নেহের কুমারে বুকে ধরি পুণ্যবতী,—
বসিলেন ধরাসনে, হায় রে কপাল,
সতীর উপরে এত ক্লেশের জঞ্জাল?
রাজরাণী যে রমণী, সুখ-সরোবরে
রাজহংসী দিবানিশি যেন কেলী করে,

টী স্থানের নাম।

কোমল পর্য্যঙ্ক 'পরে করে যে শয়ন,
ক্ষুধায় সুস্বাদু ভক্ষ্য যাঁহার ভোজন,
এই কি দুর্গতি তাঁর ! এই পরিণাম !
ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ, ধূলায় বিশ্রাম !
মুষ্টিমেয় খোর্ম্মা-ফল নিদান সম্বল !
ভাই নাই, বন্ধু নাই, আশ্রয়ের স্থল !!
মহা ভয়ঙ্কর সেই বিজন প্রান্তরে,
একাকিনী পরিত্যক্তা ? পরাণ বিদরে।
বিধাতঃ হে ! একি তব নিষ্ঠুর কৌতুক,
সহিতে পারে না ক্ষুদ্র মানবের বুক !

*　　　*　　　*

বিষাদ-মুরতি অহো করিয়া ধারণ,
　　হাজেরা সহায়হীনা,
　　ভিখারী হ'তেও দীনা,
বুঝিলা এ বিনামেঘে বজ্রের পতন
　　আকাশ পাতাল কত
　　ভাবিলেন অবিরত,
ভাবনার অন্ত নাহি হ'ল নিরূপণ,
　　যে দিকে বয়ান ফেরে,
　　অসীম পাথার হেরে,
হৃদয়ে শোণিত শুষ্ক, চিত চমকন।

কুমারের চন্দ্রানন
হরি কভু নিরীক্ষণ,
অধীরা হইয়া সতী উঠেন কাঁদিয়া ;
কখন বা শিশু হায়,
অপাঙ্গে হেরিয়া মায়,
রোদনের রোল তুলে গগন ছাইয়া।
এ ভাবে কয়েক দিন
অতীতে হইলে লীন,
স্বামী-দত্ত ফল-জল হ'ল নিঃশেষিত,
এবে ক্ষুধানলে প্রাণ,
করিতেছে আনচান,
পিপাসার পরাক্রমে প্রবল পীড়িত !
শুষ্ক-কণ্ঠ চাতকিনী
হ'য়ে যথা ব্যাকুলিনী,
জল জল অবিরল কবে তারস্বরে,
তেমতি হাজেরা হায়,
বিবশা উন্মত্তা প্রায়,
ক্ষণেক তিষ্ঠিতে নারে ঘোর তৃষ্ণাভরে।
জীবন-রতনে মরি,
ভূতলে নিক্ষেপ করি,
ধাইলা সবেগে ধনী অন্বেষিতে নীর,

সাফা পর্ব্বতের 'পরে
যত্নে আরোহণ করে,
চতুর্দ্দিকে নিরখিলা উচ্চ করি শির।
কিন্তু হায় কোন ঠাঁই
নীর-লেশ মাত্র নাই,
একটী নরের কোথা নাহি দরশন,
হতাশে নিশ্বাস ছাড়ি,
কপালেতে কর মারি,
গিরি হ'তে অবতীর্ণ হইলা তখন ;
বসন অঞ্চল দিয়া
কোমর বাঁধিয়া নিয়া,
আবার ছুটিলা সতী পাগলিনী প্রায়,
মুহূর্ত্তেক স্থির নয়,
নাহি জ্ঞান-লজ্জা ভয়,
সবেগে মারোয়া-গিরি * উঠিলা ত্বরায়।
কিন্তু হায় ভগ্নচিতে,
তথা হ'তে ধরণীতে,
নামিলেন অনাথিনী কাঁদিতে কাঁদিতে,
নীর নাই কোন স্থানে,
তাঁহার অবোধ প্রাণে,
জেনেও প্রবোধ হায় চায় না মানিতে!

* সাফা ও মারোয়া পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের পরিমাণ ১০০ গজ

তাই পুনঃ দ্রুতগতি
সাফায় ধাইলা সতী,
আবার নামিয়া করে মারোয়া গমন।
এই ভাবে ছয় বার,
সহি গুরু ক্লেশভার,
অবতরে নগদ্বয়ে করি আরোহণ।
সপ্তম বারেতে যবে মারোয়া থাকিয়া
ভূতলে হাজেরা বেগে আসেন নামিয়া,
অকস্মাৎ কোথা হ'তে অনিল নিস্বনে
পশিল আওয়াজ এক তাঁহার শ্রবণে!
অমনি চকিত চিত, হিয়া দুরু দুরু,
অবনত হ'ল মন চিন্তাভারে গুরু!
কণ্টকিত লোমাবলী তাবত শরীরে,
শুষ্ক বরাননে স্বেদ ত্রাসে ভাসে ধীরে।
আবার দ্বিতীয় বার সেই সে নিনাদ—
বাজিল শ্রবণ-মূলে, একি রে প্রমাদ!
সাহসে নির্ভর করি হাজেরা এবার
কহিলেন ত্যক্ত হ'য়ে, "কেন বার বার
ডাকিছ আমারে বৃথা? কিবা প্রয়োজন?
শ্রেয়ঃ কি জ্বালার পরে করা জ্বালাতন?
তবে যদি ভাগ্যক্রমে হও দয়াবান,
সাহায্য করহ মম, জুড়াও এ প্রাণ।"

ক্ষণপরে ধর্ম্মরতা হাজেরা সুন্দরী,
অদূরে ঐশিক এক দূতে দৃষ্টি করি,
আগ্রহে অব্যাজে গিয়া সন্নিধানে তাঁর,
করুণ কাতরে যত দুঃখ আপনার
করিলেন নিবেদন মলিন বদনে :
দূতবর আদ্যোপান্ত শুনে স্থির মনে
প্রকাশিলা আঁহা সমবেদনা বিস্তর,
কহিলেন সান্ত্বনার বাক্যে অতঃপর—
"পুণ্যবতি ! ক্ষুণ্নমতি নাহি হও আর,
ঐশিক আশ্রয়ে সুখে থাক অনিবার।"
অদৃশ্য হইলা দূত পবিত্রতাময়,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য এ যে অতীব বিস্ময় !
কৌশলী ধাতার লীলা কি যে মোহকর,
কেমনে বুঝিবে বল ক্ষুদ্রমতি নর ?
কথোপকথন-কালে হাজেরার সনে,
দূতবর কি ভাবিয়া আপনার মনে,
পদাঙ্গুলে ধরাতল করেন খনন, *
ক্ষুদ্র সেই ভূ-বিবর সুক্ষণে তখন

---

* কোরেশ্‌তার পক্ষের আঘাতে বা হজরত ইস্‌মাইলের তৎকালীন ক্রন্দনজনিত পদাঘাতে জম্‌জম্ কূপের উৎপত্তি হয়, পুস্তকান্তরে এরূপ বর্ণনাও দৃষ্ট হয়।

হাজেরার পুণ্যবলে উৎসের আকারে
দেখা দিল, ভরা স্বাদু স্নিগ্ধ জলভারে!
নির্গত হইতে নীর নিরখি নয়নে,
প্রফুল্লতা হাজেরার মলিন আননে—
উপজিল, আনন্দাশ্রু ঝরিল অপার,
মুহূর্ত্তেকে পাশরিলা যত দুখভার।
আশা-লতা পুনঃ তাঁর সজীব হইল,
জীবন দেখিয়া দেহে জীবন পাইল।
যেমতি তামসী নিশা হ'লে অবসান,
উষার প্রভায় হাসে ধরার বয়ান,
অথবা অমূল্য নিধি পেলে দীন জন
উল্লাসে উৎফুল্ল আঁখি হয় রে যেমন,
ততোধিক হাস্যমুখে কমল-নয়না
গেলেন উৎসের কাছে গজেন্দ্রগমনা।
কুসুম-কোমল করে সুশীলা রমণী
করিলেন উৎস-মুখ বিস্তৃত আপনি।
জলের আধিক্য-হেতু চারিদিকে তার
বাঁধ দিয়া করিলেন কূপের আকার।
অচিরে মশক তাহে করি নিমজ্জন
করিলেন অতঃপর জল উত্তোলন!
স্ফটিক সমান সেই অতি নিরমল
[illegible] নীর [illegible] সতী স্নিগ্ধ [illegible] জল।

পিপাসা-পীড়ন ক্লেশ গেল দূরে তাঁর,
নীরস শরীরে হ'ল রসের সঞ্চার।
তখন হর্ষিত হ'য়ে সুতের বদনে
স্তন্য-দানে বসিলেন ভূতল আসনে।
এই উৎস পুণ্যপয়ঃ বিশ্ব ধরাধামে
হইয়াছে সুবিখ্যাত জম্‌জম্‌ নামে।
কত কাল গত হ'ল কাল-পারাবারে,
সংঘটিল পরিবর্ত্ত কত এ সংসারে ;
কত রাজ্য, রাজা কত, সাম্রাজ্য স্বাধীন,
করাল কালের গ্রাসে হইল বিলীন।
পর্ব্বত সরিৎ কত হ'ল তিরোধান,
কিন্তু এ পবিত্র কূপ আজো বর্ত্তমান !
আজো সে প্রাচীন কথা স্মরিয়া মানসে,
পুণ্য জল পানে সবে মজি ভক্তি-রসে।
যত দিন রবি শশী উদিবে অম্বরে,
বর্ষিবে বৃষ্টির ধারা বারিদ নিকরে।
যত দিন শীতলতা করি বিতরণ
বহিবেক দিগে দিগে মলয় পবন।
তত দিন পূততম এ কূপ সুন্দর
রহিবে অক্ষয় ভাবে অবনী উপর।
আর সেই শান্তি-বারি পানের আশায়
রবে চির তৃষ্ণাতুর চাতকের প্রায়—

মোস্‌লেম-জগত আহা সতৃষ্ণ অন্তরে!
অমৃতে অরুচি বল কোন্ মূঢ় করে?

*　　*　　*

শীতল সলিল পিয়ে সে উৎসের পাশে,
জগত-পিতার নাম
স্মরি সতী অবিশ্রাম,
রহিল কুমারে বক্ষে করিয়া ধারণ,
করেন বনজ ফলে ক্ষুধা নিবারণ।

কিছু দিন পরে আহা বিধির কৌশলে,
মক্কার প্রান্তরে আসি'
ইমন প্রদেশবাসী
বণিকের দল * এক হ'য়ে উপনীত,
জলের অভাবে কষ্ট সহে সমুচিত।

দারুণ পিপাসানলে হ'য়ে মৃতপ্রায়,
অধীর আকুল প্রাণে
চতুর্দ্দিকে কত স্থানে
ব্যগ্র হ'য়ে করে তারা জল অন্বেষণ,
কোথা জল? যায় বুঝি হুতাশে জীবন।

* এই বণিক-সম্প্রদায় জর্হাম-বংশীয় ছিলেন

কত জন যাতনার জ্বালায় ভীষণ
হতাশে নিশ্বাস ছাড়ি,
কপালেতে কর মারি,
অবসন্ন দেহে পড়ে উপরে ধরার ;
ভাবিল এবার আর নাহিক নিস্তার।

এখনি ক্ষণেক পরে করাল কালের
সর্ব্বনাশী গ্রাস 'পরে,
অহো এক এক ক'রে,
করিতে হইবে প্রিয় পরাণ অর্পণ !
ঘুচিল বাণিজ্য-সাধ জন্মের মতন।

কেহ ভাবে, "মরুস্থলে মরিনু অকালে,
কোথা রৈল পরিজন,
প্রাণোপম পুত্রগণ,
আর কি তাদের হায় দেখিব নয়নে ?"
হেন মতে নানা চিন্তা করে নানা জনে।

কিন্তু সৌভাগ্যের বলে বণিক দলের
সুকর্ম্মী পুরুষদ্বয়
খুঁজিতে খুঁজিতে পয়
উপজিল সেই স্থলে চঞ্চল চরণে,
আসীনা হাজেরা সতী ছিলা যে বিজনে।

দেখে তারা, কি বিস্ময়! বিচিত্র ঘটনা!!
চির জন-প্রাণীহীন,
পশু-পক্ষী-নীরে দীন
যেই স্থান, তথা এক সুরসিমন্তিনী
উৎসের নিকটে আছে ব'সে একাকিনী।

একটী সুন্দর শিশু সরলতাময়,
সর্ব্ব অঙ্গ সুগঠিত,
নবনীত-বিনিন্দিত
সুকোমল-কায়, কত পুলকে ভরিয়া
ক্রীড়া করে কোলে দুলে চিত্ত-বিনোদিয়া।

লাবণ্যের লীলাভূমি যেমন ললনা,
তেমতি তনয় তাঁর,
রূপে অতি চমৎকার,
বিশ্ব-বিমোহন কান্তি! সে মরু-কানন
মাতা সুত উজলিয়া আছেন কেমন।

মনোরম উৎস তারা করি নিরীক্ষণ,
হইল হর্ষিত অতি,
ততোধিক ফুল্লমতি
হেরি হাজেরারে আর তনয়ে তাঁহার,
বিস্ময়-চকিত-চিত্তে চাহে বার বার।

কহে সে পুরুষদ্বয় সসম্মানে ধীরে,
“এ বিজন বনে অয়ি
কে আপনি পুণ্যময়ি ?
দেবের দুহিতা তুমি কিংবা পরীসুতা,
অথবা মানব-কন্যা স্বরূপ-সংযুতা ?

পরিহরি জনস্থান, নিবাস-ভবন
কান্তারের মাঝে কেন,
একাকী নিবস হেন ?
কোন্ ব্রত উদযাপিতে এরূপে হেথায় ?
পূরাও বাসনা দেবি ! কহি সমুদায় !

হাজেরা শুনিয়া ইহা, এক এক করি,
আপনার পরিচয়
আদ্যোপান্ত সমুদয়
কহিলেন আগন্তুক পুরুষ দু’জনে;
পূর্ব্ব কথা স্মরি অশ্রু ঝরিল নয়নে।

পরিশেষে হৃদয়ের করুণ ভাষায়
কহিলেন “সুনির্ম্মল
এই নির্ঝরিণী-জল,

আমাকে ও দীন এই স্নেহের নন্দনে
দেছেন দয়াল বিভু দয়া বিতরণে ;

থাক যদি তৃষ্ণাতুর ক্লিষ্ট কোন জন,
অচিরে করিয়া পান
স্নিগ্ধ কর মনঃপ্রাণ,
পিঁয়িলে পীযূষ এই দেহ স্তরে স্তরে,
সঞ্জীবনী মহাশক্তি অলক্ষ্যে সঞ্চরে !”

পতি-পরিত্যক্তা আহা হাজেরা দেবীর,
দুঃখের কাহিনী ঘোর,
শুনিয়া লোচন-লোর
ফেলিল সে নরদ্বয় অজস্র ধারায়,
প্রকাশি বেদনা কত করুণ ভাষায়।

হাজেরার সদাচারে হরষিত মনে,
সাগ্রহে পাতিয়া পাণি
সলিল তুলিয়া পানি,
পিপাসার পীড়া তারা করে নিবারণ,
শ্রান্তি গতে শান্তি-সরে ভাসিল জীবন।

কহে তারা পরস্পর, “একি চমৎকার !
বহু দেশ পর্য্যটন
করিয়াছি সর্ব্বজন,

কিন্তু দেখি নাই হেন স্বচ্ছ স্বাদু নীর,
স্বরগ-সম্ভূত ইহা, বুঝিলাম স্থির।"

ইহা বলি দ্রুতপদে করিয়া গমন
স্ফূর্ত্তিসহ কুতূহলে,
সঙ্গের বণিকদলে
কহিলেক বিবরিয়া এই সমাচার,
শুভ বার্ত্তা শুনে সবে হর্ষিত অপার!

তখন সহে না আর ক্ষণ ব্যাজ কার,
মহোল্লাসে ঊর্দ্ধমুখে,
নির্ঝরের অভিমুখে,
ধাইল বণিকদল চঞ্চল চরণে,
জীবন শীতল আহা করিতে জীবনে।

উৎসের নিকটে সবে হ'য়ে উপনীত,
আকুলি ব্যাকুলি কত,
পিয়ে নীর তৃপ্তি মত,
প্রচণ্ড তৃষ্ণার জ্বালা করিল নির্ব্বাণ;
মৃত্যুর কবল হ'তে বাঁচিল পরাণ।

আনন্দ-উল্লাসে কত তখন সকলে,
গভীর ভকতি সনে,

অতীব কৃতজ্ঞ মনে,
পরম পিতার নাম করিয়া কীর্ত্তন,
সতীর সারলো বশ হৈল জনে জন।

অতঃপর চারি পাশ করিয়া ভ্রমণ,
নিরখিল সেই স্থানে
সুখময় উপাদানে,
আপনি প্রকৃতি নিত্য করে অবস্থান,
ভূতলে এ রম্য ভূমি ত্রিদিব সমান!

অনিল-হিল্লোল তথা বহে নিরমল,
সেবিলে সে গন্ধবহ
বাড়ে স্বাস্থ্য স্ফূর্ত্তিসহ,
পশু-চারণের পুনঃ শ্যামল প্রান্তর,
চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে বিরাজে বিস্তর

বাসের সুযোগ্য ভূমি দেখি হেন সবে,
হইয়া প্রলুব্ধমতি,
হাজেরা সতীর প্রতি
সম্মান রাখিয়া কহে প্রীতির বচনে,
"নিবেদন আছে এক শুন গো শ্রবণে।

মনোজ্ঞ ভূভাগে এই সকাশে তোমার
আমরা করিতে বাস
করিয়াছি অভিলাষ,
তোমার কি মত এতে, কহ প্রকাশিয়া,
শুনিতে বাসনা করে আমাদের হিয়া।”

বণিক-দলের এই মহান্ প্রস্তাবে
হাজেরা হরষে অতি
কহিলেন, “শীঘ্রগতি
এ শুভ সঙ্কল্প কর কার্য্যে পরিণত,
একাকী কাটিতে কাল কার অভিমত ?

কিন্তু এক কথা অগ্রে করি বিজ্ঞাপন,
পূর্ণ অধিকার মম
এ নিঝরে পূততম
থাকিবেক চিরদিন, অন্য কোন জন
করিতে নারিবে মম স্বত্ব বিলোপন !”

সহাস্য বদনে সবে এই অঙ্গীকারে
সম্মতি করিয়া দান,
হইলেন আগুয়ান
স্বদেশের অভিমুখে চঞ্চল-চরণে,
নব রাগে নবোৎসাহে কথোপকথনে।

নিজ বাসে উপনাত হইয়া সকলে
সহ প্রিয় পরিজন,
পশুপাল রত্ন-ধন,
হ'ল আসি অধিষ্ঠিত প্রান্তরে মক্কার,
যথারীতি করিলেক বসতি বিস্তার।

নরের অগম্য আহা ছিল যেই-স্থান,
বালুকা-কঙ্করযুত,
ধন্য ধন্য মাতা-সুত!
শুভ লগ্নে যেই তথা করে পদার্পণ,
অমনি হইল দিব্য কুসুম-কানন!!

মনুজ-প্রসূন তাহে ফুটিল অপার,
সুদৃশ্য হইল অতি,
যেন রে অমরাবতী,
নির্জ্জনতা পলাইল, দিবা-বিভাবরী
ছুটিল আনন্দ-রোল, হাস্যের লহরী।

হাজেরা দেবীরে বাল-বৃদ্ধ-বনিতারা
গভীর ভকতি ভরে,
যত্ন স্নেহ প্রীতি করে,
ততোধিক ভালবাসি কুমারে তাঁহার
নয়নে নয়নে সুখে রাখে অনিবার।

এত দিন যেই শিশু ছিলা নিরাশ্রয়,
জননী সহায়হীনা,
ভিখারী হ'তেও দীনা,
ধর্ম্ম-বলে সে কামিনী রাজেন্দ্রাণী প্রায়,
সুত তাঁর কাল কাটে সুখের দোলায়।

ধাতার কৃপায় দুঃখ ঘুচিল দোঁহায়,
অমানিশা প্রভাতিল,
সুখ-সূর্য্য সমুদিল,
উল্লাসে হাসিল বিশ্ব, ভাবনা কি আর ?
বিমুক্ত হইল আজি উন্নতির দ্বার !

আজ যে পবিত্রতম মহাপুণ্য ধামে,
আরব ভূমির রবি,
ধর্ম্মের জ্বলন্ত ছবি,
প্রদর্শিতে পরিত্রাণ পথ পাপী নরে
আবির্ভূত হন ; চির ব্যাকুল অন্তরে—

মোস্‌লেম-জগত যাহা হেরিতে প্রয়াসী,
দেখনা কি চমৎকার,
এরূপে উৎপত্তি তার,
ধন্য পুণ্য-ক্ষেত্র ! দিন হবে কি এমন,
করিব তোমারে হেরি সার্থক জীবন !

দ্বিতীয় সর্গ

কা'বা উপাসনালয়ের উৎপত্তি

দৈব অনুগ্রহ হেতু হাজেরা সুমতি,
আর তাঁর স্নেহময় কুমার সুন্দর
অতিক্রমি দুঃখভার, কুতূহলে অতি
কাটিতে লাগিলা কাল, নিশ্চিন্ত অন্তর।
অনুদিন উন্নতির অচল-শিখরে
আরোহিতে লাগিলেন যতনের ভরে।

তীক্ষ্ণ প্রতিভার বলে শিশু সুকুমার
বণিকগণের যত্নে আরব্য ভাষায়
লভিলেন ব্যুৎপত্তি. কি কহিব আর,
মিলিত হইল যেন স্বর্ণ সোহাগায়।
বাগ্মিতার খ্যাতি তাঁর দেশ দেশান্তরে
প্রচার হইল, মুগ্ধ মানব-নিকরে।

আবার দেখ না আহা সমর-বিদ্যায়,
হয়েন নিপুণ তিনি এহেন প্রকার,
বীরত্ব-বিভবময় পূর্ণ দৃঢ়তায়
তাঁর তুল্য সে কালে না ছিল কেহ আর।

শায়ক-সন্ধান-পটু মহাধনুর্দ্ধর
হইত বিনত-মুখ তাঁহার গোচর।

পিতার সদ্‌গুণ-রাশি-কুসুমের হারে,—
—জগত মাঝারে যার না হয় তুলন,
সুদুর্লভ যাহা এই অখিল সংসারে,
বিমুগ্ধ সৌরভে যার আজো নরগণ,—
অলঙ্কৃত হৈল তাঁর চরিত মহান্‌,
সিংহই হইয়া থাকে সিংহের সন্তান।

ধরম পরম-তত্ত্ব হৃদয়ে তাঁহার,
জ্ঞানের বিকাশ সহ উজ্জ্বল প্রভায়
প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, যেমতি প্রকার
অনল অনিল-যোগে দ্রুত ঊর্দ্ধে ধায়।
নিরাকার নিত্য সত্য নিখিল-নিদানে,
ধেঁয়াতেন দিবানিশি পবিত্র বিধানে।

পৌর্ণমাসী নিশাকালে শারদ শশীর
উদয়ে, যেমতি ধরা দেখিতে দেখিতে
জ্যোতির্ম্ময় হয়, তথা কুমার সুধীর
শোভিলা অচিরে সর্ব্ব বিদ্যার জ্যোতিতে।
শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি তাঁর হেরে সর্ব্ব জন,
—একাধারে এত গুণ!—বিস্ময়ে মগন!

দুঃখের গভীর তম অবসানে হায়,
হাজেরা-হৃদয়ানন্দ আনন্দের সহ
এইরূপে কালক্ষেপ করেন হেলায়,
মাতৃসনে নিরুদ্বেগ চিত্তে অহোরহ।
যশের সৌরভ তাঁর ছাইয়া গগন—
আমোদিয়া পুলকিত করিল ভুবন।

পুণ্যপ্রাণ ইব্রাহিম চিন্তাকুল মনে,
মাসে একবার অশ্বে করি আরোহণ,
—যদিও ত্যজিয়াছিলা—পুত্র দরশনে
করিতেন মহাতীর্থ মক্কায় গমন।
আহা রে অপত্য-স্নেহ বলিহারি যাই,
তোমার মায়াতে কারো পরিত্রাণ নাই।

কিছু দিন অগ্রে আহা ছিল যেই স্থান,
বিজন বিপিন, যথা করে নির্ব্বাসিত
প্রিয় সুত-জায়া তিনি, স্বর্গের সমান
হইয়াছে এবে তাহা, দেখে হরষিত।
আসীন অনাথ শিশু উন্নতি-শিখরে,
বিধির নির্ব্বন্ধ ইহা, বুঝিলা অন্তরে।

একদা সে ঋষিবর মক্কাধামে আসি
জমজম্ কূপের পাশে পুত্র সন্নিধানে,

মনের বাসনা তাঁর কহেন প্রকাশি
স্নেহ-মধুস্বরে হেন প্রফুল্ল বয়ানে,—
"প্রাণাধিক ! স্থিরচিত্তে কর অবধান,
দৈব অভিপ্রেত এক উদ্দেশ্য মহান।

করুণা-সাগর, সেই সর্ব্বশক্তিময়
বিভুর অর্চ্চনা তরে, ক'রেছি মনন
নির্ম্মাণ করিতে এক উপাসনালয়,
তাঁহারি আদেশ শিরে করিয়া বহন।
আর সেই কার্য্যে আছে হেন অনুমতি,
সাহায্য করিবে তুমি যেমন শকতি।"

মহামনা ইস্মাইল পিতৃ-অনুগত
শুনে তিনি হেন সাধু প্রস্তাব সুন্দর,
সহাস্য বদনে হর্ষ প্রকাশিয়া কত
সম্মতি দিলেন তায়, আগ্রহ বিস্তর
প্রদর্শন করি, প্রিয় সম্ভাষি পিতায়।
ঐশিক কার্য্যেতে আছে কোথা অন্তরায় ?

ইচ্ছাময় ইচ্ছা যাহা করেন আপনি,
অবশ্য ঘটিবে তাহা এ তিন ভুবনে।
যদি তাহে নিমজ্জিত হয় এ অবনী
প্রলয়-পয়োধি ঘোর সলিল প্লাবনে ;

তথাপি বাসনা তাঁর স্থির সুনিশ্চয়,
এক তিল ব্যতিক্রম হইবার নয় !

তাঁহার ইচ্ছার বশে দেখ অতঃপর,
মহামতি ইব্রাহিম অপার যতনে
সুত-সহায়তা-বলে গৃহ মনোহর
নিরমিতে আরম্ভিলা সে মরু-গহনে।
আপনি ধরিয়া অস্ত্র স্থপতি হইয়া
গাঁথিতে হয়েন রত পাষাণ স্থাপিয়া।

যথাকালে নির্ম্মাণের কার্য্য সমাপিয়া
সহ পুত্র তপোধন ভক্তিভরা প্রাণে,
প্রেম-গদগদ স্বরে মিনতি করিয়া
কহেন, "হে বিশ্বময় ! কৃপাবিন্দু দানে
আয়াস-রচিত এই ভজন-ভবন,
করহ গ্রহণ, হোক সার্থক জীবন।"

অনন্তর দোঁহাকার প্রেম-প্রস্রবণ
উচ্ছ্বসিত হ'ল ঊর্দ্ধে সহস্র ধারায়,
হৃদয়-কবাট করি বিমুক্ত তখন
নিরাকার নিরঞ্জন বিশ্ব-বিধাতায়—

পূজিলেন মহানন্দে একতান-চিতে ;
হইল সৌরভপূর্ণ গৃহ অলক্ষিতে !

ইব্রাহিম প্রতিষ্ঠিত সেই সে ভবন
গৌরবে মক্কার মাঝে আজো বিদ্যমান,
কালের মস্তকে করি পদাঙ্ক স্থাপন
ঘোষিতেছে নির্ম্মাতার মহত্ত্বের গান।
সমুন্নত দাঁড়াইয়া আছে চিরস্থির,
কা'বা নামে খ্যাত যাহা লোকে পৃথিবীর।*

তুঙ্গ তনু শৈল কত কালের তাড়নে
মিশেছে ধূলায় দেখ হ'য়ে রেণুময়,
যুগে যুগে যুগান্তর যুগের মিলনে
ভাঙ্গিল গড়িল কত, কে করে নির্ণয় ?
কীর্ত্তিস্তম্ভ কত শত বিস্মৃতি-সাগরে
জলবিম্ব প্রায় ডুবে গেছে চিরতরে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সবে নিরখ নয়ানে
ধর্ম্মের আলয় কা'বা অভঙ্গ অক্ষয়,

* হজরত ইব্রাহিম সময়ে সময়ে সপরিবারে স্বদেশ হইতে আসিয়া কা'বা-মন্দিরে উপাসনা করিতেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে পুনঃ পুনঃ জীর্ণসংস্কার হেতু কা'বার আদিম অবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

কা'বাই উন্নত শীর্ষে জগতের কাণে
ঘোষিছে, ঘোষিবে "যথা ধর্ম্ম তথা জয়।"
পুণ্য-হস্ত-কৃত হেন পদার্থ সুন্দর
হয় কি বিলীন কভু বসুধা ভিতর ?

আর সে প্রস্তর-খণ্ড, যাহার উপরে,
(নাহি জানি আহা তার কোন্ তপোবলে)
পবিত্র চরণযুগ অর্পি সাধুবর
গাঁথিলা মন্দির কা'বা বসিয়া বিরলে,
অদ্যাপি সে পদচিহ্ন করিয়া ধারণ
বিরাজে কা'বার পাশে অক্ষুণ্ণ কেমন !*

পরশমণির স্পর্শে অয়স যেমতি
আদৃত জগতবাসী লোক সন্নিধানে,
সাধু-পদ-সরোরুহ পরশে তেমতি
এ প্রস্তর সম্মানিত উচ্চ উপাদানে।
ছার সে মাণিক্য-মণি-মুক্তা মূল্যবান,
গৌরবে সম্মানে নহে ইহার সমান।

* এই প্রস্তর-খণ্ড 'মোকামে ইব্রাহিম' নামে বিখ্যাত। ইহা কা'বা-মসজিদের পার্শ্বৈকদেশে স্থাপিত আছে। মহাপুরুষ ইব্রাহিম ইহারই উপর উপবিষ্ট হইয়া কা'বার নির্ম্মাণ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

স্বর্গ-পরিভ্রষ্ট এক দ্বিতীয় প্রস্তর, *
ধর্ম্মব্রত ইস্মাইল পিতার আদেশে
স্থাপন করেন যাহা, শোভিছে সুন্দর,
সাধিতে নিগূঢ় তথ্য কা'বা পার্শ্বদেশে।
সমুজ্জ্বল শুভ্র কান্তি আগে ছিল যার,
পাপীর চুম্বনে এবে হ'য়েছে অঙ্গার।

দিক্-দরশন-যন্ত্র-শলাকা যেমন
উত্তরাভিমুখী হ'য়ে থাকে অনিবার,
দিগন্তরে ফিরালেও বলে কোন জন,
উত্তরাস্তে আসিয়া সে দাঁড়ায় আবার।
চাতক যেমন নব জলধর পানে
নীর-আশে চেয়ে থাকে ব্যাকুল পরাণে।

সেরূপ ইস্‌লাম-মন্ত্রে দীক্ষিত যাঁহারা,
হউক যে ভূ-ভাগেতে তাঁদের বসতি,
হউক বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লোক তাঁরা,
না থাকুক বর্ণগত মিল এক রতি,

---

* ইহার নাম "হজারোল আস্‌ওয়াদ।" ইহা কা'বা-মস্‌জিদের একটী কোণে স্থাপিত আছে। মক্কাযাত্রীগণ সাত বার প্রদক্ষিণ-কালে এই প্রস্তরের উপরে সাতটী চুম্বন প্রদান করেন। ইহার সম্বন্ধে অনেক মহাত্মা অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে সে বর্ণনা অনাবশ্যক বোধে প্রকটিত হইল না।

এই ধর্ম্মকেন্দ্রে তাঁরা স্থির মনঃপ্রাণে
লক্ষ্য করি' চেয়ে থাকে নিয়ত ধেয়ানে।

মোক্ষ-অভিলাষী লক্ষ লক্ষ নরনারী
কত দূর দেশ হ'তে বরষে বরষে,
লঙ্ঘি তাই মরু নদী নীল সিন্ধু-বারি,
বহুতর ক্লেশ সহি অথচ হরষে
সমাগত হন এই ধর্ম্ম-নিকেতনে,
নির্ব্বাণে কলুষবহ্নি ব্রত-উদযাপনে।

ধর্ম্মের শাসন তাঁরা মস্তকে ধরিয়া
প্রদক্ষিণ করে কা'বা যেমন বিধান,
ইহ-পারত্রিক পথ প্রশস্ত লাগিয়া
ভক্তি-ভরে করে আর যত অনুষ্ঠান।
পৌরাণিক আদি কথা জেগে উঠে মনে,
আনন্দে অজস্রধারে প্রেমাশ্রু বর্ষণে।

ধন্য সে যাত্রিকদল, সফল জীবন,
সফল মানব-জন্ম তাঁদের ধরায়।
হিয়ার মাঝারে সদা হয় আকিঞ্চন
দেখিতে সে পূত ধাম মিশে জনতায়।
কিন্তু দীন—ক্ষীণ আশা নহে ফলবতী,
কোন কাজ সাধে ক্ষুদ্র জোনাকীর জ্যোতি ?

দেখ সবে আদি অন্ত করি অনুধ্যান
নিরাকার বিধাতার অর্চ্চনার তরে,
মহামতি ইব্রাহিম পুরুষ-প্রধান
সুত-সহায়তা-বলে প্রফুল্ল অন্তরে
নির্ম্মাণ করেন যেই পবিত্র মন্দির,
নিয়ত নিবসে যাহে শান্তির সমীর—

কালের তরঙ্গ-বশে কত যুগান্তরে,
অর্ব্বাচীন ভ্রান্তমতি দুরাচারগণে,
মাটীর দেবতা কত গড়িয়া স্বকরে
আগ্রহে স্থাপন করে সে পুণ্য-ভবনে।
তিন শত ষাটি দেব সদা মূর্ত্তিমান, *
তারাই কি ধাতা-ত্রাতা ? ধিক ধ্যান-জ্ঞান !

কিন্তু এই কদাচার— এ পাপ ভীষণ
আর কত দিন পারে থাকিবারে স্থির !
জগৎ-কারণ বিভু সত্য সনাতন
বিনাশিতে এই ঘোর অজ্ঞান-তিমির,
করিলেন সমুদিত অতি শুভক্ষণে
নব বিভাকর এক উজ্জ্বল কিরণে।

* কাবা-মন্দিরে ৩৬০টী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল

তৃতীয় সর্গ

হজরতের মাতৃগর্ভে অধিষ্ঠান

শাস্ত্র-গ্রন্থে আছে সুপ্রকাশ—
আদিতে পবিত্রতম মহাম্মদী জ্যোতি
জ্যোতির সাগর ঈশে,   আনন্দে আছিল মিশে,—
অভেদ, অনন্তকাল অদৃশ্য মূরতি।
উদ্ভব হইলে বসুধার,
সেই জ্যোতিঃ ইচ্ছায় ধাতার
হয় পূজ্য আদি পিতা আদমে সঞ্চার।

আদম হইতে পুনরায়,
একে একে অতিক্রম করি কত জনে,
শান্তিপ্রদ শুভময়,   এসে জ্যোতিঃ উপজয়
মহামতি ইব্রাহিম পুরুষ-রতনে।
ইব্রাহিম হইতে আবার,
ধর্ম্মব্রত সর্ব্বগুণাধার
বর্ত্তে তাহা ইস্মাইল তনয়ে তাঁহার।

বিধাতার বিচিত্র বিধানে
আবির্ভূত হয় জ্যোতিঃ যাঁহার উপরে,

ললাট-ফলকে তাঁর, ঝলমলে অনিবার,
স্বর্গীয় সুকান্তি এক গরবের ভরে !
তাঁর মত ভাগ্যবান নর
কেবা এই ভুবন ভিতর ?
বরণীয় দেব তিনি পুণ্যের সাগর !

অতঃপর আল্লার ইচ্ছায়,
এই জ্যোতিঃ পালাক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে
কোরেশ দলের পতি হাশেম মহানমতি,
তাঁর পুত্র মতালেব * বিখ্যাত মহীতে,
স্থিতি করে তাঁহাতে আসিয়া,
রূপ যাঁর চিত্ত-বিনোদিয়া,
গুণের না ছিল সীমা, কি কব বর্ণিয়া !

বিদ্যা আর বুদ্ধির প্রভাবে
আরব-ভূমিতে তিনি ছিলা সম্মানিত,
সুবিজ্ঞ সমাজপতি, সতত সুকাজে মতি,
ন্যায়নিষ্ঠা ছিল যাঁর চিন্তার অতীত।
কা'বার কর্ত্তৃত্ব-ভার তাঁর,
সুচারু বিধানে অনিবার,
সম্পন্ন হইত প্রীতি সাধি সবাকার।

* আব্দুল মতালেব—হজরতের পিতামহ।

ছিল তাঁর দশটী কুমার, *
আব্‌দুল্লাহ্‌ সেই দশ পুত্রের মাঝার
ছিল বিশ্ব-বিমোহন, সৌন্দর্য্যের নিকেতন,
তারাদল মাঝে যেন চাঁদ পূর্ণিমার।
মঙ্গলময়ের সুনিয়মে,
মহাম্মদী জ্যোতিঃ যথাক্রমে
অধিষ্ঠিত হয় এসে ললাটে তাঁহার।

আব্‌দুল্লাহ্‌ বিধাতার বরে
একে ত ছিলেন অতি সুঠাম সুন্দর,
মহাম্মদী জ্যোতিঃ তায়,— বিশ্বের উৎপত্তি যায়,
আবির্ভিয়া করে তাঁরে আরো মনোহর।
যেন তিনি রূপ-সরোবরে,
চতুর্দ্দিক আলোকিত ক'রে
কনক-কমল সম ছিলা গর্ব্বভরে।

হেরে তাঁর রূপ অনুপম,
লাবণ্য-শোভিতা কত কুলাঙ্গনাগণ,
প্রাণ-মন এক করি, আপনা পাশরি মরি,
সমর্পিতে চাহে তারে জীবন-যৌবন।

* হারেস, আবুলহব, আবুজেহেল, আল্‌মোক্কাভম, জারার, আলজবায়ের, আবুতালেব, আবদুল্লাহ্‌, হাম্‌জা ও আব্বাস, এই দশ পুত্র।

মরি তার কতই সাধনা,
করে কত ঈশ্বরে কামনা,
রূপজ মোহের আহা তাড়না এমন।

কিন্তু সেই বাসনা তাদের
আকাশ কুসুমে শেষে হয় পরিণত,
লভিতে সোণার চাঁদ; পেতেছিল যত ফাঁদ,
ছিন্ন তাহা, হা কপাল কঠিন এমত।
ভাসমান সরোজ-সুন্দরে
ধরিবারে নেমেছিল সরে,
বিফল, সাঁতার শুধু ক্লান্ত কলেবরে।

মক্কার কোরেশ-কুল মাঝে
ছিলেন ওহাব নামে এক মহাজন,
আমেনা তাঁহার কন্যা, যাঁর তরে ধরা ধন্যা,
কেমনে করিব তাঁর রূপের বর্ণন!
গঠন-সৌষ্ঠব অতুলন,
অঙ্গ-শোভা বিজলীগঞ্জন,
আরব-গৌরব সেই রমণী-রতন।

চারুশীলা সে কামিনী সনে
বিশ্বের মঙ্গলময় বিবাহ-বন্ধনে,

আবদুল্লাহ্ হর্ষভরে, পিতার অনুজ্ঞা পরে,
হ'লেন আবদ্ধ শুভ যোগে শুভ ক্ষণে।
যেমন কুমার বিমোহন,
কুমারীও মোহিনী তেমন,
অকলঙ্ক চাঁদে যেন চাঁদের মিলন।

এ সুখের শুভ সমাচারে
আনন্দ উথলি উঠে আরব মাঝারে।
সমীর উল্লাসে মাতি, বহে দ্রুত দিবা-রাতি,
বিতরিয়া শীতলতা সৌরভ সঞ্চারে।
মর্ত্ত্যে হেথা আনন্দ অপার,
স্বরগেও স্রোত বহে তার,
আনন্দে স্বরগ-মর্ত্ত্য সব একাকার।

লীলাময় বিধাতার বরে
যা ঘটে, সকলি নর-কল্যাণের তরে।
পতির চরণ সেবি' সুশীলা আমেনা দেবী
হইলেন গর্ভবতী বিবাহ-বাসরে।
মহাম্মদী জ্যোতিঃ আব্‌দুল্লার,
অমনি অলক্ষ্যে চমৎকার,
তখনি লভিলা স্থান আমেনা-উদরে!

সেই মহাজ্যোতির ছটায়
ভুবনমোহিনী রূপে আমেনা হইল,

একে নিজে সুরূপসী, তাহে এই জ্যোতিঃ পশি,
সোণায় সোহাগা যোগ যেন রে করিল।
সুবিশাল ললাট-ফলক,
হ'ল তার কি চারু চটক!
বিশ্বের সুষমারাশি তাহে বিভাতিল।

চারিদিক্ পুলকে মগন,
পুলকে উঠিল মাতি এ তিন ভুবন।
মধুর মঙ্গল গান, তুলিয়া কোমল তান,
অলক্ষ্যে আকাশে ছুটে মোহি প্রাণমন।
অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার,
আহা কত আঁখি আমেনার
নিরখে, বর্ণিয়া শেষ হয় কি তাঁহার?

নিদ্রাতেও দেবীর নয়ন
বিশ্রাম লভিতে নাহি পায় এক ক্ষণ,
এই একরূপ দৃশ্য আঁখি-পটে হয় দৃশ্য,
মুহূর্ত্তে নিরখে তার চেয়ে মনোরম।
সুদুর্ল্লভ এই বসুধার,
কি এক উল্লাস-সুধাসার
ভরিল হৃদয় আর প্রাণ-মন তাঁর।

এদিকেতে আরব মাঝার,
সুবিজ্ঞ জ্যোতিষিগণ করিল প্রচার—

"ঘুচাতে পাপের ভার প্রিয় বন্ধু বিধাতার
আবির্ভূত হবে ত্বরা ধরার মাঝার।
সুপথ দেখায়ে গত নরে,
প্রলয়ের জলধি দুস্তরে,
তরাবেন আহা সেই দেবতা দয়ার।"

এইরূপ অদ্ভুত ঘটন
কেন না ঘটিবে! কেন না হবে দর্শন!
এই বিশ্ব পৃথিবীর, এই বিশ্ব-নিবাসীর
একমাত্র শান্তিদাতা ত্রাতা যেই জন,
দীনবন্ধু ভক্তগতপ্রাণ,
জগতের মঙ্গলনিদান,
জননীর গর্ভে আজি তাঁর অধিষ্ঠান!

তাই বলি, হ্লাদে মুগ্ধ নর।
ধেয়াইয়া সেই পদ-সরোজ সুন্দর,
ভক্তিভরে এক মনে, এই বেলা সযতনে,
রত রহ তাঁর গুণ গানে নিরন্তর।
দয়াল সে "রসুল আল্লার,"
ভব-পারাবারে কর্ণধার,
উদ্ধারিবে বিভু-বরে, সন্দ নাহি তার।

চতুর্থ সর্গ

হজরতের পিতৃ-বিয়োগ

শুভদিনে শুভক্ষণে জগদীশে স্মরি
হইলেন গর্ভবতী আমেনা সুন্দরী।
আলয় আনন্দময়, দম্পতি যুগল
রূপ-সরে ভাসে যেন কনক-কমল।
এক-মন এক-প্রাণ, ভিন্ন বটে দেহ,
অপরূপ অনুরাগ। প্রণয়ের স্নেহ!
আনন্দ-সাগরে দোঁহে হইয়া মগন
এইরূপে করে সুখে জীবন যাপন।
উদ্বেগের লেশ নাই, কিছু দিন পরে
শান্তশীল আবদুল্লাহ্ বাণিজ্যের তরে—
পূজনীয় জন্মদাতা পিতার আদেশে
গমন করেন দূর সুরিয়া প্রদেশে।
প্রাণসমা প্রিয়তমা ললিতা ললনা,
তিলেক না সহে যাঁর বিচ্ছেদ-বেদনা,
কাতরে তাঁহার কাছে লইয়া বিদায়
ব্যথিত মরমে সেই দূর দেশে যায়।
কিন্তু কি দুঃখের কথা, বলিতে অন্তর
তাপানলে দহে, অশ্রু ঝরে ঝরঝর!

কে জানে রে এ বিদায় বিধি-বিড়ম্বনে
হইবে বিদায় চির আমেনা-জীবনে ?
কে জানে রে সাধ্বী সতী রমণী-রতন
দেখিতে পাবে না আর স্বামীর চরণ ?
আর সে অমৃতময় প্রিয় সম্ভাষণ
শুনিবে না, করিবে না শ্রবণরঞ্জন !
সুখের দাম্পত্য-প্রেম-প্রদীপ উজ্জ্বল
কে জানে নিবাবে কাল অকালে প্রবল ?
স্বপনে জানে না সেই অবলা কামিনী
অচিরে করিবে তাঁরে বিধাতা দুখিনী।
বাণিজ্য-ব্যাপার যত করি' সমাপন
যথাকালে আবদুল্লাহ্ ফিরিলা ভবন।
মদিনা নগরে কিন্তু হ'য়ে উপনীত
হইলেন গ্রহদোষে ভীষণ পীড়িত।
দারুণ ব্যাধির বশে হইয়া কাতর
হইলেন শক্তিহীন ক্ষীণ-কলেবর।
একারণ তথা এক আত্মীয়ের ঘরে
রহিলেন গিয়া অতি চিন্তিত অন্তরে।
নিয়তি-লিখন কিন্তু কে করে খণ্ডন !
কে রোধিতে পারে বল অশনি-পতন !
কিছুতে ব্যাধির শান্তি না হইল তাঁর,
জীবনের গতি ভবে ফিরিল না আর।

কঠিন করাল কাল সময় পাইয়া
জীবন-বন্ধন দিল ছেদন করিয়া।
হায় রে দুঃখের কথা কি বলিব আর,
অনল-যাতনা হেন সহে প্রাণে কার ?
কোথায় জনমভূমি, প্রাণের রমণী,
কোথা ভ্রাতা, সহোদরা, জনক-জননী ?
কত আশা ভালবাসা, সব চির তরে
বিলীন হইয়া গেল কালের সাগরে।
বিদেশে যুবকবর ভাগ্যবিড়ম্বনে
শুইলা অকালে হায় অনন্ত শয়নে।
এদিকেতে সহগামী বণিক-নিকর
মক্কাধামে উপনীত হইয়া সত্বর,
পীড়ার বারতা যত কহে বিবরিয়া,
স্নেহময় পিতা তাঁর ব্যথিত শুনিয়া।
তখনি আনিতে তাঁরে পরম যতনে
পাঠালেন মদিনায় হারেস নন্দনে।
হারেস ত্বরায় তথা করিয়া গমন
পাইলেন মর্ম্মভেদী বেদনা ভীষণ।
দেখিলেন ভ্রাতা তাঁর হইয়া নিষ্কাম
লভিছেন নীরবেতে অনন্ত বিশ্রাম।
সজল নয়নে সেই সমাচার ল'য়ে
উপনীত হইলেন হারেস আলয়ে।

সুত-মুখে শুনি প্রিয় সুতের নিধন
হাহাকারে মতালেব করেন রোদন।
ভীষণ শোকের ঝড় ভবনে তাঁহার
বহিল প্রচণ্ড বেগে ছেয়ে চারিধার।
জনক জননী কাঁদে ভ্রাতা-ভগ্নিগণ,
কাঁদিয়া আকুল যত আত্মীয় স্বজন।
আর সেই পতিব্রতা অবলা অঙ্গনা
পাইয়ে হৃদয়ে অতি দুঃসহ যাতনা,
কাঁদেন অবশ অঙ্গে লুটায়ে ধূলায়,
নয়নের নীরে তাঁর ধরা ভেসে যায়।
ভবিষ্যৎ ভেবে, দেখে নয়নে আঁধার,
জীবন হইল ঘোর যন্ত্রণা-আধার।
সুখ-শান্তি-মায়া-মোহে দিয়ে জলাঞ্জলি,
অশান্ত হৃদয়ে সতী বিলাপে কেবলি।
কহে কবি কর দেবি! ধৈরয ধারণ,
মুছ গো নয়ন-বারি, শান্ত কর মন।
অশান্ত চঞ্চলা এত সাজে কি তাঁহার,
জগতের শান্তি-দাতা উদরে যাঁহার!!

পঞ্চম সর্গ

হজরতের জন্মগ্রহণ

সুশীলা আমেনা দেবী ভাবী তনয়ের
হিত-কামনায় স্মরি বিশ্ব-বিধাতায়
প্রবোধ দিলেন চিতে, বসন অঞ্চলে
মুছিলেন নেত্রবারি, কিন্তু একেবারে
হৃদয়ের বিষণ্ণতা গেল না তাঁহার।
দুষ্ট দুরাচার রাহু হায় পরশিলে
পূর্ব্বের সুষমা চাঁদে রহে কি গো আর?
পশিলে কমলে কীট থাকে কি কখন
নয়নরঞ্জন ছাঁদ শোভা-প্রভা তার?
সহস্র যতনে দেবী বুঝান মনেরে
কিন্তু বুঝেনাক মন, অবোধ বর্ব্বর !!
জাগ্রত স্বপনে মনে পড়ে সে আনন,
সে মুরতি জাগে স্মৃতিপটে অনিবার।
শান্তি-অশান্তির মাঝে পড়ি এইরূপে
ভাসিলা আমেনা কাল-সাগরে নীরবে।
একে একে করি দিন লাগিলা কাটিতে
শিশুও অদ্ভুতরূপে স্বর্গ-সুধা পিয়ে
বাড়িতে লাগিলা আহা মায়ের উদরে।

অতঃপর এক দিন তৃতীয় মাসের *
দ্বাদশ দিবসে গর্ভধারণ দেবীর
নয় মাস পূর্ণ হয় বিভুর প্রসাদে।
মধুর বসন্তকাল আছিল তখন,
সুখদ সমীর বহে মৃদুল হিল্লোলে—
বিতরিয়া শীতলতা, ভীষণ মরুর
উগ্রভাব নাশ করি ; বিহঙ্গমদল
আলাপি কোমল কণ্ঠে গীত মধুময়
আনন্দে প্রমত্ত করে মক্কাবাসিগণে।
অলক্ষ্যে স্বর্গীয় শান্তি-সুধার লহরী
বরষে যেন রে পুণ্য আরব-ভুবনে !!
এহেন মধুর দিনে—সুপবিত্র দিন
হয়নি, হবে না আর ধরায় তেমন ;—
আমেনা অনন্যমনে প্রসন্ন বয়ানে
বসিয়া আছেন গৃহে ; উদ্বেগের চিন
লেশ মাত্র নাই, নাই প্রসব-বেদনা,
সহসা সুক্ষণে সেই নারীকুলমণি
প্রসবিলা সুত এক সুঠাম সুন্দর,
স্বর্গীয় সুধায় ধৌত, গ্রীবার উপরে
অঙ্কিত প্রেরিত-চিহ্ন, অদ্বিতীয় ভবে।

* তৃতীয় মাস—রবিয়ল আউয়ল।

ভুবনমোহন সেই কুমারের রূপে
উজ্জ্বল হইল গৃহ, ভানুর উদয়ে
যথা বিশ্ব ; আর তাঁর অঙ্গের সৌরভে
আমোদিল দশ দিক, অদ্ভুত ঘটনা
ঘটিল অমনি কত : স্বর্গে মর্ত্ত্যে যেন
বাধিল তুমুল কাণ্ড মধুরে ভীষণ !!
কাঁপিল মেদিনী ঘন ঘোর আলোড়নে,
কাঁপে থরথরি পাপ-পুরুষ দুর্ম্মতি
প্রমাদ গণিয়া মনে, কা'বার ভিতরে
হলব দেবতারাজ, অহো কি দুর্গতি,
সন্ত্রাসে ভূতলে পড়ি হ'ল চূরমার।
ভ্রান্ত অগ্নি-পূজকের অনলের রাশি
অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত, উপাস্য দেবের
হেরি হেন তিরোধান—চরম দুর্দ্দশা,
চিন্তিত পূজকবৃন্দ ; পারস্য-ভূপের
উন্নত প্রাসাদ-চূড়া লুটিল ধরায় !
ফোরাতের * বারিরাশি ঢলাঢলি করি'
প্রবল তরঙ্গ তুলি' দু'কূল ভাসায়।
আবার এদিকে দেখ, কি খেলা বিধির !
সওয়া হ্রদ,—অম্বুরাশি শুকাইয়া তার,—

* ইউফ্রেটিস্।

ভীষণ মরুতে হয় সন্থ পরিণত !
স্তম্ভিত বিস্মিত লোক এ সব দেখিয়া।
আরেক বিচিত্র দৃশ্য—গগনমণ্ডলে
প্রদীপ্ত তারকা এক উদে সেই দিন ;
যাহা হেরি জ্যোতির্বিবদ কোবিদনিকর
ধর্ম্মবীর আবির্ভাব করেন প্রচার
অনন্ত ঘটনা হেন বিধির বিধানে
ঘটে দিগ্‌দিগন্তরে বর্ণিব কেমনে !!
কুমার ভূমিষ্ঠ মাত্র দিব্য দূতগণ
অবতরি অবিলম্বে অবনীমণ্ডলে,
আশীষিয়া আমেনারে ধন্যবাদ সহ
মধুরে বিনম্রভাবে সে দেব-শিশুরে
'সালাম' প্রদানে কত ; অনুরাগে আর
বরষি সুধার ধারা কোমল ঝঙ্কারে
গুণ গৌরবের গাথা গাহে সমস্বরে।

* * *

গাথা

দয়া সদাচার সহ সুবিচার
করিতে,—ঘুচাতে ধরার ভার,
আজি ভূপোত্তম লভিলা জনম,
আহা রে সুখের নাহিক পার।

লভিলা জনম রসুল-প্রধান *
ইহ-পরকাল-নিস্তার-নিদান,
ত্রিদিবের চাঁদ চারুতা-নিধান,
পরাৎপর প্রভু পুরুষসার।

ভ্রম-মাতোয়ারা মানব-নিকরে
ধরমের পথ দেখাবার তরে,
নিয়ে জ্ঞান-বাতি উজ্জ্বল ভাতি
আসিলা পুণ্য-পুরুষকার।

জনমিলা সেই পতিতপাবন,
কওসর-সুধা-অধিপ যে জন,
পাপ-তাপত্রাস মহাবিচক্ষণ,
ধরাধামে নাই উপমা যাঁর।

* রসুল—ঐশিক তত্ত্বাহক

যাঁর গমনের পথ সমুদয়
স্বরগ-সৌরভে সুরভিত হয়,
পুণ্য-পিঠে যাঁর 'নবুয়ত্'-হার *
প্রেরিতের চিন চমৎকার।

দানসিন্ধু প্রভু একমাত্র ভবে,
তিনি ভিন্ন নাই তারিতে মানবে,
বিশ্ব-ধর্ম্মগুরু কেন, হের সবে,
হয় নাই, কভু হবে না আর।

দীনদেব আজি স্বর্গ পরিহরি
অবতীর্ণ হ'ল অবনী উপরি,
ত্রাহি ত্রাহি রবে সবে যাঁরে ধরি,
শেষের সে দিনে হবে গো পার।

জগত-গৌরব জগত-সৌরভ,
লভিলা জনম জগত-দুর্লভ,
কায়মনঃপ্রাণে ওরে রে মানব!
চরণ বন্দনা কর রে তাঁর।

* হজরতের পৃষ্ঠদেশে প্রেরিতত্বের চিহ্নস্বরূপ মোহরাঙ্কিত ছিল।

স্বরগের দূতগণ শির করি নত
যাঁহার মাহাত্ম্যে মজি করে গুণগান ;
আমরা মানবকুল তাঁর অনুগত,
সাজে কি নিশ্চিন্ত থাকা জড়ের সমান ?
আইস ত্বরায় সবে উল্লাসে ভরিয়া,
আইস ভকতিভরে খুলি মনঃপ্রাণ,
হৃদয়ের আবেদন জ্ঞাপন করিয়া
অপার যতনে করি সালাম প্রদান।

* * *

সালাম

ওহে সত্য-প্রচারক মহাতপোধন,
বিচারে তপন-সম,
বিনাশক ভ্রম-তম,
বিধাতার নির্ব্বাচিত পুরুষরতন !
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু মহিমা-ভাণ্ডার,
সালাম তোমারে প্রভু সালাম হাজার।

উপায়হীনের তুমি সহায়-সম্বল,
বিশ্ববাসী মানবের
বেদনার মরমের
তুমিই ঔষধদাতা, তুমি শান্তি-জল !

ধর্ম্মাত্মার জীবনের তুমি লক্ষ্যধাম,
সালাম তোমারে নবি ! হাজার সালাম।

সালাম তোমারে প্রভু সালাম হাজার,
প্রেরিতগণের মাঝ
তুমিই রাজাধিরাজ,
নরসৃষ্টি-মূলীভূত তুমিই আল্লার।
হে অখিল-আদি ! নর্ত্তশিরে অনিবার
সালাম তোমারে করি সালাম হাজার।

মহিমার মূর্ত্তিমান তুমি ভূপবর,
বিহীনকলঙ্ক-মসী
তুমি ভবে সৌম্য শশী,
কে আছে তোমার সম সুধী ধরা 'পর ?
বসুধার তুমি সর্ব্ব সুনীতি-আধার,
সালাম তোমারে প্রভু সালাম হাজার।

বিদ্বানের বিদ্যা-প্রভা তোমা হ'তে ভায়,
এক রবি-রশ্মি বিনে
শোভে কি ভুবন তিনে
কোন বস্তু কোন কালে আলোক-মালায় ?
বিশ্বশীর্ষ কোহিনূর তুমি বিধাতার,
সালাম তোমারে নবি ! সালাম হাজার।

বিধাতার মনোনীত স্বর্গগামীদের
তুমি অলঙ্কারদাতা,
তুমি পাপী-পরিত্রাতা,
তুমি তাঁর পথ প্রেম-জ্যোতিঃ প্রকাশের !
হে নরেন্দ্র ! হে গভীর তত্ত্ব-পারাবার !
সালাম তোমারে করি ! সালাম হাজার।

সালাম তোমারে করি রাজরাজেশ্বর !
তুমি সর্ব্ব-পূজনীয়,
বিশ্বজনপ্রিয়-প্রিয়,
বিপন্ন উপায়হীন দরিদ্র নিকর,
তব সহায়তাবলে পাবে হে নিস্তার,
সালাম তোমারে প্রভু সালাম হাজার।

আলোক-হসিত চিত্ত ঋষিকুলোত্তম !
হে ধরার ধ্রুবতারা,
হ'লে নর তোমাহারা,
ভবসিন্ধু-তলে হায় ডুবিবে বিষম।
ইহ-পরকাল-রাজা, মূর্ত্তি করুণার,
সালাম তোমারে নবি ! সালাম হাজার।

অসহায় দীন আমি মন্দমতি অতি,
বিন্দুমাত্র কৃপাদানে
কিঞ্চিৎ আমার পানে—

চাহিবেন, পদযুগে করি এ মিনতি।
আশ্রয়-হীনের জানি তুমিই আশ্রয়,
নিরাশ্রয় আমি, কৃপা কর দয়াময়!

অপার বাসনা আছে মানসে আমার,
পবিত্র দ্বারের তব
চরমে শরণ লব,
যাবে জ্বালা পেয়ে তব করুণা-আসার।
হে দয়াল শান্তিদাতা! আপনার স্থান
পরিহরি আর কোথা করিব প্রস্থান?

দর্শনপিপাসী তব আমি অভাজন,
আমার মতন অতি
পাপ-পীড়িতের প্রতি,
তুমি বিনা দয়া করে আর কোন্ জন?
ভাল কিংবা মন্দ হই হে ধরম-শূর!
তোমার দ্বারের আমি ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর।

দিবানিশি এই মম ভাবনা গভীর,
ভীষণ প্রলয়-দিনে
যখন ভুবন তিনে
সমুদিবে জ্বালাময় দ্বাদশ মিহির,

ধর্ম্মের সম্মুখভাগে বিচার কারণে,
নরের পড়িবে ডাক শিঙ্গার নিস্বনে।

তখন প্রণয়-সুরা পানোন্মত্ত মনে,
কোন জন যাবে ছুটে,
কেহ বা ভূতলে লুটে,
পান-পাত্র-হাতে যাবে চঞ্চল চরণে।
ধর্ম্মপথে গর্ব্ব সাথে কাহার গমন,
চলিবে উড়ায়ে কেহ অঙ্গের বসন।

কিন্তু অণুমাত্র আশা নাহিক আমার,
লজ্জা-ভয়-হাহাকার,
বিলাপ রোদন আর,
শুধুই করিতে সেথা হবে অনিবার।
হা ধিক্ কি লজ্জা! আমি শূন্য হাতে হায়
যাইব, কে তত্ত্ব মম লইবে সেথায়?

জ্যোতির্ম্ময় সদাশয় সাধুদের সনে,
পাপমতি আমি দীন,
ভকতি-শকতি হীন,—
—আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ,—যাইব কেমনে?
এই কালা মুখ সেই দেবের সমাজে
দেখাইব কেমনেতে হায় কোন্ লাজে?

ভীষণ সঙ্কটময় সে প্রলয়-কাল !
স্নেহময় পিতা মাতা,
দারা সুত বন্ধু ভ্রাতা,
কেহ কার নহে সেথা, অহো কি ভয়াল !
তুমিই বিশ্বের বন্ধু ! পাপীর উদ্ধার
করিবে সেখানে জানি সাহায্যে অপার ।

অকিঞ্চন পাপম্লান এ বিপন্ন জনে,
করুণা করিয়া দান
পদপ্রান্তে দিও স্থান,
রাখিও আমার মান সে ঘোর প্লাবনে।
তোমার মহিমময় নাম করি ধ্যান
আছি প'ড়ে, ভুল না হে জগত-কল্যাণ !

মৃত্যুকাল কি কঠিন ! ভয়ে অঙ্গ কাঁপে,
কৃতান্ত করাল করে,
জীব-মূল ছিন্ন করে,
অলক্ষ্যে সময় বুঝে প্রবল প্রতাপে—
নরকুল-চির অরি নারকী 'শয়তান'
প্রতারণা-জাল পাতে হরিতে 'ইমান'* ।

* ইমান—ধর্ম্মবিশ্বাস ।

সে তুফানে আত্মজন কাজে না আসিবে,
থাকুক অপার স্নেহ,
সঙ্গে নাহি যাবে কেহ,
ক্ষণেক মায়ার কান্না শুধুই কাঁদিবে।
তুমি সে সঙ্কট ঘোরে ভব-কর্ণধার!
রক্ষিও, রক্ষিলা নুহ নবী যে প্রকার * !

অপার কৃপার গুণে নয়নে নেহারি,
মগ্ন মম দেহ-তরি,
তুলিয়া দিবেন ধরি,
সর্ব্বগ্রাসী সিন্ধু হ'তে, হে বিপদহারি!
আর এক নিবেদন থাকিতে সময়,
ক'রে রাখি পূত পদে ওহে দয়াময়!

অন্তিম সময়ে যবে নয়ন সম্মুখে,
শত বিভীষিকা-মূর্ত্তি
করিয়া বিকট স্ফূর্ত্তি
দেখা দিবে, ভয়ে প্রাণ বাহিরিবে মুখে।

* পয়গম্বর নুহ। খৃষ্টবাদীরা ইঁহাকে নোয়া ও হিন্দুগণ মনু বলেন। তিনি দৈবাদেশে এক বিশাল জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে মানব ও অপর নিকৃষ্ট জীবদিগকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই ভিক্ষা, শেষ দম যেন নিকলয়,
লইয়া যুগল নাম * শান্তি-সুধাময় !

আঁধার কবর মাঝে—ভয়াবহ স্থানে
যবে দেব-দূতদ্বয় (১)
সুধাইবে পরিচয়,
বাঁচাইও তথা প্রভু সাহায্য প্রদানে :
এই করো' আর, যেন না ডরি তথায়
হেরে তব সৌম্য মূর্ত্তি চিনি গো তোমায়।

শুভ দেখা দিলে গোরে, যেন ভক্তিভরে
উঠিয়া সম্মানে শত
হই তব পদানত,
সুপবিত্র পদরজ মলি নেত্র 'পরে !
তুচ্ছ এ জীবন মম যেন ওগো আর
সহাস্যে উৎসর্গ করি নামেতে আল্লার।

কি আছে গোপন প্রভু নিকটে তোমার ?
ভিতর বাহির সব,
আমার অবস্থা তব,
আছে জানা, কি কহিব খুলিয়া আবার ?
দয়াল সুবিজ্ঞ তুমি দাতা চিকিৎসক,
দীন আমি, ব্যাধিগ্রস্ত ঘোর প্রাণান্তক।

* আল্লা ও রসুল।

(১) মনকির ও নকির।

ওহে শুভ শান্তি-দাতা রসুল আল্লার
ধরম-বিশ্বাস মম
থাকে যেন দৃঢ়তম,
হীনমতি অকিঞ্চন প্রার্থিবে কি আর ?
শেষ শ্রেষ্ঠ নবী ওহে বন্ধু বিধাতার,
সালাম তোমারে করি হাজার হাজার !

ষষ্ঠ সর্গ

হজরতের নামকরণ

প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এই দেব-কুমারের
আবির্ভাব-কাল আছে বর্ণিত যেমন,
নূহ, ইসা, মুসা আর যতেক পয়গম্বরে
বলিয়া গেছেন যেই সব সুলক্ষণ,
সেই নিরূপিত কালে, দয়াল বিভুর বরে,
ঠিক সেই অপরূপ রূপ-গুণ ল'য়ে,
জন্মিলা মহান্ শিশু, ধর্ম্মের দুন্দুভি-ধ্বনি,
ধ্বনিত হইল মর্ত্ত্যে স্বরগনিলয়ে।
পবিত্র হইল মক্কা, পবিত্র হইল পুরী,
আমেনা পবিত্রা ধন্যা এ গর্ভ ধারণে,
আনন্দের পারাবার উছলি আরবে বহে,
ধরে না আনন্দ আজি জননীর মনে।
আত্মীয় স্বজন বন্ধু, আনন্দে মগন সবে,
কুমারে নিরখে আসি কাতারে কাতার,
যে দেখে, সে অপলকে চেয়ে থাকে কতক্ষণ,
অন্তর ভরিয়া ছুটে বিস্ময়-পাথার।
শিশুর মাতুল এক পরম দৈবজ্ঞ ছিল,
আকৃতি-প্রকৃতি তিনি হেরি বিধিমতে,

কহেন—"বালক এই, না হবে সামান্য জন,
অমর অক্ষয় র'বে নশ্বর জগতে।
দৈবের আদেশক্রমে, উপাড়ি অধর্ম্ম-মূল,
ধর্ম্মের অমৃত-তরু করিবে রোপণ,
বসি নরনারী যার সুখদ শীতল ছায়ে,
করিবে সফল জন্ম, সফল জীবন।"
কি বালক যুবা বৃদ্ধ, রমণীর দল কিবা,
"অদ্ভুত এ দেবশিশু!" মুখে সবাকার,
মহামতি মতালেব, শুনে তাই হৃষ্ট অতি,
স্ফূর্ত্তিতে হইল স্ফীত হৃদয় তাঁহার।
জন্মের তৃতীয় দিনে, আদর-আহ্লাদে কত,
ধরিয়া শিশুরে বুকে পরম যতনে,
কাবা-উপাসনালয়ে ল'য়ে যান জ্ঞানীবর,
আশিস মাগেন তাঁর মঙ্গল কারণে।
কিন্তু কি বিষম ভ্রম, দেখ হে জগত জন!
আশিস বিলাতে ভবে জনম যাঁহার,
কি নর মঙ্গলপ্রদ মাগিবে গো তাঁর তরে?
যাচে কি সলিল-কণা মহাপারাবার!!
স্বরগে সুখ্যাতি-ধ্বনি, উঠে যাঁর অনিবার,
আকাশে যশের গীতি দেবগণ গায়,
মর্ত্ত্যেও বিমল খ্যাতি কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছুটিয়াছে,
তাই মহাম্মদ আখ্যা দিলেন তাঁহায়।

অতঃপর স্নেহময় পিতামহ কুমারের
সপ্তম দিবসে যত আত্মীয় স্বজনে,
নিমন্ত্রণ করি আনি, যেমন আছিল প্রথা,
তুষিলেন উপাদেয় পান ও ভোজনে।
হইল তখন কিবা ভবন আনন্দময়,
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ উৎসবে মাতিল,
কতই যতন করি' কুমারে ধরিয়া বুকে
মধুর বচনে সবে আদর করিল ;

সপ্তম সর্গ

ধাত্রী-করে অর্পণ

ভুবনপূজিত পুণ্য-পবিত্রতাময়
কোরেশ বংশের ছিল হেন চির প্রথা,
প্রসূত হইলে সুত লালিতে পালিতে
সমর্পিত ধাত্রী-করে ; দায়িত্ব অপার
লইয়া শিরস্ পরে ধাত্রী-মাতা যত
পালিত পরম স্নেহে স্তন্য-সুধা দানে
শিশুগণে ল'য়ে গিয়া গৃহে আপনার।
পরে যথাকালে, স্তন্য তেয়াগিলে শিশু
জনক-জননী-করে অব্যাজে তাহারে
সঁপিয়া করিত লাভ যোগ্য পুরস্কার।
ধনীর সন্তানে যেই পাইত পালিতে
প্রচুর হইত লাভ সেই সে ধাত্রীর !
এই চির প্রথাক্রমে বরষে বরষে
দিগদিগন্তর হ'তে আসি ধাত্রিগণ
ল'য়ে যেত শিশু কত পালিবার তরে।

যে বরষ পুণ্যময় আরবের ভূমে
জন্মেছিলা হজরত, হায় রে তখন
ভীষণ দুর্ভিক্ষ-রাহু দাবানল সম
পশেছিল সা'দ-বংশ জনপদ মাঝে।

উঠেছিল হাহাকার হায় সে অঞ্চলে,
হ'য়েছিল তৃণশূন্য তৃণক্ষেত্র যত,
শুষ্ক পাদপের শ্রেণী, ফল-পুষ্প-হীন,
পশুপাল মৃতপ্রায় নিত্য অনশনে
জরাজীর্ণ নরনারী যাহার প্রভাবে।
ফিরাতে ভাগ্যের গতি, বাঁচাতে জীবন
তাই কত নারী, দলে দলে ধাত্রীরূপে
পবিত্র মক্কার পথে হইল বাহির।
সুশীলা মহিলা এক হালিমা নামেতে,
আছিলা সে সা'দ-কুলে, তিনিও তখন
চলিলা তাদের সনে, গ্রহণ আশায়
লালন-পালন-ভার কারো তনয়ের।
 দুগ্ধপোষ্য সুত ক্রোড়ে হালিমা সুমতি
আরূঢ়া গর্দ্দভ-পিঠে, ধীরে পাশে পাশে
চলেছেন পতি তাঁর অপর বাহনে।
আহার অভাবে অহো বাহন দোঁহার
হীনবল ক্ষীণকায় অস্থিচর্ম্ম-সার।
কি করিবে? নিয়তির নির্দ্দয় পীড়নে
চলিল দম্পতি তাই অতি ধীরে ধীরে।
 এদিকে প্রবলতর গর্দ্দভে চড়িয়া
সঙ্গের রমণী-কুল উতরি মক্কায়,
ধনীর সন্তানে যত অগ্রে অন্বেষিয়া

গ্রহণে পালন তরে, কিন্তু হায় হায়,
শ্রম-ফল যথোচিত পাবে না বলিয়া
পিতৃহীন মহাম্মদে—অহো রে বলিতে
হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ঝরে দু-নয়নে
ঝর ঝরে অশ্রুধারা বক্ষ ভাসাইয়া !—
—পিতৃহীন মহাম্মদে কেহ না গ্রহণে।
হায় কি বিষম ভ্রম ! কি ঘোর আক্ষেপ,
ধিক্ সেই ধাত্রীগণে, নয়ন থাকিতে
অন্ধ তারা, মন্দমতি ভাগ্যহীনা অতি
কে আছে রে ধরাধামে তাদের সমান ?
দুর্লভ অমূল্য নিধি হেলায় ফেলিয়া
স্বার্থ-মোহ-বশে তারা কাচে সমাদরে !
অসারে অমৃত জ্ঞান ! পরমার্থ ধন—
পারত্রিক ঐহিকের পারের সম্বল—
অনিত্য বিভব আশে অবাধে পাশরে !!
বুঝিনু অলঙ্ঘনীয় নিয়তির গতি,
মরুতে কি হয় কভু রসের উদ্ভব !
যথাকালে সর্ব্বশেষে সুমতি হালিমা
উপজিলা মক্কাধামে ধীরে ধীরে আসি।
পথি মাঝে চতুর্ভিতে জাগ্রৎ স্বপনে
অপরূপ অলৌকিক কার্য্য বহুতর
দেখে ভেবেছিল মনে,—"দৈব অনুগ্রহে

ত্বরায় হইবে তাঁর সৌভাগ্য-সঞ্চার।
দুঃখ-দরিদ্রতা যত যাইবে ঘুচিয়া,
শান্তির সাগরে সুখে দিবেন সাঁতার।”
ধন্য গো হালিমা তুমি ধাত্রিকুল-রাণি!
সফল জনম তব এ ভবমণ্ডলে।
ক’রেছ অন্তরে যেই ভবিষ্য-চিন্তন,
বিভু-বরে সুনিশ্চয় সিদ্ধ হবে তাহা।
ভব-ভয়হারী, সর্ব্ব শুভ-প্রদায়ক,
শান্তিদাতা, শুভ্রকর্ম্মা, ন্যায়ের নৃপতি
অতিথি হবেন তব, পদার্পণে যাঁর
তোমার ভবনখানি উঠিবে হাসিয়া,
মধু আগমনে যথা বিশ্ব চরাচর
হয় প্রফুল্লতাময়। উদয়ে রবির
পারে কি ক্ষণেক তরে থাকিতে তিমির?

* * *

মক্কায় আসিয়া হালিমা তখন
চারিদিকে দেখে খুঁজিয়া কত,
আর ধাত্রিগণ ক’রেছে গ্রহণ
ধনীর তনয় আছিল যত।

নাই নাই আর একটীও নাই
বিনে মহাম্মদ দীনের কুমার,

অনাথ বালক, ভবে পিতৃহীন,
কি লাভ হইবে পালনে তাহার ?

হতাশে ভাঙ্গিল হালিমার হিয়া,
একেবারে হ'ল স্ফূরতিহীন।
তোলাপাড়া মনে করে কত খানা,
নীরব, নেহারে নয়নে দীন।

এহেন সময়ে পথে দাঁড়াইয়া
কহে মতালেব কাতর স্বরে,
"ধাত্রী কোন জন আছ কি হেথায়
একটী শিশুর পালন তরে ?

পিতৃহীন সেই দুখের কুমার,
অকালে মরিল জনক তার।
আমা বিনা এই বিশ্ব ধরাধামে
আপন কেহই নাহিক আর।"

এই দুখময় সকরুণ ধ্বনি
শুনিলা হালিমা আপন কাণে,
কি জানি কি এক স্নেহের আঘাত
বাজিল তাঁহার করুণ প্রাণে।

দেখে তাকাইয়া গম্ভীর-মূরতি
প্রতিভাশালী সে পুরুষবরে,

চারু-দরশন কৃতী বিচক্ষণ,
তেজোরাশি যেন বদনে ক্ষরে।

জানিয়া তাঁহারে কোরেশাধিপতি,
দ্রুতগতি তাঁর নিকটে যায়।
নতভাবে দিয়া নিজ পরিচয়,
কুমারে পালন করিতে চায়।

শুনি মতালেব হরষে অপার
আবেগে খুলিয়া হৃদয়দ্বার,
শত ধন্যবাদ দেন জগদীশে,
স্মরিয়া এহেন করুণা তাঁর।

পরে হালিমারে সাথে ল'য়ে ত্বরা
উতরিলা গিয়া আপন বাসে ;
"এই ধাত্রী-মাতা তোমার শিশুর"
কহিলা আমেনা দেবীর পাশে।

কর গো হৃদয়-নন্দন তব
অরপণ এই ললনা-করে।
সৎকুলজাতা অতি সুলক্ষণা,
পাইলাম এরে বিভুর বরে।"

শ্বশুরের বাণী শিরোধার্য্য মানি,
আমেনা সুন্দরী হরষভরে,

যতনে আদরে তুষি হালিমারে
লইয়া গেলেন স্তুতিকা-ঘরে।

দেখিলেন সেই স্বরগের চাঁদ
সুখদ কোমল শয়ন লুটি,
নীরবে আরামে লভিছে বিরাম
মুদিয়া কমল নয়ন দু'টী!

স্থির সৌদামিনী কিংবা মহামণি
শোভিছে সুচারু ভবনতলে।
মুগধা হালিমা দেখিয়া অবাক্,
পড়ে না পলক নয়নদলে।

স্নেহ-পারাবার তখনি তাঁহার
হৃদয় ভরিয়া সঘনে বয়;
আর কি থাকিতে পারে কি গো থির?
আর কি ক্ষণেক বিলম্ব সয়?

অধীরে যুগল কর পসারিয়া
কতই আদরে যতন-ভরে,
সুপ্ত শিশুরে সুধীরে তুলিয়া
লইলা হালিমা বুকের 'পরে।

অমনি জাগিয়া উঠিলা কুমার,
মেলিলা সুচারু কমল-আঁখি,

হাসিলা পুলকে মৃদুল মধুর
হালিমার মুখ চাহিয়া থাকি।

কি যে রে সুষমা হইল তাহায়.
মনোমোহকর জগতলোভা,
ফুলরাশি যেন চকিতে ফুটিয়া
বাড়াইয়া দিল কানন-শোভা।

স্নেহ-বিগলিত হালিমা তখন
দখিণের স্তন শিশুর মুখে
স্থাপিলা যতনে, ধীর মৃদুভাবে
কুমার লাগিলা পিয়িতে সুখে।

অপরূপ অতি! যেই পয়োধর
ছিল রসহীন মরুর প্রায়,
রসে ডগমগ হইল অমনি,
পীযূষের ধারা নিকলে তায়।

চুক্ চুক্ চুক্ পিয়িলা কুমার,
বাম স্তন পুন বদনে দিল।
দূরে থাক আহা পান করা তাহা,
শিশুবর মুখ ফিরায়ে নিল!

হালিমা-নন্দন বাঁচা'ত জীবন
বাম-পয়োধর করিয়া পান।
দয়া-অবতার এই দেব-শিশু
দিতে পারে কি গো তাহাতে টান!

দখিণের বিনা বাম স্তন কভু
ধরে নাই শিশু বদন পরে,
দেখ, দেখ, ওরে দেখ রে জগত !
এ ভাব কেমন নয়ন ভ'রে !

দয়া সদাচার সহ সুবিচার
করিতে জগতে জনম যাঁর !
জীবনের এই কলিকা-কালেই
দেখ গো উজল প্রমাণ তার !

প্রাণ-প্রিয়তম হৃদয়-নন্দনে
আমেনা যতনে পালন তরে,
উপদেশ কত করিয়া প্রদান
সঁপিলা তখন হালিমা-করে।

হালিমাও সেই ধাত্রীশিরোমণি
থাকিয়া মক্কায় কয়েক দিন,
দেখাল মায়েরে পালিবে কেমনে
স্নেহ-মমতায় হইয়া লীন।

পরিশেষে সুখে লইয়া বিদায়
দেবীরে প্রবোধ প্রদান করি,
চলিলা হালিমা সকাশে স্বামীর
কুমারে যতনে হৃদয়ে ধরি।

অষ্টম সর্গ

ধাত্রিগৃহে অবস্থান

মক্কার প্রান্তর মাঝে যথায় আছিল পতি,
হালিমা প্রফুল্ল-মনে গেল তথা শীঘ্রগতি।
অনিন্দ্য অনন্ত রম্য লাবণ্যের নিকেতন,
সুকুমার শিশুবরে করি তবে নিরীক্ষণ,
হারেস হালিমা-কান্ত চকিত বিস্মিত মনে,
অবাক আশ্চর্য্যভাবে চেয়ে রহে কতক্ষণে।
বলে "প্রিয়ে! একি লীলা! একি খেলা বিধাতার,
এ ত নহে নরশিশু, এ যে শিশু দেবতার!!
এ সৌন্দর্য্য ধরাধামে সম্ভবে কি কোন কালে?
সুধাময় সুধাকর শোভে শুধু নভোভালে!
কোথা পেলে এ কুমারে? আজি দিন সুপ্রভাত,
সুপ্রসন্ন ভাগ্য মম, বিধাতায় প্রণিপাত।"
হালিমা কহেন,—"নাথ! দেও তাঁরে ধন্যবাদ,
তাঁরি করুণায় আজি পূরিল হে মনোসাধ।
এখন বিলম্বে আর আছে কিবা প্রয়োজন?
চল ত্বরা ল'য়ে যাই ঘরে এই মহাধন।"

হালিমা হাসিতমুখে কুমারে হৃদয়ে ধ'রে,
ভবনের অভিমুখে আরোহি গর্দ্দভ 'পরে—

চলিলা স্বামীর সহ, অদৃষ্ট-আকাশ তাঁর,
হইতে লাগিল আহা ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার।
পথের যে দিকে চায়, দেখে কত সুলক্ষণ
দিব্য সুপ্রকাশ, যথা ফুটে নভে তারাগণ।
দুর্ব্বল কঙ্কালময় গর্দ্দভ আছিল তাঁর!
কুমারে লইয়ে পিঠে শক্তি কেবা দেখে তার!
পবন সমান বেগে ছুটে যায় স্ফূর্ত্তি ভরে,
স্বর্গের করুণা যেন বর্ষিল ধরার 'পরে।
বিশ্রাম লভিতে পথে করে যথা অবস্থান,
অচিরে সে ভূমিখণ্ড হয় কিবা শোভমান!
শুষ্ক তরু লতাবলী তৃণ যত তথা ছিল,
শ্যামল সুন্দর কান্তি ধরি সব পল্লবিল।
তাপদগ্ধ শস্যক্ষেত্র সজীব হইল ফিরে,
বসন্ত উদয় ভেবে গাহিল বিহঙ্গ ধীরে!
এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড করি কত দরশন,
হালিমা কুমার সহ এল নিজ নিকেতন!

*   *   *

হালিমা সৌভাগ্যবতী আবাসে আসিয়া,
অবাক নয়নে চায়,
গৃহ তাঁর অচিরায়
স্বরগের সুষমায় উঠিল ভাসিয়া!

খুলিল চৌদিকে তাঁর উন্নতির দ্বার,
ছাগ মেষ ছিল যত,
দিব্য কামধেনু মত,
হইল অপরিমেয় দুধের ভাণ্ডার।

তরু-লতা সমুদয় বাটীর চৌভিতে
অপরূপ তেজ ধরি,
নধর শরীরে মরি,
পুষ্পিত ফলিত কিবা হইল ত্বরিতে!

অপ্রতুল অনটন যাইল ঘুচিয়া,
হাজার করিলে ব্যয়,
কিছুতে নাহি রে ক্ষয়,
দ্রব্যজাত নিত্য রহে ভাণ্ডার ভরিয়া।

আরো দেখ, কুমারের শুভ পদার্পণে,
দুর্ভিক্ষ দারুণ ভয়ে
বিশাল উদর ল'য়ে
পলাইল তথা হ'তে দ্রুত সঙ্গোপনে।

শ্রীবৃদ্ধি শোভায় হেন ভরিল সে দেশ,
প্রতিবাসী নরচয়
ঈর্ষানলে দগ্ধ হয়,
নিরখিয়া হালিমার সৌভাগ্য অশেষ।

কুমার আনন্দ-মনে বাড়িতে লাগিল,
নব নবনীত কায়,
বিজলীর প্রভা তায়,
দিন দিন প্রীতিভরে পুষ্টাঙ্গ হইল !

নয়নরঞ্জন কিবা মধুর মূরতি,
আহা রে বারেক হেরে,
আর কি নয়ন ফেরে ?
হেন সে রূপের ঐশী আশ্চর্য্য শকতি !

অম্বরে উদিলে চাঁদ হর্ষে শিশুবর
দেখে ছবি স্বর্ণ-পারা
হইতেন আত্মহারা,
পুলকে পূরিত অঙ্গ প্লাবিয়া অন্তর।

কমল-নয়নে চাহি চন্দ্রমার পানে
হাসিতেন অনিবার,
ঝরিত অমৃত-ধার,
উথলিত শোভা-সিন্ধু সে চারু বয়ানে।

হস্তপদ সঞ্চালন করি অনিবার,
আমোদে হ'তেন রত,
কহিতেন কথা কত,—
মৃদুল অস্ফুট স্বরে হরষে অপার।

তিন মাস বয়ঃক্রমে শিশু সুকুমার
সোজা হ'য়ে ধরাতলে
দাঁড়াতেন নিজ বলে,
অটল সুস্থির অঙ্গ প্রসাদে ধাতার।

চারি মাসে গৃহ-ভিতে করি হস্তার্পণ
ধীরি ধীরি পায় পায়,
এ দিকে সে দিকে যায়,
পাঁচ মাসে চলে ফেরে বলেতে আপন।

পদার্পণ করিলেন যবে সাত মাসে,
এমনি বলিষ্ঠকায়!
ভর করি আপনায়
ধাবন-কুর্দ্দন-দক্ষ হইলা অনাসে।

আট মাসে ঘুচে যায় বাক্যের জড়তা,
নবম হইলে পূর্ণ,
বিভুর কৃপায় তূর্ণ,
পরিষ্কার স্পষ্ট অতি কহিতেন কথা।

অদ্বিতীয় নিরাকার বিশ্ব-বিধাতার,
অপার মহিমময়
সুধাপূর্ণ বাক্যচয়*
নিয়ত রাজিত পূত রসনায় তাঁর।

* লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহো আকবর, আল্লাহো আকবর, আল্‌হাম্‌দো

শুনিয়া বিস্মিত মুগ্ধ লোক সাধারণে,
হালিমার প্রাণমন,
হর্ষে করে উল্লম্ফন,
শিশুর মহান্ ভাব নিত্য নিরীক্ষণে।

ভকতি করিয়া কত যতনের সহ,
উপাদেয় পানাহারে
পরিতৃপ্ত করি তাঁরে,
নয়নে নয়নে রাখি পালে অহোরহ।

অন্য শিশুগণ সহ কুমার-রতন
শিশু-স্বভাবের বশে
ক্রীড়া হেতু রঙ্গরসে
নাহি মিশিতেন এক দিন, এক ক্ষণ।

নির্জ্জনতা অতিশয় প্রিয় ছিল তাঁর,
জনতার কোলাহল
পরিহরি অবিরল,
থাকিতেন একা, ভোর ভাবে আপনার।

লিল্লাহে রব্বিল আলামিন অর্থাৎ খোদা-তা'লা ভিন্ন উপাস্য নাই; তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই বিশ্বপাতাই সম্যক প্রশংসাযোগ্য।

হইলে বৎসর দুই পূর্ণ বয়ঃক্রম,
মহাম্মদ গুণাধার
স্তন্য করে পরিহার,
তখন হালিমা পড়ে চিন্তায় বিষম।

"কুমার ত্যজিলা স্তন্য আজ্ঞায় ধাতার,
আর গো কেমন ক'রে,
রাখি আপনার ঘরে,
লঙ্ঘন করিয়া বিধি আর অঙ্গীকার!

আছে যথা পূর্ব্বাপর দেশের পদ্ধতি,
ল'য়ে গিয়া শিশুবরে
যত্নে জননীর করে
সমর্পণ করি হই নিশ্চিন্ত সংপ্রতি।

ছাড়িয়া দিতেও কিন্তু মন নাহি চায়,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে
কি জ্বালা অলক্ষ্যে ধরে,
নিরুপায়, কি করিব হায় হায় হায়!"

পড়িয়া এহেন ঘোর চিন্তার প্লাবনে,
শেষেতে হালিমা সতী
সহ প্রিয় প্রাণপতি
কুমারে লইয়া গেল মক্কা-নিকেতনে।

তনয়ে পাইয়া কোলে আমেনা সুন্দরী,
আকাশের চাঁদ যেন,
স্বকরে পাইয়া হেন,
হৃদয়ে ছুটিল তাঁর আনন্দ-লহরী।

শতেক চুম্বন দিয়া বদনে সুতের
আগ্রহে বুকেতে ধরে,
কতই আদর করে,
প্রকাশি অমিয়ামাখা বচন স্নেহের।

এদিকে পাষাণ পেষে হালিমার মনে,
ফিরিয়া যাইতে প্রাণ
করে তাঁর আন্‌চান,
বরষে অশ্রুর ধারা যুগল নয়নে!

বিনয়ে মধুর বাক্যে তাই আমেনারে
প্রবোধ প্রদানি শত
বুঝাইল কত মত,
নিয়ে যেতে নিজ গৃহে আবার কুমারে!

কহিল, "হে দেবি! এবে মক্কা-নিকেতন
বড়ই অস্বাস্থ্যকর,
উষ্ণ বায়ু নিরন্তর
প্রচণ্ড অনল সম বহিছে ভীষণ।

রবি-কর তীক্ষ্ণ শর যেন বিঁধে গায়,
দেখ কত পুনরায়
পীড়ার প্রভাব তায়,
রাখা কি উচিত এবে কুমারে হেথায় ?

দেহ গো আমারে, পুনঃ ল'য়ে যাই ঘরে,
প্রাণাধার পুত্রবরে
তোমার কোমল করে
আবার আনিয়া দিব কিছু দিন পরে।"

নীরব আমেনা দেবী, না কহে বচন,
মহামূল্য মরকত
হ'য়ে গেলে হস্তগত,
আবার ছাড়িতে কেহ পারে কি কখন ?

কিন্তু হালিমার দেখি কাকুতি মিনতি,
আমেনা করুণা-ভারে
নত হ'ল একেবারে,
সুতে ল'য়ে যেতে তাই দিলেন সম্মতি।

হালিমা অমনি হৈল আহ্লাদে অধীর,
কুমারে ধরিয়া বুকে
হাস্য-বিকশিত মুখে
ভবনের অভিমুখে হইল বাহির!

দেখ রে বিচিত্র কিবা লীলা বিধাতার,
করুণার অবতার,
ভবার্ণব-কর্ণধার,
জগত-আশ্রয়, যিনি শান্তির আধার,—

পরের আশ্রয়ে আহা তাঁর অধিষ্ঠান ! !
জানিনা এ ঘটনার
গর্ভে কিবা চমৎকার
নিহিত রয়েছে কত রহস্য মহান্ ! !

নবম সর্গ

বক্ষোবিদারণ

ধাত্রী-মাতা-গৃহে পুনঃ আসিলা কুমার।
আবার সে স্থানে হ'ল নব অভ্যুদয়
আনন্দের, অবিরল ঝরিতে লাগিল
স্বর্গের করুণারাশি অলক্ষ্যে আবার!
মধুকর গুন্‌গুনি, বিহঙ্গ কুজনি
হরষে ধরিল পুনঃ সুললিত তান।
ফুল-ফলবান হ'ল তরু-লতাবলী,
অচিরে শোভায় তার দিক উজলিল।
বিশুদ্ধ প্রতপ্ত বায়ু,—অতি অলৌকিক,—
শীতল প্রবাহে মৃদু বহিল চৌভিতে।
হালিমার গৃহস্থলী ভরিল উল্লাসে,
বরষা-প্লাবনে নদী উচ্ছ্বসিত যথা।
চতুর্দ্দিকে সমুন্নতি, সর্ব্ব স্বচ্ছলতা,
পশুপাল হৃষ্টপুষ্ট—বৃদ্ধি দিনে দিনে।
বিশ্বের কল্যাণ হেতু আবির্ভাব যাঁর,
কেননা ঘটিবে হেন তাঁর পদার্পণে?

অপার যতনে স্নেহে কুমার সুশীল
বাড়িতে লাগিলা, দ্রুত সে পূত বরাঙ্গে
দিন দিন দিব্য কান্তি জ্যোতি-রাশিভরা
ফুটিয়া উঠিল, বিশ্বে উপমা-রহিত।
সুঠাম সৌষ্ঠবময় যথা শিশুবর,
তেমতি স্ফূরতিভরা, সবল-শরীর।
উৎসাহ উদ্যম আহা দেখে কেবা তাঁর?
ক্রমশঃ বৎসরত্রয় বয়ঃক্রমে যবে
হইলেন উপনীত ধাতার প্রসাদে,
ধাবন-কুৰ্দ্দন করি হর্ষে অনায়াসে
ফিরেন চৌদিকে, আর অমিয় বরষি
কহেন বচন মৃদু, শুনিয়া সে বাণী
মুগ্ধ যত নরনারী, শৈত্য সঞ্চারণে
তাপিতের তাপদগ্ধ আকুল হৃদয়ে,
ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা নাশে স্বর্গীয় প্রভাবে।
ধাত্রীমাতা হালিমার প্রিয় সুতগণ,
প্রভাতে উঠিয়া পশু-পালের চারণে
যাইত প্রান্তরে নিত্য; সন্ধ্যা সমাগমে
আবাসে আসিত ফিরে, শত আকিঞ্চনে
অন্বেষণ করি কারে ভবনের মাঝে
নাহি পাইতেন কভু, নিরখিয়া ইহা
এক দিন দেব-শিশু জ্ঞানগরীয়ান

কহিলেন হালিমারে, "বল ধাত্রী-মাতা !
কোথা ভ্রাতৃগণ মম ? কিসের কারণে
ভবনে তাদের নাহি পাই গো দেখিতে ?
কোথা কোন্ কার্য্যবশে নিত্য দিবাভাগ
বঞ্চে তারা ? সেই তত্ত্ব চাহি শুনিবারে।"
হালিমা সৌভাগ্যবতী আনন্দে আদরে
কুমারে ধরিয়া বুকে চুম্বিয়া বদন
কহিলা, "জীবনধন ! ভ্রাতৃগণ তব
প্রভাতে উঠিয়া যায় শ্যামল প্রান্তরে
চরাইতে পশু, গেহে ফিরে সন্ধ্যাকালে।
দুঃখীর সন্তান তারা, দুঃখ না করিলে
চলে কি জীবনযাত্রা ?" শুনে এই বাণী
কহিলা, "আমিও যাব তাহাদের সনে
পশুর চারণে বন-মাঝে ?" "একি কথা !"
শিহরি হালিমা কহে, "একি কথা হায় !
শুনিবারে পাই তব ও চাঁদ বদনে ?
কেন, কোন্ দুঃখে পশু চরাইবে তুমি ?
ভ্রমেও এ চিন্তা বাছা করিও না চিতে।
ভীষণ প্রান্তর সেই শ্বাপদসঙ্কুল,
বন্ধুর কঠিন পথ, কোমলতাময়
কমল-চরণ তব পারে কি সহিতে ?
প্রচণ্ড রবির কর আরো ভয়াবহ,

সাজে কি গমন তথা দুধের শিশুরে ?
আমেনা-অঞ্চলনিধি, দুর্লভ রতন,
হালিমার প্রাণ তুমি, তোমারে কি কভু
পাঠাইতে পারি সেই ভয়ঙ্কর স্থানে ?”
প্রবোধ-বচনে হেন কতই হালিমা
প্রবোধিলা ভুলাইতে, কিন্তু হায় তাহে
হইল না ফলোদয় ; শিশু দৃঢ়মতি
কিছুতে না মানে বোধ, আগ্রহে অশেষ,
আকুলি ব্যাকুলি চাহি সুদীন নয়নে
হৃদয়ের কাতরতা জানায় যাইতে
বনমাঝে ; কি করিবে ধাত্রীমাতা আর ?
আশা-ভঙ্গে স্বাস্থ্যভঙ্গ পাছে কুমারের
ঘটে, এই পরিণাম চিন্তি মনোমাঝে
কহিলেন পরিশেষে, “নিতান্ত বাছনি !
সাধ যদি যেতে বনে, ক্ষুণ্ণ কেন আর ?
যাইও প্রভাতে কালি ভ্রাতৃগণ সহ !”
প্রফুল্ল হইলা শিশু ; আশ্বস্ত হইয়া
নিরত হইল পুনঃ ভাবে আপনার !
অতঃপর ধীরে ধীরে পোহাল রজনী,
প্রভাতী গাহিল সুখে বিহঙ্গমদল,
প্রভাময় প্রভাকর প্রভায় নাশিয়া
তমোজাল, আলোকিল আরব-মেদিনী,

জাগিল মানববৃন্দ কোলাহল করি।
'কুমার যাবেন গোঠে' স্মরিয়া হালিমা
প্রত্যূষ-সময়ে সুখ-শয্যা পরিহরি
গমনের আয়োজন লাগিলা করিতে!
উপাদেয় পানাহারে—ক্ষীর সর আদি,
তুষিলা কুমারে আগে, পরে বিধিমতে
সাজাইল বরবপু; দিল বিননিয়া
মনোজ্ঞ ভ্রমরকৃষ্ণ চিক্কণ চিকুর।
কমল-নয়ন—সদা হাস্য-বিকসিত,
শোভিল অপূর্ব্ব অতি কজ্জলের রাগে।
সুচারু বসন আনি যত্নে পরাইলা;
কেমনে বর্ণিবে কবি? সৌন্দর্য্য-সাগর
উথলি উঠিল তায়; সে মোহন ছবি
যে নিরখে, সেই রহে অবাক্ নয়নে!
এইরূপে অঙ্গরাগ বাড়ায়ে শিশুর,
আদরে যতনে কোলে লইয়া হালিমা
চলিলেন ধীরে ধীরে আগু বাড়াইয়া
কিছু দূর, উপদেশ দিলা কতবিধ
সুতগণে পুনঃ পুনঃ, প্রাণের কুমারে
রাখিতে যতনে সদা নয়নে নয়নে।
পরে স্নেহভরে চুম্বি', আশিসি অশেষ
বিদায়িলা চারু করে পাঁচনী প্রদানি।

হালিমা ফিরিল গৃহে, পরাণ তাঁহার
রহিল সে প্রাণাধিক কুমারের সনে।

* * *

পাঁচনী লইয়া হাতে দেবশিশু প্রীতিভরে,
নাচিতে নাচিতে অতি স্ফূরতির সনে,
মেষপাল চরাইতে চলিল প্রান্তর মাঝে,
লক্ষ্য নাই কোন দিকে, চিন্তা নাই মনে!
দেখে কে প্রমোদ তাঁর! স্বর্গভাবে ভরা,
সোণার প্রতিমা যেন লুটে যায় ধরা।

উপনীত হ'য়ে ক্রমে শ্যাম দুর্ব্বাদল-ক্ষেত্রে
বিচরেন ইতস্ততঃ চঞ্চল চরণে,
কভু মেষ-শিশু ধরি, হর্ষে কোলাকুলি করি
ক্রীড়নে হয়েন রত হসিত আননে।
পিছু পিছু কাছে কাছে করিয়া প্রয়াণ,
হালিমা-তনয় করে যত্নে সাবধান।

যেই ভূমিখণ্ড পরে সে পূত চরণদ্বয়
স্থাপেন কুমার আহা আমোদে মাতিয়া,
কিবা তার শোভা-প্রভা! বর্ণিতে অক্ষম কবি!
চকিতে মালঞ্চ যেন উঠে গো ফুটিয়া!
সন্ধ্যা সমাগমে পুনঃ মৃদুল গমনে
ফিরিতেন হর্ষে গৃহে ভ্রাতৃগণ সনে।

এইরূপ প্রতি দিন প্রান্তর ভ্রমণে যান,
একদা ঘটিল এক অপূর্ব্ব ঘটনা ;
অপরূপ অলৌকিক, মধুরে ভীষণ অতি,
বলিতে রোমাঞ্চ দেহ, বিশুষ্ক রসনা !
কিন্তু সেই পুণ্য-কথা শ্রবণে না কার,
ভয়-গর্তে ভক্তি-নদী উথলে অপার ?

পালিতে বিধাতৃ-আজ্ঞা দুইটী স্বর্গীয় দূত,
দিব্য জ্যোতির্ম্ময়-তনু পবিত্রতাময়,
শূন্যপথে মনোরথে চপলা-প্রতিম দ্রুত
পশু-চারণের ক্ষেত্রে হইলা উদয়।
চকিতে সে মাঠ গেল আলোকে ভরিয়া,
অপূর্ব্ব সৌরভ বহে দিক আমোদিয়া।

কুমারের কাছে তাঁরা উপনীত হ'য়ে ধীরে
যতনে ধরিয়া তাঁর কমনীয় কায়,
বিস্তারিয়া পক্ষপুট অলক্ষ্যে পবনভরে
আবার আকাশ-পথে উঠিল ত্বরায়।
অদূরে আছিল এক উচ্চ গিরিবর,
মুহূর্ত্তে উতরে গিয়া তাহার উপর।

উপল উপরে তথা কুমারে শয়ান করি
কত যত্নে সাবধানে দূত এক জন,

বক্ষের সীমান্ত হ'তে নাভিদেশাবধি তাঁর
কি জানি করিলা কোন্ অস্ত্রে বিদারণ।
উদরের অন্ত্ররাশি বাহির করিয়া
আবার স্থাপিলা স্বর্গ-জলে প্রক্ষালিয়া।

অবশেষে হৃৎপিণ্ড নিকলি দ্বিখণ্ড করে,
মসিময় কি পদার্থ ছিল ভরা তায়,
ক্ষিপ্র হাতে কিন্তু ধীরে বাহির করিয়া তাহা
নিক্ষেপিলা দূরে টেনে অচিরে ঘৃণায়!
অমনি স্বর্গীয় শুভ্র জ্যোতিঃ মনোহর
অলক্ষ্যে করিল পূর্ণ শিশুর অন্তর।

অমল ঐশিক জ্ঞানে সত্য সাধনায় আর
হইলেন প্রবোধিত কুমার সে ক্ষণে,
স্বর্গের বিভবরাশি, স্রষ্টার মহিমাপুঞ্জ
প্রতিভাত হ'ল আহা সে দেব-নয়নে।
মুহূর্ত্তে ঘটিল কাজ শত সাধনার!
হয়নি জগতে যাহা, হবেনাক আর।

আরেক অপূর্ব্ব কথা, যবে দূত অস্ত্রাঘাতে
সেই সে পবিত্রতম বক্ষ বিদারণে,
জ্বালা-ব্যথা কিংবা ভয় অণুমাত্র হয় নাই,
উদে নাই চিন্তালেশ সে শান্ত আননে!!

অলৌকিক অতুলন অদ্ভুত ঘটনা
আর কিবা? নহে ইহা কবির কল্পনা।

* * * * *

এদিকে হালিমা বিবি জনেক রাখাল মুখে,
শুনে এ দারুণ সমাচার,
পাগলিনী সম ছুটে, মৃতপ্রায় মাঠ পানে,
শোকে ক্ষোভে করি হাহাকার।
কুমারে অক্ষুণ্ণ দেহ নিরখিয়া দূর হ'তে
ফিরে যেন পাইল জীবন,
সুস্থির হইল চিত, চিন্তা-ভয় ঘুচে গেল,
থামিল স্বেদের ধারা, শরীর-কম্পন!
অবিলম্বে শিশুবরে, ধেয়ে গিয়া কোলে করে
স্নেহভরে চুম্ব কত দিয়া,
উল্লাসের সীমা নাই, আনন্দে নয়ন ঝরে
হারানিধি হৃদয়ে পাইয়া।
পরে কুমারের মুখে একে একে সমুদয়
শুনিয়া সে অপূর্ব্ব ব্যাপার,
শিহরিয়া বলে, "বাছা! হেথা থেকে কাজ নাই,
ঘরে চল মাণিক আমার।"
হালিমা সাদরে অতি কুমারে লইয়া কোলে
আসিলা ত্বরায় ঘরে ফিরে,
বক্ষোভেদ সমাচার মুহূর্ত্তে রটিল কিন্তু,
পথে ঘাটে অন্দর বাহিরে।

বাল-বৃদ্ধ-যুবা-নারী, সর্ব্ব মুখে এই কথা,
যে শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে রয়,
কত জন কুতূহলে হালিমার গৃহে আসে,
শুনিতে আদ্যন্ত পরিচয়।
ইহুদী ও খ্রীষ্টবাদী, ধর্ম্ম-প্রচারকদল,
অশেষ চিন্তিয়া চিতে গণে—
"যে শুভ লক্ষণ দেখি, এ নহে সামান্য শিশু,
সুকান্তি শশাঙ্ক এ যে মেঘ-আবরণে!
ধর্ম্ম-রাজ্যে এই জন ঘটাইবে যুগান্তর,
অধর্ম্ম হইবে তিরোধান।"
ইহাই সিদ্ধান্ত করি আতঙ্কে নারকী কত
স্থির করে কুমারের বধিতে পরাণ।
হালিমা ইঙ্গিতে ইহা বুঝে অতি সাবধানে,
রাখে তাঁরে নয়নে নয়নে,
শেষে গিয়া মক্কাধামে পিতামহ-হাতে তাঁরে,
সঁপিয়া আসিলা প্রীত মনে।
অবোধ হালিমা! এত কেন গো ভাবনা!
বিধাতা সহায় যাঁর, অনিষ্ট সাধিতে তাঁর,
কে পারে? কে পারে তাঁর ছুঁতে কেশ-কণা?
বিফল, খাটে না শত শত্রুর মন্ত্রণা!!

দশম সর্গ

মাতৃ-বিয়োগ

জননী আমেনা বিবি কুমারে আবার
আবাসে পাইয়া ফিরে, ভাসিলা আনন্দ-নীরে,
দূরে গেল চিন্তা যত ; অপার যতনে
নিরত হইলা তাঁর লালন-পালনে।

ছয় বর্ষ বয়সের যবে শিশুবর,
আমেনা আনন্দভরে যান কুটুম্বিতা তরে
মদিনা নগরে এক আত্মীয়-ভবনে,
ওম্মে এয়মন নামা কামিনীর সনে।

মাসেক সে স্থানে তাঁরা করেন যাপন,
কুমার প্রফুল্ল মনে বালকগণের সনে
মিলিয়া করেন খেলা, ধাবন-কুর্দ্দন,
সে খেলা যে দেখে তার মুগ্ধ হয় মন।

একদা ভ্রমিতেছিলা সঙ্গীদের সহ,
ইহুদী কয়েক জন সহসা সে বরানন
নিরখি অবাক হ'য়ে রহে আঁখি ধ'রে,
পড়ে না কাহার দৃষ্টি রাকা বিধুবরে ?

বলাবলি করে তারা হেন পরস্পর—
"জ্যোতিষ্কগণের মাঝে এ যে গ্রহপতি রাজে।
সত্য, প্রেম, পবিত্রতা বদন-বিভায়
বিকাশে, মহত্ত্ব অঙ্গে বিদ্যুৎ খেলায়।"

আমেনা শুনিলা যবে এই সমাচার,
পাছে সে ইহুদীকুল হইয়া বিদ্বেষাকুল
শত্রুতা সাধনে, তাই চিন্তিয়া অন্তরে,
তৎপর হইলা গৃহে যাইতে সত্বরে।

সঙ্গিনী কামিনী সাথে ল'য়ে প্রাণধনে
হইলেন বহির্গত, কিন্তু রে আক্ষেপ শত,
বলিতে বিদরে হিয়া, ঝরে দু-নয়ন,
কাঁপে অঙ্গ, মর্ম্মভেদী ঘটনা এমন!

পথিমাঝে হায় এক পল্লী সন্নিধানে,
কি ব্যাধি কঠিনে অতি, পড়িলেন সাধ্বী সতী,
সহসা মূর্চ্ছিতা তায় হইলা কুক্ষণে,
কুমার আসীন কাছে বিরস বদনে।

কিছুক্ষণ পরে দেবী পাইয়া চেতন,
বুঝিলা এ ব্যাধি হ'তে, রক্ষা নাই কোন মতে,
তখন পুত্রের প্রতি করুণ নয়নে
চাহিয়া কহিলা হেন স্নেহার্দ্র বচনে।—

"প্রাণাধিক! রে আমার হৃদয়-রতন!
বিধাতৃ-আদেশে মোর অন্তিম সময় ঘোর,
কি আর বলিব তোরে? বিয়োগে আমার
হ'য়ো না কাতর, নাহি ফেল অশ্রুধার।

জন্মই জীবের মৃত্যু জানিও নিশ্চয়,
বাল, বৃদ্ধ, যুবা, দীন, ধনী, জ্ঞানী, অর্ব্বাচীন,
সকলেরি এই গতি সংসারে যখন,
কোন্ প্রয়োজন বল ভাবিয়া তখন?

জীবলীলা সাঙ্গ বটে হইবে আমার,
কিন্তু চির দিন ভবে, সুযশ-সৌরভ র'বে,
সুপুত্র তোমার সম প্রসবে যে নারী,
বড় ভাগ্যবতী সেই, ধন্য জন্ম তারি।"

রুদ্ধ হ'ল বাক্যস্রোত বলিতে বলিতে,
মুহূর্ত্তেকে জ্ঞানহারা, নিশ্চল নয়ন-তারা,
শরীর স্পন্দনহীন, পবিত্র পরাণ
যথাস্থানে শূন্য পথে করিল প্রয়াণ।

হায় কিছু দিন আগে যেই মদিনায়
মরেন প্রাণের পতি, সেই স্থানে পুণ্যবতী
শুইলেন, কি আশ্চর্য্য! অনন্ত শয়নে!
ছাড়ে কি পতিরে সতী জীবনে মরণে?

পিতৃহীন শিশু হ'ল মাতৃহীন এবে,
বিধি রে এ খেলা তব, সম্ভব কি অসম্ভব,
কে জানে ? তুমিই জান, বিচারে তোমার
যা ঘটে সম্ভব সবি, সন্দ নাহি তার।

শেষে এয়মন, শেষ কার্য্য আমেনার
সুনিয়মে সমাপিয়া, যতনে শিশুরে নিয়া
উপজে মক্কায়, সব কহিয়া কাতরে
সঁপিল তখন তাঁয় পিতামহ-করে।

বৃদ্ধ মতালেব শুনি শোকের বারতা,
অনাথ সে শিশুবরে, হিয়ার মাঝারে ধ'রে,
কাঁদিলা বিস্তর করি উচ্চ হাহাকার,
বহিল প্রলয়-ঝঞ্ঝা ভবনে তাঁহার।

কি করিবে ? অবশেষে শোক সম্বরিয়া,
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর, ভেবে তাঁরে নিরন্তর,
রাখিলেন যত্নে স্নেহে নয়নে নয়নে,
বাড়িতে লাগিলা শিশু আনন্দিত মনে।

একাদশ সর্গ

মহাত্মা আব্দুল মতালেবের পরলোকগমন

দুই বর্ষ মহাম্মদ যত্নে সমধিক
পিতামহ সকাশে থাকিয়া,
করিলেন পদার্পণ অষ্টম বরষে,
রূপরাশি পড়ে উথলিয়া।
মহামতি মতালেব বার্দ্ধক্যে চরম
হইলেন উপনীত এবে,
বিংশোত্তর এক শত বর্ষ বয়ঃ তাঁর,
কি ব্যাপার দেখ দেখি ভেবে !

তখন সে জ্ঞানবৃদ্ধ চিন্তিয়া মানসে
আপনার নিকট মরণ,
পুত্র সকলেরে কাছে ডাকিয়া আনিয়া
কহিলা করিয়া সম্ভাষণ,—
"পুত্রগণ ! স্থির মনে কর প্রণিধান,
যে বয়স হয়েছে আমার,
জরায় এ দেহ জীর্ণ, না জানি কখন্
ছেড়ে যেতে হ'বে এ সংসার।

"পিতৃ-মাতৃহীন এই অনাথ বালকে
প্রাণোপম যত্নে কোন্ জন,
পালিবি রক্ষিবি তোরা ? চাই রে শুনিতে
মাত্র এই একটী বচন।"
বেদনাব্যঞ্জক এই পিতৃবাণী শুনি,
সকলেই আগ্রহে অপার,
কহিলা, "এ শিশু, পিতঃ ! মোদের জীবন,
পালনের ভাবনা কি তার ?"

মতালেব হৃষ্ট শুনে, শেষে বিচারিয়া
মনে মনে করিলেন স্থির,
এ কাজের যোগ্য পাত্র তালেব নিশ্চয়,
বিচক্ষণ, সুবুদ্ধি, সুধীর।
ফুকারি কহিলা তাই, "হে আবুতালেব !
তুমি আর আবদুল্লা আমার,
সহোদর ভ্রাতা দুই, এক মাতৃ-গর্ভে
তোমাদের জন্ম দু-জনার।

তাই আকিঞ্চন মম, বালকের ভার
প্রদানিতে উপরে তোমার,
কিন্তু পরীক্ষিয়া দেখি মন বালকের
হর্ষিত সে কাছে যেতে কার।"

বলিয়া সে মহাজ্ঞানী, তখনি কুমারে
ডেকে আনি নিকটে আপন,
স্নেহেতে বুলায়ে হাত কোমল শরীরে
মিষ্ট ভাবে কহিলা তখন,—

"প্রাণাধিক! জন্মাবধি তুমি নিরাশ্রয়,
এ বড় যাতনা মম চিতে,
তাই রে বাসনা ছিল প্রাণ মন দিয়া
তোরে সুখে লালিতে পালিতে।
কিন্তু কি করিব হায়, বুঝি সেই আশা
করিল না বিধাতা সফল,
সময় সংক্ষেপ অতি, যেতে হবে ত্বরা
পরিহরি এ প্রবাস-স্থল।

তোমার পিতৃব্যগণ সরল অন্তরে
সকলেই তোমারে সদয়,
সকলেই প্রীতিভরে যত ভার তব
লইবারে ব্যগ্র অতিশয়।
কিন্তু কার কাছে তুমি চাহ থাকিবারে?
ক'রে লও এবে নির্ব্বাচন।
তোমার সম্মুখে অই দেখ নিরখিয়া
বসিয়া তাহারা সর্ব্বজন।"

নীরব হইলা বৃদ্ধ, এই কথা শুনে
মহাম্মদ সুধীরে উঠিয়া,
আগ্রহে ধরিলা আবু-তালেবের গলা,
যুগ্ম বাহুলতা জড়াইয়া।
আসীন হইলা তাঁর কোলের উপরে,
মত্তালেব বুঝে অভিপ্রায়,
কহিলা "কি কথা আর ? আজি বালকেরে
সঁপিলাম তালেব তোমায়।

"জনম অবধি হায় বঞ্চিত এ শিশু
মাতৃস্নেহে, পিতার আদরে,
ভ্রাতার তনয়ে নিজ সুত সম জ্ঞানে
পালন করিও স্নেহভরে।
সাবধান সাবধান এ অমূল্য নিধি,
যেন রে অযত্ন নাহি হয়,
পিতা মাতা নাই, কভু ভ্রমেও এ খেদ,
চিতে এর না হয় উদয়।

প্রাণের পরাণ সম, আঁখির পুতলি
ভাবিয়া ইহারে অনিবার।
রক্ষিবে আদরে তুমি, বিপদ যেন রে
নাহি ছোঁয় কেশাগ্র ইহার।

অপর কাহার তরে নাহি চিন্তা মম,
কা'রো কথা চাই না বলিতে,
তালেব ! আমার এই শেষ উপদেশ,
অবহেলা ক'র না পালিতে।

দিব্য চক্ষে দেখে আমি যাইতেছি ব'লে,
এ শিশুর ভবিষ্য জীবন,
উজ্জ্বল-উজ্জ্বলতর হইবে ধরায়,
শশহীন শশাঙ্ক মতন।
ন্যায়-নিষ্ঠা-সদাচার-সাধুতা সৌজন্যে
হবে এর চরিত ভূষিত,
উদার ক্ষমতা আর করি দরশন
হবে বিশ্ব মোহিত বিনীত।

"বেঁচে যদি থাক তুমি, নিশ্চয় তালেব
নিরখিবে মহত্ব ইহার,
উজ্জ্বল বংশের নাম হবে এর হ'তে,
গৌরবের না রহিবে পার।
প্রাধান্য করিবে লাভ সত্বর আরবে,
হইবে পরম যশোবান,
হ'লে কি সম্মত তুমি ? কর মুক্তপ্রাণে
অঙ্গীকার মম বিদ্যমান।"

তালেব শপথ করি অনুজ্ঞা পিতার
শিরোধার্য্য করিয়া লইল,
তবে হর্ষে কহে বৃদ্ধ, "সুস্থ হ'ল মন,
আর কোন চিন্তা না রহিল।"
পরে চুম্ব আলিঙ্গনে তুষিয়া কুমারে,
কহি কত প্রবোধ বচন,
হাসিতে হাসিতে সুত সকলের মাঝে
মতালেব মুদিলা নয়ন।

সহসা পুরীর মাঝে শোকের তুফান
সবেগে বহিল ভয়ঙ্কর,
মুহূর্ত্তে সে বিষাদের করুণ উচ্ছ্বাসে
পূর্ণ হ'ল সমগ্র নগর।
অন্তিম সংকার তাঁর ত্বরা মহাধুমে
সমাপন করিলেন সবে,
হজরতো বিলাপিয়া যান শব সহ
মতালেব ধন্য তুমি ভবে।

দ্বাদশ সর্গ

আবু-তালেবের নিকট কুমারের অবস্থান

পিতার অন্তিম বাক্য শিরোধার্য্য করি
কুমারে পালেন আবু-তালেব সুমতি
প্রাণপণে যত্নে-স্নেহে ; নয়নে নয়নে
রাখেন সতত তাঁরে, নাহি সহে প্রাণে
মুহূর্ত্তের অন্তরাল ; যান যেই স্থলে—
হাটে মাঠে মঠে কিংবা সমাজের মাঝে—
লয়েন সকল ঠাঁই সঙ্গে আপনার।
নিশিতে রাখেন পাশে নিজ শয্যা 'পরে।
উপাদেয় পানাহারে তোষে শিশুবরে ;
দাস-দাসী আদি করি যত পরিজন
সবাই আদরে তাঁরে প্রীতিভক্তি সহ।

একদা উৎসব দিনে—কোরেশ কুলের
প্রিয় দেবতার পূজা বরষে বরষে
হ'ত যবে মক্কাধামে মহা সমারোহে,
পূজিত মূর্খের দল অজ্ঞানতা-বশে
দলে দলে গিয়া সেই অসার মূরতি,
—কুমারে সে পূজাস্থলে লইয়া যাইতে
করে দৃঢ় আকিঞ্চন, যত্ন বহু জনে।

কিন্তু তিনি অসম্মত, শত সাধনায়
টলিল না হিয়া তাঁর, অচল অটল।
অবশেষে খুল্লতাত আবু-তালেবের
অনুজ্ঞায়, অনিচ্ছায় যান তাঁর সহ।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ, পূজার প্রাঙ্গণে
করিয়াই পদার্পণ নিমেষের মাঝে
অদৃশ্য হইলা সর্ব্ব সমক্ষে থাকিয়া!
"কোথা গেল মহাম্মদ? কোথা সে বালক?"
চারিদিকে প'ড়ে গেল এই কোলাহল,
সকলে খুঁজিতে ব্যস্ত চিন্তিত অন্তরে।
কিন্তু কোথা হ'তে শিশু সহসা তখনি
হইলেন আবির্ভূত বিস্ময় বিথারি।
উপজিলা ধীরে ধীরে জনতার মাঝে,
উজলি বালার্ক যেন নভঃ; শান্ত সবে,
শান্ত হইলেন আবু-তালেব আপনি
কুমারে নিরখি চক্ষে; আগ্রহে অপার
ধরিয়া বুকের মাঝে, চুম্বিয়া বদন,
জিজ্ঞাসিলা, "কোথা ছিলে, কহ সে বারতা?"
উত্তরিলা শিশু সুধা বরষি শ্রবণে,
"শুন ওগো তাত! যবে আসি উপজিনু
পূজাস্থলে, দেখি এক বিরাট পুরুষ
শুভ্রকায় তেজোময়, কহিলা হাঁকিয়া

মোরে,—ওহে মহাম্মদ ! হও সাবধান,
নমিও না প্রতিমায়, পূজিও না তারে।
তাই ছিনু অন্তরালে তাঁর উপদেশে।”
শুনে এ অদ্ভুত বাণী মুখে বালকের
বিস্মিত স্তম্ভিত লোক, ভাবিয়া চিন্তিয়া
না পাইল আদি অন্ত এই রহস্যের
কোন জন, কিন্তু মনে মনে ক্ষুব্ধ অতি
হইলা, দেবতাদ্রোহী জানি মহাম্মদে !

ত্রয়োদশ সর্গ

হজরতের স্বরিয়া গমন

কোরেশ কুলের পতি তালেব ধীমান
ছিলেন ভূষিত নানা সদ্‌গুণ নিকরে।
কাবার কর্ত্তৃত্ব-ভার ছিল তাঁর করে,
বাণিজ্য-বুদ্ধিতে কেহ তাঁহার সমান
ছিল না আরব মাঝে; অতি অমায়িক,
করুণহৃদয়, ন্যায় কার্য্যেতে নির্ভীক।

বার বর্ষ বয়ঃক্রমে যবে হজরতের,
স্বজনগণের সহ বাণিজ্য কারণ
শ্যামে যাইবারে তিনি করেন মনন,
কিন্তু কি বিষম এক উপজিল ফের—
সুদূর সে দেশ, পথে কষ্ট অতিশয়,
"কুমারো কি সঙ্গে যাবে?" চিন্তার উদয়।

অনাহার, অনর্গল গমনের ক্লেশ,
মরুর মরমদাহী অনল-নিশ্বাস;
মুহুর্মুহু নব নব বিপদ-উচ্ছ্বাস;
হ'লেও নয়নযুগে নিদ্রার আবেশ,
বিশ্রামে অসক্ত; হেন যাতনা ভীষণ,
পারে কি সে কোমলাঙ্গ সহিতে কখন?

অনেক চিন্তিয়া তাই কুমার-রতনে
প্রদানি সুমিষ্ট কত প্রবোধ বচন,
যথোচিত সাবধান সহ নিকেতনে
রাখিয়া যাইতে শেষে করিলা মনন।
কিন্তু বালকের এই পিতৃব্য-বিচ্ছেদ
করিল শেলের সম মর্ম্মস্থল ভেদ।

যখন তালেব নিজ উষ্ট্র-আরোহণে
যাইতে উদ্যত হন লইয়া বিদায়,
কুমার ত্বরিতপদে আসিয়া তথায়
কহিলেন ভগ্নচিতে করুণ বচনে,—
কার কাছে র'ব তাত! তুমি গেলে চ'লে,
কে খাওয়াবে, কে রাখিবে স্নেহভরে কোলে?

পিতৃমাতৃহীন আমি, তোমার মতন
কে আর করিবে স্নেহ যতন আমার?"
বলিয়া নীরবে চাহি পিতৃব্য-বদন,
বর্ষিতে লাগিলা আহা নয়ন-আসার।
অহো সে বিষাদ-মূর্ত্তি, শ্লথ কলেবর
হেরিয়া বিদীর্ণ কার না হয় অন্তর?

নিরখি এ দৃশ্য আবু-তালেবের হিয়া
হইল বিহ্বল অতি, শোকের উচ্ছ্বাস

উঠিল মানসে তাঁর প্রবল হইয়া,
অবতরি উষ্ট্র হ'তে সহ স্নেহভাষ,
তখনি লইয়া তুলে বুকের মাঝারে,
কহিলা—"কি ভয়, যাব লইয়া তোমারে।"

কুমার হইল শান্ত, পিতৃব্যের সনে
বসি উষ্ট্র-পৃষ্ঠদেশে হেলিতে দুলিতে
চলিলেন সেই ক্ষণে আনন্দিত মনে,
নগর হইলা পার দেখিতে দেখিতে।
ধন্য উষ্ট্র! যাঁবে ধ'রে সবে হবে পার,
বহুভাগ্য হইলে হে বাহন তাঁহার।

চতুর্দ্দশ সর্গ

খৃষ্টীয় সাধু বহিরার কথা

বণিকদলের সনে চলিলা কুমার,
নিরখিয়া প্রকৃতির শোভার ভাণ্ডার !
আনন্দের পূর্ণ জ্যোতি, মুখচন্দ্রে খেলে তাঁর,
অতি অপরূপ,
যে নিরখে সেই পুনঃ দেখিতে লোলুপ।

দিগন্তপ্রসারী মরু—ভীষণ প্রান্তর,
অপার অনন্ত যেন বিরাট সাগর !
রবির প্রখর করে, অনল মূরতি ধরে,
ভয়ঙ্কর অতি।
হেন পথে উষ্ট্র-পিঠে করে সবে গতি।

নিশায় এ তরুহীন মুক্ত ময়দান
হইল অপূর্ব্ব অতি শোভার নিদান,
চৌদিক জ্যোছনা ভরা, সোণালী বসন-পরা
যেন চরাচর,
অমল ধবল দৃশ্য অতি মনোহর !

নীল নভে তারাদল রঙ্গিল বসনে,
যেন রে সোণার ফুল বসান যতনে,
নিশার শীতল বায়, এদিক ওদিক ধায়,
তাপ-দগ্ধ প্রাণে
কি আরাম কত স্ফূর্ত্তি দেয়, কে না জানে ?

এ সুখ-গমন-কালে বণিকনিকর,
কি হবে বাণিজ্যে লাভ, ভাবে নিরন্তর।
কিন্তু কুমারের চিত, অন্য ভাবনায় ভোর,
সে মহান হিয়া
এহেন মধুর ভাবে উঠেছে ভরিয়া !—

"অনন্ত আকাশ ঊর্দ্ধে সুনীল সুন্দর,
কে সৃজিল ? আহা তায় কোন্ শিল্পকর
ফুটাইল তারা-পাঁতি ? কে দিল চন্দ্রিকা-ভাতি
অঙ্গে প্রকৃতির ?
কাহার মহিমা মরু, চন্দ্রমা, মিহির ?

"কার মহিমায় হেরি নিশার উদয় ?
প্রভাতে তাহারে পুনঃ কে করে বিলয় ?
এই যে শীতল বায়ু বহিছে জুড়ায়ে দেহ
ধরণী উপর,
কোন্ শক্তি-বলে বহে ? কে সে শক্তিধর ?"

এইরূপ কত চিন্তা, আলোচনা কত
সে উদার উচ্চ হৃদে জাগিছে সতত।
কারে কিছু নাহি কহে, আপনি মগন রহে
আপন চিন্তায়,
সে গভীর চিন্তা-ধারা কে বুঝে ধরায় !!

একদা মধ্যাহ্ন কালে বণিকনিকরে
কত দূরে চলি আসি কফার প্রান্তরে *
হইলেন উপনীত, রবির অনল-তাপ
সহিতে নারিয়া,
তরুতলে বসে গিয়া বিশ্রাম লাগিয়া।

ছিল তথা খৃষ্টবাদী অতি বিচক্ষণ
বহিরা নামেতে এক মহাতপোধন,
শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বে ছিল তাঁর অধিকার
অতি চমৎকার,
ভূত ভাবী আঁখিপ্রান্তে ঘুরিত তাঁহার।

জানিয়াছিলেন তিনি শাস্ত্র-অধ্যয়নে,
পাপমগ্ন পৃথিবীর মঙ্গল কারণে,
বর্ত্তমান যুগে এক মহামতি ধর্ম্মবীর
হবেন উদয়,
যাঁর ডরে পলাইবে কলুষনিচয়।

---

* কফা—বসরা নগরীর নিকটবর্ত্তী পল্লীবিশেষ।

যে সব লক্ষণ ল'য়ে সেই গুণাধার
অবতীর্ণ হইবেন অবনী মাঝার,
সুক্ষ্মদর্শী ঋষিরাজ, ছিলেন সে সমুদয়
জ্ঞাত বিলক্ষণ,
ধন্য ঋষি! ধন্য তাঁর শাস্ত্র-অধ্যয়ন!

যখন বণিকবৃন্দ তরু লক্ষ্য ক'রে
আসিতেছিলেন দ্রুত ক্লিষ্ট কলেবরে,
বহিরা আশ্রম হ'তে, তাঁদের দেখিতেছিলা,
সহসা তাঁহার
নয়নে পড়িল এক অপূর্ব্ব ব্যাপার!

দেখেন চাহিয়া সাধু দিব্য আঁখি দিয়া
খণ্ড নব ঘন এক ছায়া বিস্তারিয়া
বণিকগণের সহ আসিতেছে চমৎকার
বিমান উপরে,
বিচ্ছিন্ন নাহিক হয় ক্ষণেকের তরে।

থামিল সকলে যথা বিশ্রাম আশায়,
অচল মুরতি ধরি মেঘও তথায়
এক বালকের শিরে মধুর প্রশান্ত ছায়া
করিয়া প্রদান,
দাঁড়ায়ে রহিল যেন ভৃত্যের সমান।

আরো দেখিলেন সেই বালক-রতন,
শুষ্ক তরুমূলে এক করিলে গমন,
অচিরে সে মহীধর, সজীব হইল আহা !
শ্যামল পাতায়,—
শোভিল, শোভিল চারু প্রসূন-মালায় !

ভূধর পাদপ আর লতা-গুল্মরাশি,
শির নত করি কত নম্রতা প্রকাশি,
বালকে নমিছে আহা, কি মাহাত্ম্য অলৌকিক
অদ্ভুত ব্যাপার !
হেরিয়া বিমুগ্ধ ঋষি, বিস্মিত অপার !

পঞ্চদশ সর্গ

হজরত-বহিরা সম্মিলন

নিরখি বহিরা এই অপূর্ব্ব ঘটনা,
আহা কত আন্দোলন, কত গবেষণা
করিলেন মনে মনে, কহিলেন পরক্ষণে—
ধর্ম্মবীর আবির্ভাব বিনা বসুধায়
সম্ভবে না এই কাণ্ড, সন্দ নাহি তায়।
বণিক দলেতে এই, শাস্ত্রের কথিত সেই,
নিশ্চয় আছেন সত্য ধর্ম্মপ্রচারক,
বিলম্বেতে কাজ নাই, এখনি চলিয়া যাই,
নিরখিয়া তাঁরে, করি জীবন সার্থক।

বলিয়া তাপস ত্বরা কুটীর ত্যজিয়া,
আগ্রহের আকর্ষণে, ভকতি-শ্রদ্ধার সনে,
বণিকগণের কাছে উপজিলা গিয়া।
দেখে সেই সৌম্যমূর্ত্তি সুঠাম কুমার
বিরাজে বৃক্ষের তলে, মাহাত্ম্য উছলি চলে,
দশ দিকে ব'য়ে যায় শান্তির পাথার!
আপাদ শিরস্ তাঁর হেরি অপলকে,
অপূর্ব্ব লক্ষণযুক্ত দেখি সে বালকে,

বহিরা জানিলা স্থির, এই সেই ধর্ম্মবীর,
অমনি বর্ষিলা কত প্রেমাশ্রু পুলকে।
কত ভাব, কত চিন্তা হৃদয়ে তাঁহার
সমুদিল, ভেবে শেষ না পাইল তার।

জন্মিল ঋষির কিন্তু ইচ্ছা বিলক্ষণ
করিতে এ বালকের ভক্তি-সম্ভাষণ।
কথোপকথনে আর ধর্ম্ম-অভিমত তাঁর
জানিতে, আগ্রহে তাই বণিক নিকরে
করিলেন নিমন্ত্রণ ভোজনের তরে।
অতঃপর ঋষিরাজ, সাধিতে আপন কাজ,
আসিলেন অবিলম্বে আশ্রমে চলিয়া,
মন কিন্তু নাহি ফিরে, ভক্তি-রসামৃত-নীরে,
মজি সে শিশুর পাশে রহিল পড়িয়া।

এদিকে বণিক্‌গণ রক্ষিবারে নিমন্ত্রণ,
পণ্যের প্রহরীরূপে কুমারে রাখিয়া,
যথাকালে হৃষ্টমনে, তপস্বীর নিকেতনে,
উপজিল সর্ব্ব জন সজ্জিত হইয়া!
করিলা সবারে সাধু আদর-আহ্বান,
কিন্তু তাঁর প্রাণমন, করে যাঁর আকিঞ্চন,
কই সে ত্রিদিবরত্ন বালক মহান্?

নীরদ-দর্শন-আশী চাতকের প্রায়
বিলোল-নয়নে তাই চারিদিকে চায়।

অবশেষে জিজ্ঞাসিলা, "লোক তোমাদের,
সকলে ত আসিয়াছে কুটীরে দীনের ?"
এই প্রশ্নে তপস্বীরে, জনেক কহেন ধীরে,—
একটী বালক শুধু আসেনি হেথায়,
পণ্যজাত রক্ষিবারে, রাখিয়া এসেছি তারে।
সাধু কহে, "একি কথা ! এ বড় অন্যায় !!
তোমরা করিবে হেথা আমোদ-ভোজন,
আর সে বালক হায়, বঞ্চিত রহিবে তায় ?
বুঝি না এ তোমাদের বিচার কেমন !
যাও এই দণ্ডে তাঁরে আন এই স্থানে।"
'সত্য বটে এ অন্যায়, নিয়ে আসি আমি তায়,'
হারেস্ (১) বলিল ইহা সলজ্জ বয়ানে।

ক্ষণপরে পিতৃব্যের সহিত কুমার
হইলেন উপনীত, তপোধন হরষিত,
করিলেন ভক্তিসহ সম্ভাষণ তাঁর !
আদরে আসন পরে বসাইয়া দিয়া
বদনমণ্ডলে তাঁর নয়ন স্থাপিয়া,

(১) হারেস্ হজরতের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য।

নীরবেতে যত চায়, পলক না পড়ে তায়,
প্রস্তরপ্রতিমা সম স্পন্দহীন—স্থির !
কি মধুর ! কি অপূর্ব্ব ভাব তপস্বীর !
এইরূপে কিছুক্ষণ গত হ'লে তপোধন
চেতনা লভিয়া যথাশক্তি সদাচারে,
উপাদেয় পানাহারে তুষিলা সবারে ।

ভোজনান্তে ঋষিবর কুমারে আবার
বসায়ে মনের মত, প্রশ্ন করিলেন কত,
উত্তর দিলেন তিনি তার চমৎকার ।
তার্কিকের তর্ক হত যে প্রশ্ন শুনিয়া,
কোবিদকুলের যায় মস্তক ঘুরিয়া,
অনাসে বালকবর দিলা তার সদুত্তর,
চকিত বিস্মিত ঋষি শ্রবণ করিয়া ।
পরেতে মক্কার যত দেব ও দেবীর
কথা উত্থাপিত হ'লে, নীরবে অবনীতলে
বালক বিরক্তি সহ নত করে শির !
কিন্তু নিরাকার বিশ্ব-বিধাতার নাম
শুনিলে সে মুখে হাস্য খেলে অবিরাম ।

বহিরা মহত্ত্ব হেন হেরি কুমারের
আবু-তালেবেরে কহে, এ ছেলে সামান্য নহে,

শান্তিপ্রদ শুভদাতা এ যে জগতের !
অধর্ম্ম বিনাশি সত্য ধরমের পথ
দেখাইবে এই জন, ধন্য হ'বে ত্রিভুবন,
করিবেন তাপিতের পূর্ণ মনোরথ।
কিন্তু এঁর শত্রু বহু, রেখ সাবধানে,
দুষ্ট ইহুদীরা হায়, যদি এঁর তত্ত্ব পায়,
সুযোগে নিশ্চয় তবে বধিবে পরাণে।
বস্‌রা নগরে ল'য়ে যেও না কখন,
বিপদ ঘটিতে তথা পারে বিলক্ষণ।"

ঋষির ভবিষ্য-বাণী তালেব শুনিয়া
বিষাদ হরষ সনে, জাগিয়া উঠিল মনে,
চিন্তার দংশনে গেল অস্থির হইয়া।
শত্রু-ভয়ে ভীত হ'য়ে সরিল না মন—
এক পদ যেতে আর ; কুমারে তখন
কতরূপ বুঝাইয়া, লোক জন সঙ্গে দিয়া
পাঠায়ে দিলেন ত্বরা মক্কা-নিকেতন।
অশান্তি-উদ্বেগ ঘোর ধরিয়া অন্তরে
চলিলেন নিজে হায় বাণিজ্যের তরে।

ষোড়শ সর্গ

স্বর্গীয় দূতগণের সহিত হজরতের দর্শনলাভ

সমধিক সাবধানে যতনে অশেষ
স্নেহময় খুল্লতাত তালেব আপনি
পালিতে লাগিলা প্রিয় কুমার-রতনে।
পরে যবে উপনীত হন হজরত
বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে, ধাতার আজ্ঞায়
উজ্জ্বল বিশদকান্তি দিব্য দূতগণে
পান দেখিবারে তিনি নিদ্রার আবেশে—
স্বপনেতে নিতি নিতি ; ঘটনা কতই
অপার্থিব, রমণীয়, অতুল জগতে
দেখে আর। একদা সে স্বপ্ন-কথা তিনি
স্নেহময় পিতৃব্যের নিকটে যাইয়া
কহিলেন বিবরিয়া, তালেব শুনিয়া
চকিত বিস্মিত ক্ষুণ্ণ : অমঙ্গল কত
জাগিল মানসে তাঁর ; ভাবিলেন আহা
বুঝিবা কঠিন রোগে প্রিয় মহাম্মদ
হইলা আক্রান্ত ; তাই আকুল-হৃদয়ে
ডাকিলেন বৈদ্য এক তৎপর হইয়া।

কহিলেন বৈদ্যরাজ বিবিধ বিধানে
পরীক্ষিয়া, বাহ্য ভাব-ভঙ্গী আর দেখি
সযতনে, "হে তালেব, চিন্তা কি কারণ ?
নীরোগ এ দেব-শিশু, বুঝিনু লক্ষণে
মহান পুরুষ ইনি, বিভুর কৃপায়
সাধিবে অমর কীর্ত্তি সর্ব্ব শুভকর
ধরাতলে : সমুজ্জ্বল স্বুবর্ণ অক্ষরে
কেবলি মঙ্গল লেখা সর্ব্বাঙ্গে ইঁহার,
কেবলি মঙ্গল মন্ত্র নিহিত হৃদয়ে।"
 এই অনুকূল বাণী শুনে, তালেবের
ভাবনা হইল দূর, উল্লাসে অন্তর
নাচিয়া উঠিল, স্নেহ-যত্নে সমধিক
পালিতে লাগিলা পুনঃ পূর্ব্বের মতন।

সপ্তদশ সর্গ

খোদেজা বিবির স্বপ্নদর্শন

পুণ্যময় পূত ভূমি মক্কা নগরীতে
ছিলেন খোদেজা নামে একটী ললনা,
রমণীকুলের মণি তিনি অবনীতে,
হয়নি হবে না ভবে তাঁহার তুলনা।
রূপে অনুপমা, যেন মূর্ত্তিমতী রতি,
পবিত্র-হৃদয়া, সর্ব্ব গুণে গুণবতী।

স্বর্গীয় প্রকৃতি ল'য়ে সেই কুলবতী
অবতীর্ণ হ'য়েছিলা জগত মাঝার,
সারল্যের খনি তিনি দয়ার মূরতি,
বিনয়-ভূষিত চিত্ত, সততা-আধার।
নাহি ছিল পিতামাতা, আবার যখন
কোমল বয়স, হয় পতির নিধন।

সেই হ'তে সুলোচনা পবিত্র অন্তরে
ধর্ম্ম-পথে থাকি' ছিলা যাপিতে জীবন,
ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ বিনা ক্ষণেকের তরে
অন্য দিকে না যাইত কভু তাঁর মন।
বিপুল বিভব ছিল, কুলে মানে আর
আছিলেন বরণীয়া আরব মাঝার।

কত দেশ হ'তে কত রাজার কুমার,
বহু বিত্তশালী আর ধনীর নন্দন,
স্বরূপ-সৌরভে মজি আগ্রহে অপার
বিবাহ করিতে তাঁরে করে আকিঞ্চন।
কিন্তু তিনি সে সকলে উপেক্ষা করিয়া
কাটিতে থাকেন কাল ঈশ্বরে স্মরিয়া।

এক দিন চারুশীলা অতি শুভক্ষণে
দেখেন নিশিতে এক অপূর্ব্ব স্বপন,
পূর্ণশশী ভূমে আসি হসিত আননে
করিয়াছে যেন তাঁর কোলে আরোহণ।
সে শশী-কিরণ পুনঃ পার্শ্ব দিয়া তাঁর
করিয়াছে আলোকিত অখিল সংসার।

এ হেন স্বপন তিনি করি দরশন,
জানিতে মরম তার চিন্তি কত মনে,
পাঠাইয়া দেন ত্বরা লোক এক জন
কফায় সুবিজ্ঞ সাধু বহিরা সদনে!
আদি অন্ত শুনে সাধু স্বপ্ন বিবরণ,
প্রফুল্লবদনে ধীরে কহেন এমন,—

"মহাতপা শুভদাতা শেষ ধর্ম্মবীর
হ'য়েছেন আবির্ভূত জগত মাঝারে।

প্রসন্ন অদৃষ্ট বড় খোদেজা দেবীর,
পত্নী পরিগ্রহ তিনি করিবেন তাঁরে।
সম্মিলন-কালে তাঁর সেই নরবর
পাইবেন স্বপ্নাদেশ বিশ্ব-শুভকর।

তাঁরি প্রচারিত সত্য ধর্ম্মের প্রভায়
অধর্ম্ম-আঁধার যত যাইবে ঘুচিয়া,
খোদেজাই নারীকুলে প্রথমে স্বেচ্ছায়
তাঁহার পবিত্র মত লইবে বরিয়া।
হাশেমের* বংশ-তরু হইতে আবার
হ'য়েছে নিশ্চয় জেন জনম তাঁহার।"

স্বপ্নের সুফল শুনি খোদেজার চিত
আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠিল নাচিয়া,
কবে সেই শুভ যোগ হ'বে সংঘটিত?
কবে সে স্বর্গের নিধি পাইবে হাসিয়া?
পিপাসা-পীড়িতা আহা চাতকিনী প্রায়
রহিল রূপসী সেই দিন প্রতীক্ষায়।

* হাশেম—হজরতের প্রপিতামহ।

অষ্টাদশ সর্গ

হজরতের খোদেজা বিবির কার্য্য গ্রহণের প্রস্তাব

অতঃপর কিছু দিন, অতীতে হইলে লীন
খোদেজা সুরিয়া দেশে বাণিজ্য কারণ
লোকজন পাঠাইতে করেন মনন।
তাই সে কার্য্যের তরে ন্যায়-নিষ্ঠাবান
করিতেছিলেন এক লোকের সন্ধান।

লীলাময় বিধাতার, লীলাখেলা বুঝা ভার,
সাধিতে তাঁহার শুভ শুষ্ঠু অভিপ্রায়,
তালেব বিষণ্নমনে ঘোর দীনতায়,
কাটিতেছিলেন কাল তখন, আবার
এই চিন্তা ছিল সদা মানসে তাঁহার—

দেখিতে দেখিতে ক্রমে, পঞ্চবিংশ বয়ঃক্রমে
উপজিলা মহাম্মদ নবীন যৌবনে,
উচিত বিবাহ দিতে তাঁহার এক্ষণে।
কিন্তু সেই শুভ কাজ কেমনেতে হায়
সাধিবে তালেব দীন? শকতি কোথায়?

অনেক চিন্তার পর হইল স্মরণ,
"ধনবতী খোদেজার, চাই সরলতাধার
বাণিজ্য-করমদর্শী লোক এক জন!
যদি মহাম্মদ সেই কাজে হন ব্রতী,
অচিরে ঘুচিতে তবে পারে এ দুর্গতি।

অনায়াসে সুখে আর, পরিণয়-কার্য্য তার
হ'তে পারে সম্পাদন যোগ্য আয়োজনে।
তালেব এহেন আশা করি মনে মনে,
কহিল হজরতে ডাকি বাসনা আপন,
কথোপকথন কত হ'ল দুই জন।

এ দিকে খোদেজা বিবি শুনে লোক-মুখে,
হজরতের অভিলাষ হৃষ্ট মহাসুখে।
সাধু সত্যপরায়ণ, এ হেন বিশ্বস্ত জন
চাহে তাঁর কার্য্যভার করিতে গ্রহণ,
ভাবিল বুঝিবা হয় সফল স্বপন।

তখনি মুহূর্ত্ত ব্যাজ সহেনাক আর,
জানিতে নিশ্চিতরূপে বাসনা তাঁহার,
হজরতের সন্নিধানে, জনেকে উৎসুক প্রাণে
দিলেন পাঠায়ে দেবী; দেবীর কথন
তখন হজরত করে পিতৃব্যে জ্ঞাপন।

হইলা প্রফুল্ল অতি তালেব শুনিয়া
কহিলা, "রে প্রাণধন ! বিভু সত্য সনাতন
দিলেন এ কার্য্য তোমা সদয় হইয়া।
শুভ সমাচার ইহা, কি কহিব আর,
যাও বাছা ! হবে এতে মঙ্গল তোমার।"

ইহা বলি প্রাপ্য কথা করিবারে স্থির,
তালেব আগ্রহে অতি, আপনার বুদ্ধিমতী
সহোদরা আতেকারে খোদেজা বিবির—
গৃহে ত্বরা মনোমত উপদেশ দিয়া
দিলেন পাঠায়ে বিভু স্মরণ করিয়া।

সমধিক সমাদরে খোদেজা তাঁহারে,
সম্ভাষি লইয়া গিয়া গৃহের মাঝারে,
রত্নাসনে বসাইয়া, জিজ্ঞাসিলা, "কি লাগিয়া
আগমন হেথা ?" শুনে তালেব-সোদরা,
মনের বাসনা তাঁর কহিলেন ত্বরা।

হইলা খোদেজা তাহে হর্ষিতা অপার,
বুঝিলা ত্বরায় আশা পূর্ণ হবে তাঁর।
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, অলক্ষ্যে স্ফূর্ত্তির ভরে,
উদিল কি ভাব এক স্বর্গীয় সুন্দর !
রোমাঞ্চ হইল দেহ, গলিল অন্তর।

হাসিয়া কহিলা তাই, "ওগো অম্মা সিতে,
তোমার ভ্রাতার সুত, জানি সর্ব্ব গুণযুত,
তুলনারহিত এই আরব-ভূমিতে।
জানি আমি, তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণ,
চরিত তাঁহার যেন কষিত কাঞ্চন।

কিন্তু বাণিজ্যের কাজ বড়ই কঠিন,
সাধন করিতে তাহা সে যুবা নবীন
পারিবেন কি না তাই, বলিতে শুনিতে চাই,
আপনি ফিরিয়া গিয়া তাঁরে একবার
লইয়া আসুন দেবি! আলয়ে আমার।"

"বেশ বেশ ওগো শুভে! অয়ি গুণবতি!
যা কহিলে অকপটে, সমীচীন সত্য বটে,
বাণিজ্যের কাজে তার যোগ্যতা-শকতি
আছে কি না, অগ্রে তুমি দেখ পরীক্ষিয়া,
এখনি আনিব তারে ঘরে ফিরে গিয়া।"

উনবিংশ সর্গ

হজরতের খোদেজা বিবির গৃহে গমন

ত্বরায় আতেকা উঠিয়া তখন
আনিতে কুমার জীবনধনে,
আসিলেন ফিরে গৃহে আপনার
কত সুখ-আশা করিয়া মনে।

হেথা খোদেজার দেখে কে হরষ
প্রিয়তমে আজ হেরিবে ব'লে!
অন্তর বাহিরে দশ দিকে তাঁর
অনুরাগ-স্রোত উছলি চলে।

নিজে সাজিলেন বসন-ভূষণে,
সুরভিকুঙ্কুম মাখিলা গায়।
সাজাইলা গৃহ সুচারু শোভনে,
উপমা তাহার কহিব কায়?

দাসদাসী সবে বিনত বদনে
রহে যথাস্থানে আদেশ মত,
আপনি বসিয়া কনক-আসনে
শাস্ত্র পড়িবারে হইলা রত।

ভাবী ধর্ম্মবীর যেই রূপগুণে
আসিবে ভবের কুশল তরে।
সে সব বর্ণনা ললিতা ললনা
পড়িতে লাগিলা আবেশ-ভরে।

ক্ষণ পরে তথা সুমন্দ গমনে
প্রভু মহাম্মদ উপজে আসি।
শশহীন শশী যেন রে উদয়
রূপের প্রভায় তিমির নাশি।

তাড়াতাড়ি উঠি খোদেজা অমনি
সম্ভাষি তাঁহারে ভকতি সনে,
বসাইলা মণি-খচিত আসনে
করিয়া যতন পরাণপণে।

পরে অপলকে আপাদ শিরস্
নিরখি তাঁহার আরব-রাণী,
দেখিলা মিলিল যথাযথরূপে
শাস্ত্রের লিখিত তাবত বাণী।

তখন হরষে উঠিল ফুলিয়া,
নয়নে ঝরিল প্রেমের ধারা,
বার বার বার সে বিধু-বয়ান
নিরখে হইয়ে আপনহারা।

উজ্জল বরণে গেল রে আঁকিয়া
হৃদয়ে সে ছবি মাধুরীময়,
"পূরুক ধাতার বাসনা" বলিয়া
মনে মনে তাঁর গাহিলা জয়।

হইল তখন কতবিধ কথা,
বেতনাদি স্থির হইল আর,
হজরত পরে ফিরিলেন ঘরে
খোদেজারে দিয়া ভাবনা-ভার।

ত্রিংশ সর্গ

বাণিজ্য-যাত্রা

যথাকালে মহাম্মদ ভবের কাণ্ডারী
সাধিবারে এক লীলা আর,
হইলেন সমুদ্যত, বিধির কৌশলে,
বাণিজ্যে যাইতে খোদেজার।
কোমল বয়সে হেন কঠিন কাজেতে
যাইবেন দূর দেশান্তরে,
শুনিয়া আসিল যত স্বজন-বান্ধব
অতিশয় ব্যথিত অন্তরে।

কেহ করে তিরস্কার আবু তালেবেরে,
বলিয়া "এ নিষ্ঠুরের কাজ,
কোন্ প্রাণে পাঠাইবে হায় এ বালকে
পরাইয়া অধীনতা-সাজ ?"
কেহ বলে, "কি করিবে, ভাগ্যের লিখন,
বাধা দিয়া নাহি কোন ফল,
যাও বাছা মনোল্লাসে, সঙ্কটে তোমারে
রক্ষিবেন দেবতা সকল।"*

* তৎকালের পৌত্তলিক আরবীয়দের মুখে এ কথায় বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

তুলিয়া করুণ রোল পুরনারীগণ
কাঁদে কত অধীর হইয়া।
তালেব চেতনাহারা, অবিরল ধারে
ঝরে অশ্রু বক্ষ ভাসাইয়া।
কথঞ্চিত স্থির হ'য়ে গদগদ স্নেহে
ধরিলেন হৃদয়ে কুমারে,
কুমারো ভাবনাবশে চকিত ব্যাকুল,
ভাসিলেন নয়ন-আসারে।

প্রণমি পিতৃব্য-পদে, অন্য গুরুজনে
নতভাবে কহিলেন পরে,
"আশিস করুন এবে আমারে সকলে,
চলিলাম দূর দেশান্তরে।
ভুলিও না অভাগারে, রাখিও মনেতে,
নিবেদন এই মম শেষ।"
বলি ম্লানমুখে প্রভু কাফেলার * সনে
চলিলেন ভেবে পরমেশ।

অপূর্ব্ব ভারতী হেথা শুন এক আর,
মায়সারা নামে খোদেজার,
আছিল জনেক ভৃত্য বিশ্বাসী চতুর,
ছিল তার পণ্য-রক্ষা-ভার।

(১) কাফেলা—বণিকদল।

দিব্য পরিচ্ছদ এক দিয়া তার করে
 ব'লে দেন খোদেজা আগ্রহে,
"পরাইও মহাম্মদে নগর বাহিরে,
 ভুল না, এ মনে যেন রহে।

সযতনে সাবধানে রেখ সুখে আর,
 ক্লেশ যেন না পরশে তাঁয়।
বাণিজ্য-ব্যাপারে যাহা বলিবেন তিনি
 তাহাই করিবে অচিরায়।
কুশলে আনিবে পুনঃ গৃহে নিরাপদে,
 এই যদি পার করিবারে,
বড় তুষ্ট হব আমি, দাসত্ব হইতে
 মুক্তিদান করিব তোমারে।"

দেবীর আদেশ এই শিরোধার্য্য করি
 গিয়া দূরে নগর ছাড়িয়া,
মায়সারা হজরতে সে চারু বসন
 প্রীতিভরে দিল পরাইয়া।
হইল অপূর্ব্ব শোভা, ঈর্ষায় জ্বলিল
 হেরে কিন্তু নীচাশয় যত।
উত্থাপিল প্রতিবাদ, মায়সারা সবে
 করিলেন নীরব বিনত।

চলিল বণিকদল, প্রভু মহাম্মদ
চলিলেন উষ্ট্র-আরোহণে,
ঘটিল চৌদিকে কত কাণ্ড অমানুষী
আহা তাঁর শুভ পদার্পণে।
এক দিন দু'টী উষ্ট্র ক্লান্ত হ'য়ে অতি
হ'য়ে পড়ে গতি-শক্তিহারা।
প্রভু দিলে পূত হস্ত তাহাদের শিরে
পূর্ণ তেজে চলে পুনঃ তারা!

অতঃপর উপজিল বণিকনিকর
ভূ-বিদিত বস্‌রা নগরে।
বাণিজ্য-ব্যাপার তথা যথাবিধি সবে
আরম্ভিল যতনের ভরে।
পিতৃব্যের সহ প্রভু আসি বস্‌রায়
যেই আশ্রমের সন্নিধানে
অবস্থান করেছিলা, এবারো লইল
আপনার আশ্রয় সেখানে।

কিন্তু সে আশ্রমে সেই তপস্বী বহিরা
এবে নাই, গেছে স্বর্গপুরে।
এখন নস্তুরা নামে সাধু এক তথা
ধর্ম্ম-গাথা গাহে উচ্চ স্বরে।

মায়্সারা তাঁর সহ ছিল পরিচিত,
তাই তাঁর বন্দিতে চরণ,
গিয়া সাধু কাছে, করে কথায় কথায়
হজরতের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

শুনে সাধু সবিস্ময়ে তখনি নবীর
সম্মুখেতে যান অচিরায়।
নেহারে সে পুণ্য-ছবি মুগ্ধ অপলকে,
সর্ব্বাঙ্গে পুলক ভেসে যায়।
তুষিলা তপস্বী তাঁরে সম্মানে অশেষ,
কত কথা হ'ল দুই জনে।
সন্ন্যাসী হইলা ধন্য, তৃপ্ত অতিশয়,
হজরতের উচ্চ আচরণে।

পরে সেই ধর্ম্মরত তাপসের মনে
হ'ল হেন চিন্তার উদয়—
"এত জ্ঞান এ বয়সে এ যুবা কেমনে
লভিলেন ? এ অতি বিস্ময় !
বর্ব্বর আরব-জাতি তমসায় ভরা,
জানে না ধরম সদাচার।
তার মাঝে কে আনিল, কেমনে আসিল
এ উজ্জ্বল আলোক-পাথার ?

পাষাণে প্রসূন সৃষ্টি ! নিশ্চয় ধাতার
আছে কোন উদ্দেশ্য মহান।
বুঝিনু আরব-ভূমে অমৃত-ঝরণা
অচিরে হইবে বহমান।
পুণ্য-গিরি ফারাণের পুণ্য গুহা থেকে
সত্যধর্ম্ম-জ্যোতি বিকাশিবে। *
ঈসার মঙ্গল বাণী † এত দিন পরে
এঁর হ'তে সফল হইবে।"

বিদায় হইলা সাধু অভিবাদনিয়া,
চিন্তা কত লইয়া অন্তরে।
হজরত বাণিজ্যে রত হ'লেন হরষে
গিয়া কত নগরে নগরে।
এক দিন ভ্রান্তমতি এক ইহুদীর
অকস্মাৎ ব্যবসা-প্রসঙ্গে,
বাদ-প্রতিবাদ কত হয় সংঘটন
সত্যব্রত হজরতের সঙ্গে।

---

* "তিনি (ঈশ্বর) পারাণ-পর্ব্বত হইতে আপনার তেজ প্রকাশ করিলেন।" বাইবেল ২য় বিবরণ পুস্তক, ৩৩ অঃ, ২য় শ্লোক। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-বিধানের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল।

† "আমি পিতার নিকট মিনতি করিব, তাহাতে তিনি অনন্ত কালাবধি থাকিবেন, এমন আর এক শান্তিকর্ত্তাকে ঈশ্বর তোমাদিগকে দিবেন।" বাইবেল (যোহন) ১৪ অঃ, ১৬ পদ। "আমি তোমাদের নিকট হইতে না গেলে সেই শান্তিকর্ত্তা আসিবেন না।" যোহন ১৬ অঃ, ৭ পদ।

কহিল ইহুদী, "লাত-গোরি দেবতার
বল যদি শপথ করিয়া,
তোমার বচন তবে সরল অন্তরে
সত্য জ্ঞানে লইব মানিয়া।"
প্রভু কহিলেন শুনে,—"কি জঘন্য কথা!
বিরোধী আমি যে দেবতার!
সে নামে শপথ, যাহা দেখে চক্ষু মুদি!
কাণ ঢাকি কথা হ'লে যার!!"

"তবে কি যুবক! তুমি নহ মক্কাবাসী?"
ইহুদী কহিল সবিস্ময়ে!
"নিশ্চয় নিশ্চয় মম সে নগরে বাস"
উত্তরিলা প্রভু হৃষ্ট হ'য়ে।
জগতের শুভদাতা শেষ ধর্ম্মবীর
জেনে তাঁরে ইহুদী তখন,
কহিল গোপনে অতি ডেকে মায়্সারে
বিশেষিয়া সেই বিবরণ।

অনন্তর যথাকালে বণিকসকল
সমাপিয়া কার্য্য বাণিজ্যের,
ফিরিলেন গৃহমুখে, পেয়ে বহু লাভ
ধরেনাক আনন্দ তাদের।

এদিকে খোদেজা দেবী বণিকদলের
ফিরিবার সময় বুঝিয়া,
অশান্ত অন্তরে নিত্য উঠি' সৌধ 'পরে
রহিতেন পথ নিরখিয়া।

এক দিন দু-প্রহরে কক্ষে দ্বিতলের
আছে দেবী আরামে বসিয়া.
ভীষণ গরম, দাসী করিছে ব্যজন
সঘনে চামর দুলাইয়া !
ধূ ধূ ধূ ধূ করিতেছে মরুর প্রান্তর,
বালিরাশি আগুনের প্রায় !
জনপ্রাণী নাই পথে, নীরব নগর,
অনল-লহরী ব'য়ে যায় !

হেন কালে দেখিলেন, ল'য়ে দলবল
আসিছেন প্রভু মহাম্মদ।
অমনি আহ্লাদে কত হ'ল বিকশিত
তাঁহার হৃদয়-কোকনদ।
আর এক কাণ্ড দেবী দেখিলা অদ্ভুত,
পক্ষী যেন পক্ষ বিস্তারিয়া
উড়িতেছে শিরে তাঁর, খণ্ড মেঘ এক
সঙ্গে আসে ছায়া প্রদানিয়া।

বিমুগ্ধা প্রেমার্দ্রা রাণী খোদেজা তখন
ধন্যবাদ দিলা জগদীশে,
ভক্তি-হারে বিভূষিয়া করিলা গ্রহণ
হজরতে সাদরে হরিষে।
মায়সারা আসি ত্বরা বাণিজ্য-সংবাদ
কহি ধীরে দেবীর সদন,
হজরতের গুণপনা, মাহাত্ম্যের কথা
একে একে করিল বর্ণন।

হ'য়েছে প্রচুর লাভ বাণিজ্যে এবার
দেখি দেবী করিলা বিচার,
"ইহারি পুণ্যেতে তবে এই লাভ মম,
অণুমাত্র সন্দ নাহি তার।"
লাভের অর্দ্ধেক ধন শর্ত্ত-কথা মত
তাই দেবী হজরতের করে
করিলেন সমর্পণ তখনি অব্যাজে,
ফুল্লমুখে আনন্দের ভরে।

তখন বিদায় ল'য়ে খোদেজার ঠাঁই
আসিলেন প্রভু নিজ গেহে,
চুম্বিয়া পিতৃব্য-পদ দিলা অর্থ যত
মজি তাঁর অকপট স্নেহে।

হেথা ভক্তি-অনুরাগ খোদেজার মনে
দ্বিগুণিত জ্বলিয়া উঠিল,
"হা বিধি ! ও নিধি কবে দিবে মিলাইয়া !"
ব'লে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজিল ।

একবিংশ সর্গ

হজরতের বিবাহ

সমাধা করিয়া প্রভু বাণিজ্য-ব্যাপার
আসিলেন নিকেতনে, আবুতালেবের মনে
হেরিয়া হইল কত আশার সঞ্চার।
ভাবনা যাতনা ভয় হ'য়ে গেল দূর,
দরিদ্র পাইল যেন ধন সুপ্রচুর।
পুর-মহিলার দল করে হর্ষ-কোলাহল,
আঁধারে হইল যেন উদয় ভানুব।

এদিকে খোদেজা দেবী প্রেমের তাড়নে*
আকুল বিহ্বল-প্রাণ, শূন্য হেরে ধরা খান,
কিছুতে না সুখ পান জাগ্রতে শয়নে।
ভোজনে না পান স্ফূর্ত্তি, বিষাদমণ্ডিত মূর্ত্তি,
হারায়ে গিয়াছে আহা কি যেন রতন,
নিয়ত নির্জ্জনে বসি, আ মরি রূপসী-শশী,
ক্ষুণ্নমনে থাকে তার ধ্যানেতে মগন।

---

* ইহা আধ্যাত্মিক প্রণয়, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাজনিত নহে।

শেষে নিজ সহচরী নফিসা সকাশে
অন্তরের অভিপ্রায়, ব্যক্ত করিলেন হায়,
থাকে কি অনলরাশি ঢাকা কভু বাসে ?
যাহাতে সে মনোচোর, পরে বিবাহের ডোর,
যাহাতে সে হিয়ানিধি হিয়া মাঝে আসে,
সেই উপদেশ দিয়া, দিলা ধনী পাঠাইয়া
দূতীরূপে নফিসায় প্রিয়তম প্যাশে।

চতুরা নফিসা গিয়া হজরতের কাছে,
বলে "হে যুবকবর! কত দিন একেশ্বর
রহিবেন আর ? বাধা বিবাহে কি আছে ?"
ধীরে কহিলেন তিনি, "অয়ি মম হিতৈষিণি!
সত্য বটে, কিন্তু সে যে কঠিন ব্যাপার।
দীন আমি, অর্থ নাই, বিবাহে অনিচ্ছা তাই,
হায় মম শক্তি কোথা পত্নী পালিবার ?"

হেসে কহে দূতী, "যদি বিভুর কৃপায়,
অতুল লাবণ্যবতী, গুণোত্তমা কোন সতী,
স্বেচ্ছায় বরিতে চাহে পতিত্বে তোমায়,
আর তার যত ব্যয়, প্রদানে সে সমুদয়,
কি মত তোমার তাহে ?" ক্ষণেক চিন্তিয়া
প্রভু জিজ্ঞাসিলা, "ধনি! কে সে নারি-শিরোমণি ?"
নফিসা "খোদেজা তিনি" কহিল হাসিয়া।

"অসম্ভব অসম্ভব, সে কি কভু হয়!
খোদেজা ঐশ্বর্য্যবতী, আমি যে দরিদ্র অতি।"
নফিসা কহিল, "না না, নিশ্চয়, নিশ্চয়,
জানিতে তোমার মত, বলিয়া কহিয়া কত
দেছে মোরে পাঠাইয়া, আসিয়াছি তাই।"
হজরত তখন কয়, "ইহা যদি সত্য হয়,
বিবাহে আমার তবে অসম্মতি নাই।

কিন্তু মম পিতৃব্যের চাহি অনুমতি,
তিনি যদি খুলে প্রাণ, সম্মতি করেন দান,
তবে হবে, যাও তাঁর নিকটে সংপ্রতি।"
ইহা শুনে তালেবের ভবনে যাইয়া
কহে দূতী যত কথা, তালেব শুনিয়া—
ফুল্লমতি, নফিসায় কহিলেন অচিরায়,
সাধিতে এ শুভ কাজ সুদিন দেখিয়া।

তখন নফিসা সখি মৃদুমন্দ হাসে
খোদেজার পাশে আসি, সমুদয় পরকাশি
কহিল, শুনিয়া ধনী সুখ-সরে ভাসে।
তখনি স্বজনগণে, ডাকিয়া প্রফুল্লমনে
বিবাহের আয়োজন করিলা সুন্দরী।
শুভ অনুষ্ঠান যত, কার্য্যে হ'ল পরিণত,
ছুটিল চৌদিকে কত উৎসব-লহরী।

সজ্জিত করিল গৃহ বিচিত্র সজ্জায়,
অমর-ভবন সম, শোভিল রে নিরুপম,
মর মেদিনীতে তার তুলনা কোথায় ?
দাস-দাসী-সহচরী, সুচারু বসন পরি,
প্রমোদ-তরঙ্গে ভাসি করে বিচরণ,
কেহ নাচে রঙ্গভরে, কেহ বা সঙ্গীত করে,
দীনগণ পরিতুষ্ট পাইয়া ভোজন।

স্বপ্নাতীত আহা এই শুভ সম্মিলনে,
আবুতালেবের চিত, হর্ষ-রসে বিগলিত,
বিগলিত আর যত সুহৃৎ স্বজনে।
সকলে মিলিত হ'য়ে কুমারে সাজায়ে ল'য়ে
যাইবারে সমুদ্যত বিবাহ-সভায়,
কিন্তু পরিচ্ছদ ? নাই, তালেব বিমর্ষ তাই,
বিমর্ষ আপনি প্রভু বিষম চিন্তায়।

হেন নিরানন্দ ভাব করি দরশন,
আবুবকরের চিত, মহাক্ষোভে বিচলিত,
সোৎসাহে হজরতে কহে সম্ভাষি তখন—
"কেন প্রিয়-দরশন, বিষাদিত অকারণ ?
আমরা থাকিতে তব কিসের ভাবনা ?
অভাব হইলে তব, আমি পূরাইব সব,
ধনপ্রাণ গেলে তাহে না হবে যাতনা।

যার তরে ভাবিতেছ বিহ্বল হইয়া,
ভেবে পরিণাম তার, আয়োজন চমৎকার,
পিতামহ-দেব তব গেছেন করিয়া।
মূল্যবান দ্রব্য কত, দিনার * যে দশ শত,
আর এক পরিচ্ছদ রম্য অতিশয়
দিয়া মোরে গেছে ব'লে, সমর্পিতে করতলে
তোমার, যখন হবে শুভ পরিণয়।

"এখনি সে সব আমি দিতেছি আনিয়া।"
বলিয়া পবনগতি, গৃহে গেল মহামতি,
আবার ক্ষণেক পরে আসিলা ফিরিয়া।
পরিচ্ছদ সুশোভন, দ্রব্যজাত, বহু ধন
দিলেন রাখিয়া ত্বরা সম্মুখে সবার,
নিরখি আনন্দ-ভার, বদনে ধরে না কার,
মাতিয়া উঠিল সবে উৎসাহে অপার।

সাজিলেন হজরত সে চারু বসনে।
খোদেজাও অতঃপর, রাজযোগ্য মনোহর
পরিচ্ছদ পাঠাইয়া দেন প্রিয় জনে।
শুভ যোগে শুভক্ষণে, মহানন্দে সর্ব্ব জনে
হজরতে গেলেন ল'য়ে বিবাহ-সভায়,
হরষের কোলাহল, ছাইয়া অবনীতল
উঠিল সুদূরে নীল গগনের গায়।

---

* দিনার—মুদ্রাবিশেষ।

কনক-খচিত চারু আসন উপরে
বসিলেন পাত্রবর, শোভা হ'ল কি সুন্দর !
বসিল চৌদিকে যত আহূত নিকরে।
খোদেজার লোকজন, সমাদর সম্ভাষণ
করিল যতনে সবে, দাস যত আর,
মণিরত্ন-ভরা থালা, সম্মান-ভক্তির ডালা
বরের চরণে আনি দিল উপহার।

সুচারু চামর কেহ হেলায়ে যতনে
সুধীরে বীজন করে, কোন জন রঙ্গভরে
ভরিয়া সোণার পাত্র সুরভি সিঞ্চনে।
মোহন মৃদঙ্গ বাজে, চিত্ত-বিনোদন সাজে
নাচে নর্ত্তকীর দল ভঙ্গিমার সনে,
সহ তাল মান লয়, সঙ্গীতের স্রোত বয়,
উৎসবের একশেষ, বর্ণিব কেমনে ?

যথারীতিক্রমে পরে শুভ পরিণয়
হইল রে সমাপন, আনন্দের সমীরণ
বহিল, উঠিল হাসি ফুঠে বিশ্বময়।
এই শুভ সম্মিলনে, কৌশলী ধাতার মনে
কি এক নিগূঢ় ভাব বিশ্ব-শুভকর
নিহিত আছয়ে জেনে, স্বর্গেও দেবতাগণে
হইল আমোদে মজি হাস্য-লীলাপর।

হাসিল বিপুল হর্ষে তালেবের চিত,
ছিল যত চিন্তা ভয়, সকলি পাইল লয়,
সকলি গো চিরতরে হ'ল তিরোহিত।
"মহাম্মদ সুখে রবে, আর না ভাবিতে হবে,
এই শান্তিসুখে তিনি হ'য়ে মাতোয়ারা,
জ্ঞাতিবন্ধু সবাকারে, তুষিলেন পানাহারে,
আশিসিলা কত নব দম্পতিরে তাঁরা।

হাস্য-বিকশিতা হ'ল খোদেজা অপার,
দেহ স্তরে স্তরে তাঁর, কি আনন্দ অনিবার।
খেলিতে লাগিল ঢালি ধারা অমিয়ার।
পবিত্র প্রেমের বলে, আহা তিনি সর্ব্ব স্থলে
কি এক মধুর ভাব অমল ধবল
করিলেন দরশন, লাভ করি নিত্য ধন,
ঝটিতি ফুটিয়া গেল হৃদয়-কমল।

পতির প্রণয়ে দেবী মজাইয়া মন,
আপনার ধনরাশি, আর যত দাস দাসী
করিলেন হজরতের করে সমর্পণ।
কহিলেন, "আজ হ'তে, অধিকার এ তাবতে
আপনার, হয় রাখ কিংবা কর দান,
আমি হে তোমার দাসী, করুণার অভিলাষী,"
বলি নিয়োজিলা স্বামী-সেবায় পরাণ।

দ্বাবিংশ সর্গ

হজরতের প্রাধান্য লাভ

বর্ণিত আছয়ে হেন, কাবাগৃহ মাঝে
আছিল কুরঙ্গ দুটী কনক-নির্ম্মিত
পুরাকালে, ছিল পুনঃ গর্ভ তাহাদের
মণিরত্নে পূর্ণ, দুষ্ট তস্করের দল
খননিয়া ভিত্তিভূমি, গর্ত্ত করি বলে
হরে সেই রত্নরাজি। একে ত প্রাচীন—
স্মরণ-অতীত আহা কত যুগ আগে
বিনির্ম্মিত কাবা, তাহে বরষার বারি
পশি সে বিবর মাঝে; পতনের দশা
ঘটায় তাহার; হেরি তাহা মনঃক্ষোভে
মক্কার প্রধানবর্গ চাহে গড়িবারে
ভাঙ্গিয়া নূতন সাজে। কিন্তু মহাত্রাস,—
পবিত্র প্রাচীন কাবা 'আল্লার ভবন'
কে ভাঙ্গিবে নিজ ধ্বংস নিয়া নিজ শিরে?
স্বেচ্ছায় মরিবে কেবা পড়ি অগ্নি মাঝে?
শেষে কিন্তু বিবেচিল সবে, "ভাঙ্গি যবে
বিনির্ম্মিব নব সাজে, কি হেতু অর্শিবে
পাপ তাহে? আলিঙ্গিব মৃত্যুরে কেন বা?

অথবা পাতক-পুণ্য যা থাকে কপালে,
সকলেই হব তার সম ফলভাগী,
আইস ভাঙ্গিয়া গড়ি দ্বিধাহীন চিতে।"
এই পরামর্শ স্থির করি সর্ব্ব জনে,
একদা প্রভাতে রত হইল খননে
ভিত্তি অস্ত্রবলে ; কিন্তু কি ভীষণ কাণ্ড!
ভয়াল ভুজঙ্গ এক অতি ভীমকায়
বাহিরিল অকস্মাৎ ফণা আস্ফালিয়া
বিবর হইতে সেই গরজি গম্ভীরে।
হেরি তাহা প্রাণ-ভয়ে অস্ত্র নিক্ষেপিয়া
পলাইল ত্রাসে দ্রুত, ছিল যে যেখানে ;
কিন্তু হীনোদ্যম তাহে নহিল সকলে।
স্থগিত রাখিয়া কাজ সে দিনের তরে,
পাইবারে ত্রাণ এই আসন্ন বিপদে
বিপদ-নাশন বিশ্ব বিধাতার পাশে
কাতরে করুণা মাগি ফিরিল ভবনে।
পর দিন প্রাতে পুনঃ আসি সর্ব্বজনে
উৎসাহ উদ্যম সহ কার্য্য আরম্ভিল
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি চারি ভিতে। অহিবর
যেই পুনঃ সিংহবর তেজে বাহিরিল,
মেঘ সম গরজনে অমনি নিমেষে—
দেখ কি আশ্চর্য্য আহা খেলা বিধাতার—

পক্ষী এক পড়ি ত্বরা বিদ্যুতের বেগে
উড়িল লইয়া শূন্যে ধরি তারে নখে,
বিপদ হইল দূর বিধাতার বরে
হেরি সবে নিরাতঙ্কে রত হ'ল কাজে।
যথোচিত শ্রমযত্নে পরে যথাকালে
নির্ম্মিত হইল কাবা মনোহর অতি।
কিন্তু মহানর্থ এক ঘটিল আবার—
সর্ব্বনাশকর ঘোর! স্থাপিবেক কেবা
"হেজরোল আস্বয়াদ" পবিত্র প্রস্তর
যথাস্থলে? ইহা ল'য়ে ঘোর বিসম্বাদ
উপজিল। কহে দম্ভে প্রতি দলপতি—
"হউক সহস্র ক্ষতি, যায় যাবে প্রাণ,
জীবন থাকিতে দেহে, দিব না অপরে
করিতে এ পুণ্যময় কাজ!" পরিশেষে
বাধিল সংগ্রাম ভীম, তরবারি-ঘায়
হতাহত হ'ল কত জনে অকারণ।
উঠিল শোকের ধ্বনি,—পত্নী পতি তরে,
ভায়ের লাগিয়া ভাই, বন্ধু শোকে বন্ধু,
মাতা সুত হেতু আহা কাঁদে ঘরে ঘরে
মক্কামাঝে—গৃহস্থলী হইল শ্মশান!
তবু কি বিনত ভীত কেহ? সমভাব—
অচল-অটল!! শেষে অলিদ নামেতে

এক বৃদ্ধ মহামতি কহিলা বিনয়ে—
"বৃথা কেন আত্মনাশ মজিয়া কলহে ?
করহ মীমাংসা এর সর্ব্ব শুভপ্রদ
মিলি পরস্পরে।" শুনে এ মঙ্গল বাণী,
সমবেত সাধারণে হইল সম্মত,
অর্পিল তাবত ভার অলিদের পরে
শান্তির শীতল বারি করিতে বর্ষণ
বিষাদ-বহ্নিতে সেই ! অলিদ তখন
অনেক চিন্তার পর সম্বোধি সকলে
কহিলেন, "অবধান কর ভ্রাতৃগণ !
একটী উপায় রম্য করিয়াছি স্থির
আমি এর ; প্রত্যূষেতে কালি কাবা-দ্বারে
যে জন সর্ব্বাগ্রে আসি দিবে দরশন,
তাঁরেই বিচার-ভার করিব অর্পণ।
বিচারিয়া তিনি যাহা করিবেন স্থির,
শিরোধার্য্য করি তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে
লইব মানিয়া সবে।" "উত্তম উত্তম"
বলিয়া প্রফুল্ল মুখে ফিরিল সকলে
নিজ নিজ ভবনের পানে। পর দিন
না উঠিতে দিনমণি থাকিতে রজনী
বসিল আসিয়া পুনঃ কাবা সন্নিধানে
সতৃষ্ণ নয়নে। দেখ দৈবের ঘটন !

প্রভু মহাম্মদ ধীর মন্থর গতিতে
আমোদিয়া চারিদিক সৌগন্ধে দেহের
সর্ব্বাগ্রে আসিলা তথা ; হেরি হর্ষে সবে
উচ্চারিল—"দেখ দেখ আসে মহাম্মদ,
সরলহৃদয় যুবা ধীর বিচক্ষণ,
উত্তম হইল, দিবে বিবাদ ভঞ্জিয়া
এখনি প্রজ্ঞার বলে সন্তোষি সকলে।"

ক্ষণ পরে মহাপ্রভু বিশ্ববিচারক,
প্রতিভায় প্রভাকর সম প্রভান্বিত
আসিলা তথায়, পরে করিয়া শ্রবণ
অভিপ্রায় সকলের, গম্ভীরে ত্বরায়
বিস্তারিলা ভূমিতলে গায়ের বসন।
সবলে স্বকরে তুলি সেই সে প্রস্তর
তদুপরে, কহিলেন, "দলপতিগণ!
আইস এক্ষণে, ধরি এই বস্ত্র-প্রান্ত
চল ল'য়ে আস্তুয়াদে যথাস্থানে তার ;
হইবে সকলে ইথে সম পুণ্যভাগী।"
একথা শুনিয়া হর্ষ-বিকশিত মুখে
সমাধিল কার্য্য সেই দলপতিগণ
প্রভুর কথন মত। কিন্তু পুনর্ব্বার
উঠিল বিতণ্ডা এক,—"বস্ত্র খণ্ড হ'তে
প্রতিষ্ঠিবে আস্তুয়াদে তুলি কোন্ জন?"

সম্ভাষি সকলে প্রভু কহিলা তখন,—
"পরিহর বৃথা দ্বন্দ্ব সবে, ধীর চিত্তে
কর সদুপায় এর।" কহিলেন তাঁরা
একবাক্যে হজরতে, "রণ-দাবানল
নিবিল গো তোমা হ'তে ঘোর প্রাণান্তক,—
বহিল মক্কার মাঝে তোমারি কল্যাণে
শান্তির শীতল বায়ু। আহা কত জনে
পাইল জীবন দান,—মহামূল্য ভবে,—
মৃত্যুর কবল হ'তে, নতুবা রে হায়,
কি ঘটিত কার ভালে কে পারে বলিতে ?
তাই চাহি সমর্পিতে শেষ কার্য্য এই
তব করতলে, কর তুমিই স্থাপন
আস্ওয়াদে, ঘুচে যাক তাবত যন্ত্রণা,
কহিতেছি ইহা মোরা সরলে হরষে।"
প্রধানবর্গের এই সম্মতি পাইয়া
সত্যসন্ধ হজরত সে পূত প্রস্তর
তুলিয়া পবিত্র করে, যথাস্থানে তার
স্থাপিলেন. দূরে গেল যতেক জঞ্জাল,
ফুল্লমনে গেল সবে নিজ নিজ গেহে।
　　পুণ্যপ্রাণ প্রভুবর বিধাতার বরে
প্রাধান্য লভিলা হেন নেতৃবর্গ মাঝে,
হইলেন যশোবান আদৃত আরবে।

খ্যাতির সৌরভ তাঁর দিগ্‌দিগন্তর
বিমোহি ছুটিল দ্রুত ; বাল-বৃদ্ধ-যুবা
ফণী যথা মন্ত্রমুগ্ধ, হৈল বশীভূত
প্রভুর গুণেতে। এই সর্ব্ব-শুভকর—
কার্য্য হ'তে পরে, বাদ-বিসম্বাদ যত
ঘটিত মক্কায়, নিত মীমাংসিয়া সবে
পরম সম্মানে তাঁরে আহ্বানিয়া আনি।
"আল্ আমিন্" গৌরবের এ চারু আখ্যায়
সম্ভাষিত তাঁরে ভক্তি-প্রীতির সহিত।
বন্ধু ব'লে বিভু যাঁর বাড়ায়েছে মান,
কেননা হবেন তিনি ভবে কীর্ত্তিমান!

ত্রয়োবিংশ সর্গ

প্রত্যাদেশ শ্রবণের সূচনা ও নিভৃত-নিবাস

সম্মান সম্ভ্রম হেন লভিয়া অশেষ
বটে প্রভু সুখে কাল লাগিলা কাটিতে।
কিন্তু হেরি আরবের "ঘৃণ্য কদাচার"
"অধর্ম্মে ধর্ম্মের ভাণ," "অকাজে উন্মত্ত প্রাণ!"
ভাবিতেন নিরন্তর চিন্তাকুল চিতে।
এর মাঝে চমৎকার কৃপায় ধাতার,
ঘটিল সুক্ষণে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার!—
কিবা সন্ধ্যা কি প্রভাতে, অমা বা চাঁদনী রাতে,
নগরে প্রান্তরে পথে ভ্রমণের কালে,
"ওহে মহাম্মদ" এই ধ্বনি,
শুনিবারে পেতেন আপনি,
কে যেন ডাকিত তাঁরে থাকি অন্তরালে।
তখনি চৌদিকে আঁখি করি সঞ্চালন
চাহিতেন দেখিবারে ডাকে কোন্ জন!
কিন্তু বলিহারি যাই, কেহ নাই—কেহ নাই!
হেরি হইতেন প্রভু চিন্তায় মগন!
ভয়ে রোমাঞ্চিত দেহ হইত তাঁহার,
চৌদিক নিথর স্তব্ধ, অকস্মাৎ একি শব্দ!

ভাবিয়া কিছুই তার না পেতেন পার।
তখনি ধাইয়া গিয়া প্রিয়তমা পাশে,
বিবরি তাবত ধীরে কহিতেন ত্রাসে,—
"এক দিন নয়, নিত্য অদৃশ্য আহ্বান,
বুঝি বা বিপদ ঘটে, কাঁপিছে পরাণ!"
শুনিয়া একথা দেবী, পতিরে সাদরে সেবি
কহিতেন প্রবোধিয়া, "কেন প্রাণেশ্বর!
অলীক ভয়েতে চিত, করিতেছ চমকিত?
চিন্তা নাই, ফুল্ল মনে থাক নিরন্তর।
সর্ব্ব শুভদাতা সেই বিভু দয়াময়
করিবেন আপনার কুশল নিশ্চয়।"
এহেন বচন স্নিগ্ধ শুনে প্রেয়সীর
বহিত প্রভুর প্রাণে শান্তির সমীর;
কিন্তু দিন যায় যত, দৈববাণী গাঢ় তত,
স্বপনে নিরখে কত অপূর্ব্ব ঘটনা,
আকাশে আলোক-ছটা, কি যেন স্বর্গীয় ঘটা!
মাঝে মাঝে নেত্রে তাঁর হইত রটনা।
দৈবাদেশ গ্রহণের উপযুক্ত কাল,
ক্রমে সন্নিহিত হ'লে, বিধাতার সুকৌশলে,
কাটিতে লাগিলা তিনি সংসারের জাল।
কি এক উদাস ভাব, হ'ল হৃদে আবির্ভাব,
ভোগ-সুখ-স্পৃহা তাহে হ'য়ে গেল দূর,

জন-কোলাহল প্রাণে, যেন রে কুলিশ হানে,
থাকেন অনন্যমনে সদা চিন্তাতুর।
গভীর নিভৃত স্থানে করি শেষে বাস,
অখিলপতির ধ্যান, করিতে ধাইল প্রাণ,
কে নিবারে সে বাসনা—উদ্দাম উচ্ছ্বাস!!
তাই যবে চত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম,—
নগর অনতিদূরে, গৌরবে উন্নত শিরে,
বিরাজে অচল এক অতি মনোরম,
বিশ্বে খ্যাত হেরা যার নাম,
পরম পবিত্র পুণ্যধাম,
তার এক ক্ষুদ্র কক্ষে—নিভৃত গুহায়
যাইয়া মহর্ষি যোগাসনে,
বসিলেন স্থির শান্ত মনে,
স্পন্দহীন! নিমগণ ঘোর তপস্যায়।
দিন যায় আসে নিশি, নিশি পুন যায় মিশি,
সে দিকেতে লক্ষ্য কিছু নাই,
নিদ্রা তৃষা ক্ষুধাবোধ, সকলি হইল রোধ,
শুধুই সে নিত্য ধনে ভাবেন সদাই!
মাঝে মাঝে মুনিবর কিছু দিনান্তরে,
সুযোগ সময় পেয়ে যোগ ভঙ্গ ক'রে
আসি নিজ নিকেতনে, দেখা দিয়া সর্ব্ব জনে,
আবার যেতেন ফিরে সাধন-গহ্বরে।

চতুর্বিংশ সর্গ

দুর্ভিক্ষে সহানুভূতি

আরব ভূমিতে এই কালে কি ভীষণ
দুর্ভিক্ষ করাল বেশে দেয় দরশন।
চারিদিকে হাহাকার, শব্দ ছোটে অনিবার,
প্রকৃতির দৃশ্য হেরে কাঁপে প্রাণ মন!
গৃহস্থলী নিরানন্দে ভরা,
কি ধনী দরিদ্র জন, করে অশ্রু বিসর্জ্জন,
মাথায় ধরিয়া ঘোর দুর্দ্দশা-পসরা।
শিশু কাঁদে খাব খাব বোলে;
অসাড় সম্বিতহারা, দু-নয়নে বহে ধারা,
বিলাপ করেন মাতা অহো ক্ষীণ রোলে।
কেবা কার করে গো সন্ধান?
কে করে অতিথি-সেবা? সাদরে সম্ভাষি কেবা
তোষে বন্ধুজনে? সবে ক্ষুধায় অজ্ঞান!
নিত্য অহো শত শত জন,
অকালে কালের গ্রাসে সঁপিছে জীবন।
কিন্তু এ দুর্দ্দিনে আহা একটী পরাণ
পর-বেদনায় দ্রুত কাঁদিয়া উঠিল,
একটী হৃদয় মরি, দয়া-স্নেহ-মমতায়
নুইয়া পড়িল।

'হাশরে' চিন্তিত চিতে, "উম্মতি উম্মতি" রবে
উঠিবেন যিনি ফুকারিয়া,
এ ঘোর বিপত্তি হেরে, থাকিতে পারেন কি গো
স্থির তিনি—নীরবে বসিয়া !!
সহরষে খোদেজার ধনের ভাণ্ডার নিজে
দিলেন খুলিয়া।
আহার্য্য-সম্ভার আর অর্থ দিতে লাগিলেন
নিত্য বিলাইয়া।
প্রতিবাসিগণ কত, নগরের দুঃস্থ শত,
এ মহান দাতব্যের বলে,
খাইয়া বাঁচিল প্রাণে, হজরতের গুণে মুগ্ধ—
বশীভূত হইল সকলে।
প্রভুর পিতৃব্য আবুতালেব তখন
ছিলেন দারিদ্র্য-জীর্ণজরা,
ক্লেশ নিবারিতে তাঁর শত যত্নে তিনি
করিলেন সুবিধান ত্বরা।
সুদর্শন শিশু পুত্র আলীকে তাঁহার
আনিলেন আপন ভবনে।
হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি সিঞ্চি তাঁর শিরে
রাখিলেন অপার যতনে।
আলী-হজরতে আহা এই যে মিলন,
এ যে মণি-কাঞ্চনের যোগ।

কত যে কল্যাণ এতে হবে গো ধরার
কাটিবে জটিল কত রোগ।
ভবিষ্য-নয়নে তাই হেরিয়া তালেব
আর হেরি পর-দুঃখে দুঃখী নবীবরে,
আনন্দে ঢালিয়া অশ্রু, আশিস করিলা কত
বিভুর নিকটে যুক্ত করে।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

প্রত্যাদেশের পূর্ণ বিকাশ—প্রেরিতত্ব লাভ

[১]

এইরূপে প্রভু মহাম্মদ,
পরিহরি সুহৃৎ সম্পদ,
কাটিয়া সংসারমায়া, ছাড়ি প্রাণোপমা জায়া,
রহিলেন নিরজন আঁধার কন্দরে।
আত্মহারা! মগ্ন ঘোর সাধন-সাগরে।

ক্রমে আহা কৃপায় বিধির
স্নেহ-মোহ-মায়ার তিমির
হৃদয় হইতে তাঁর, তিরোহিত একেবার,
ত্রিদিবের দিব্য জ্ঞানে হ'লেন ভূষিত,
হইল অমিয়ময়—সমুজ্জ্বল চিত।

এক চিন্তা বিনা কিছু নাই,
একই প্রেম! বলিহারি যাই,
ক্রমে প্রিয় দেবদূত, জেব্রাইল আবির্ভূত!—
মানব-আকারে আসি দিলা দরশন!
কখন আসেন ধরি মূরতি আপন।

প্রদানিয়া সালাম প্রভুরে,
দূতবর মৃদুল মধুরে,
নিখিলনাথের বাণী, কহেন অভয় দানি,
আলোকিয়া গিরিগুহা রূপের প্রভায়,
স্বর্গীয় সৌরভরাশি চারিদিকে ভায়।

প্রথমে সে দূতের ভারতী,
বুঝিতে অক্ষম মহামতি,
পরে অতি চমৎকার, মরম বুঝেন তার,—
কাঠিন্য ঘুচিয়া হ'ল বিশদ তরল !
আশা পূর্ণ, তপ-তরু প্রসবিল ফল।

একদা দূতের অদর্শনে
তপোধন চিন্তাকুল মনে,
এদিক সেদিক চায়, হিয়া ফাটে যাতনায়,
হেন কালে ঊর্দ্ধপানে দেখে নিরখিয়া,
বিরাট আকারে দূত আছে দাঁড়াইয়া।

ব্যাপিয়া গো আকাশ পাতাল,
বিরাজে সে মূরতি ভয়াল,
উহু কি বিরাট কাণ্ড ! অন্বেষিয়া এ ব্রহ্মাণ্ড,
কোথায় তুলনা তার ? যে দিকে নিরখে,
সে দিকে সে ভীমরূপ পরাণ চমকে।

হেরি তাহা সাধকের চিত
হ'ল মহা ভয়-বিকম্পিত,
বিহ্বল ! শবের প্রায়, স্পন্দহীন স্থিরকায়,
দুরু দুরু করে হিয়া, ছুটে ঘর্ম্ম ধার,
কি ঘোর বিভ্রাট হ'ল নিমেষে বিস্তার।

হেন ভাবে থাকি বহুক্ষণ,
ত্যজিয়া পবিত্র যোগাসন,
কম্পিতাঙ্গে ধীরে ধীরে, ভবনে আসিয়া ফিরে,
ডাক দিয়া প্রেয়সীরে কহে মৃদুস্বরে,
"ঢাক প্রিয়ে ঢাক মোরে বসনে সত্বরে।"

শুনিয়ে এ করুণ বচন
অচিরায় খোদেজা তখন,
ব্যস্ত হ'য়ে কহে "হেন, ভাব দেখিতেছি কেন ?"
বলিয়া সে কম কায় পরম যতনে,
বস্ত্রে ঢাকি বসে পাশে বিনত বদনে।

সযতন সেবায় দেবীর
কিছুক্ষণ পরে ধর্ম্মবীর
খুলিয়া আঁখির পাতা, ধীরে তুলিলেন মাথা,
প্রেয়সীরে একে একে তাবত ঘটনা
কহিলেন, শুনে দেবী প্রফুল্লবদনা !

বুদ্ধিমতী সতী চারুশীলা,
বুঝিয়া এ বিধাতার লীলা,
প্রাণেশেরে প্রিয় ভাষে, কহে মৃদু মিষ্ট হাসে,
"কেন নাথ! অকারণ হও আতঙ্কিত?
এ তব লক্ষণ শুভ জেনেছি নিশ্চিত।

জেব্রাইল সে বিরাট বেশে
দয়াময় ধাতার আদেশে,
নিশ্চয় জানিও আর্য্য, সাধিতে কি শুভ কার্য্য
এসেছিলা, যদি তব অনুমতি পাই,
মম ভ্রাতা অরকারে * এ তত্ত্ব সুধাই।

তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণ,
খৃষ্ট-শাস্ত্রে দক্ষ বিচক্ষণ,
জীবন ক'রেছে শেষ, পলিত হ'য়েছে কেশ—
শাস্ত্র-পাঠে ঐশীতত্ত্বে অভিজ্ঞ অপার!
সেই সত্য, শুনিব যা নিকটে তাঁহার!"

ধর্ম্মবীর দিলেন সম্মতি,
অমনি খোদেজা গুণবতী,
অরকার কাছে গিয়া, ভক্তি সহ সম্ভাষিয়া
জিজ্ঞাসিলা জেব্রাইল দূতের বিষয়,
কিরূপ স্বরূপ তাঁর? কোন্ কার্য্যে রয়?

* অরকা—খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী খোদেজা বিবির পিতৃব্যপুত্র।

জ্ঞানবৃদ্ধ কহেন হাসিয়া,—
"ভগিনি গো! শুন মন দিয়া,
জেব্রাইল জ্যোতির্ম্ময়, সুপবিত্র শাস্ত্রে কয়,
স্বর্গ হ'তে বহি আনি আদেশ ধাতার
পৌঁছান ভক্তের কাছে, এই কার্য্য তাঁর!

কিন্তু যেথা ঈশ-জ্ঞানে হায়
পূজে লোক তুচ্ছ প্রতিমায়,
পাপ-স্রোত খরতর, বহে যথা নিরন্তর,
সেই কদাচারময় দেশে কি কারণে
আসিবেন তিনি? হেথা কে তাঁরে স্মরণে?"

ধীরে ধীরে খোদেজা তখন
স্বামী-মুখে যত বিবরণ
শুনিয়াছিলেন আহা, প্রকাশ করিয়া তাহা,
কহিলা, ইহাই যদি দূতের লক্ষণ,
পতি পাশে হ'য়েছিল তাঁরি আগমন!"

"ভাল ভাল, তাই যদি হয়,
ভগিনি গো তবে সুনিশ্চয়,
দয়াময় পরমেশ, এই অভিশপ্ত দেশ
উদ্ধারিবে কৃপা-কণা করিয়া প্রদান,
হইবে আরব-ভূমি স্বরগ-সমান।

অনুমানে বুঝিতেছি আমি,
তোমার সে পুণ্যপ্রাণ স্বামী
ভাবী সত্য ধর্ম্মবীর, শুভদ এ পৃথিবীর,
ধরার কলুষ হবে তাঁর হ'তে দূর,
তম তিরোহিত যথা উদয়ে ভানুর।"

এত কথা করিয়া শ্রবণ,
কহে দেবী হরষে তখন—
"এ যুগে কি অবনীতে, ধর্ম্মবিধি প্রচারিতে
হইবেন আবির্ভূত ধর্ম্মবীর কেহ ?
আছে কি গো শাস্ত্রে কোন উক্তি নিঃসন্দেহ ?"

"আছে আছে" অরকা ফুকারে,
"আছে উক্তি শাস্ত্রের মাঝারে,
সে শুভ লক্ষণচয়, মহাম্মদে দৃষ্ট হয়।"
শুনে দেবী ফুল্ল অতি, ভবনে আসিয়া
আদি অন্ত হজরতে কহেন বর্ণিয়া।

পরে পতি-পত্নী দুই জনে
এক দিন অরকা-ভবনে
যান হরষিত প্রাণে, চাহিয়া হজরত পানে,
কহেন সে জ্ঞানোন্নত বৃদ্ধ,—"মহাম্মদ !
সংসার-সরসে তুমি ফুল্ল কোকনদ।

"উচ্চ রবে এক মন-প্রাণে
কহিতেছি জগতের কাণে,
তারিতে আরব-ভূমি, "খোদার রসুল" তুমি,
যেই দূত আসিতেন ঈসা-মুসা পাশে,
তিনিই আসেন এবে তোমার সকাশে।

"সুবিশাল ক্ষেত্র পরীক্ষার,
আছে বটে সম্মুখে তোমার,
বিধাতার কৃপা-বলে, অনাসে অরাতি দলে
মথিয়া হইবে তুমি পার।
কিবা আত্ম কিবা পর, সকলেই তব
বৈরিতা সাধিবে,
শেষে একে একে সবে শির নত করি
পরাস্ত মানিবে।
সাবধান! সাবধান! দৈবাদেশ যত
আজি হ'তে আসিবে নামিয়া,
মনোযোগ দিয়া শুনি সেই সমুদয়
রাখিবেন স্মরণে আঁকিয়া।"

প্রবীণ অরকা কহি ফুল্লচিতে এই
ভবিষ্য ভারতী,
বিদায়িলা হজরতে উপদেশি কত
প্রিয় ভাষে অতি।

[২]

উৎসাহ আশ্বাস পেয়ে বিশ্বের বরেণ্য প্রভু
নিজ স্থানে আইলা চলিয়া,
হর্ষে চারু কান্তি তাঁর মনোজ্ঞ হইল আরো,
হিয়া গেল অমিয়ে ভরিয়া।

পরিহরি গৃহ পুনঃ সাধন-গিরির
কন্দরে গেলেন ত্বরা। থাকে কি গো স্থির
চুম্বকের টানে লৌহ? ধ্যানে নিমগন
অচিরে হইলা সেই যোগীকুলোত্তম।
বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত, অস্তিত্ব আপন
ভুলিলা, ভুলিলা আহা প্রিয় পরিজন।
এই ভাবে কেটে গেল কত দিবা নিশা আর,
একদা ঘটিল এক কাণ্ড অতি চমৎকার।
পবিত্র রম্‌জান মাসে, সাতাশে নিশীথে
আছেন মগন তিনি তপস্যা-সাগরে,
ঘুমায় অখিল ধরা, চৌদিকেতে শান্তিভরা,
নীরবতা মরু-গিরি-নগরে বিহরে।
হেন কালে কাঁপাইয়া সাধন-ভূধর,
উঠিল সহসা এক শব্দ ভয়ঙ্কর!
ভাঙ্গিল যোগীর ধ্যান, ভয়েতে আকুল প্রাণ,
চাহিতেই চারিদিকে চকিত নয়নে,

দেখিলেন মহামতি, অদ্ভুত সুন্দর অতি,
জ্যোতি এক জুড়ে আছে মেদিনী-গগনে।
কাঁপে যোগী থর থরে, অঙ্গ ব'য়ে ঘা'ম ঝরে,
বদন বচনহীন, আকুল হৃদয়!
একি পুনঃ? এক মহামূর্ত্তি প্রভাময়—
সে বিশাল জ্যোতিরাশি সুধীরে ভেদিয়া
পবিত্র হেরার পুণ্য-গহ্বরে যাইয়া
সৌগন্ধ বিস্তার করি, অভয়ে আতঙ্ক হরি,
কহিলেন হজরতে হেন সম্বোধিয়া,—
"শোন শোন প্রিয়বর! দেবদূত আমি,
সাধিতে হে শুভ কাজ, তোমার সকাশে আজ
পাঠাইলা আমারে সে ত্রিলোকের স্বামী।
তুমি তাঁর মনোনীত ধর্ম্ম-প্রচারক,
তুমি তাঁর হৃদয়ের সন্তোষ-সাধক।
অতএব ফুল্ল মুখে, পড় পড় তুমি সুখে।"*
বিস্ময়ে কহিলা প্রভু, "জীবনে কখন,
কিরূপ কৌশলে আহা, পড়িবারে হয় তাহা
শিখি নাই দূতবর।" প্রভুরে তখন
হেলাইয়া ধরি দূত পুনঃ কহে "পড়!"

* একরা—এই আরবী শব্দের অর্থ পড় বা পাঠ কর।' কিন্তু কোন কোন কোর্আন-ব্যাখ্যাকার ইহার অর্থ "আহ্বান কর (সমাজকে)" বলিয়া লিখিয়াছেন।

"হে দূত কুশলকামী, পড়িতে জানি না আমি,"
উত্তরিলা ধীরে তিনি হিয়া করি দড়।
একথা শুনিয়া দূত আগ্রহে আবার,
সে কম শরীর মরি, যতনে হেলায়ে ধরি
কহিলেন "পাঠ কর ওহে গুণাধার।"
তিনি কহিলেন, "দূত কেন বার বার
লজ্জা দাও! আমি কভু জানিনা পড়িতে।"
"সে কি কথা!" জেব্রাইল, বলি তাঁরে পুনর্ব্বার,
ধরিলেন অলক্ষ্যে ত্বরিতে।
হেলাইয়া জোরে তাঁরে, পড়িতে লাগিলা দূত
নিজে মৃদু মধুর নিক্কণে,
হজরত তাই শুনে, পড়িলেন ধীরে ধীরে,
হেন স্বীয় পবিত্র বদনে—

"পরম দয়ালু দাতা পবিত্র মহান্
বিভু নামে হইতেছি রত,
নামের প্রসাদে তাঁর—মাহাত্ম্য প্রভাবে
পাঠ তুমি কর পুণ্যব্রত।
যিনি এই পৃথিবীর সজীব নির্জ্জীব
পদার্থের স্থষ্টির কারণ,
বিন্দু রক্ত-কণিকায় যিনি স্থকৌশলে
করেছেন মানব স্থজন—

তাঁহারি পবিত্র নাম শান্তি-সুধাময়,
প্রথমে উচ্চারি রসনায়,
পড় তুমি হিয়া খুলে হে আরবরবি !
করিও না সন্দেহ তাহায়।

যেই মহিমার সিন্ধু ত্রিলোকের নাথ
করুণার গুণে আপনার,
দেছেন সুচারুরূপে শিক্ষা নরগণে
বিদ্যার কৌশল চমৎকার !
জ্ঞানের নির্ম্মল নীরে মানব-অন্তর
যেই প্রভু করি প্রক্ষালন,
বিশদ উজ্জ্বল রম্য দিলেন করিয়া,
যেন দিব্য কষিত কাঞ্চন !
বিশ্বের অজ্ঞাত কত কার্য্য শুভকর
আর যিনি করিলা প্রচার,
পড় তুমি নাম ল'য়ে সর্ব্ব-শক্তিশালী
সেই নিত্য সর্ব্বজ্ঞ ধাতার।" *

* ইহা পবিত্র কোরআনের পাঁচটী আয়াতের (শ্লোকের) বঙ্গানুবাদ। হজরত হেরা-গিরি-গুহায় সর্ব্বপ্রথমে ইহা লাভ করিয়াছিলেন।

এই পাঠ সাঙ্গ করি প্রভু বিচক্ষণ
দেখিলা সম্মুখে তাঁর বিস্তারি নয়ন,—
দেবদূত পদাঘাত করিলা ভূতলে,
নির্ম্মল পবিত্র বারি তাহাতে নিকলে।
জেব্রাইল সেই জলে যেমন বিধান
প্রক্ষালিল হস্ত-পদ মস্তক-বয়ান।
হজরতো যত্নে অতি সে অনুকরণে
ধুইলেন নিজ অঙ্গ প্রফুল্ল আননে।
পরে দূত হইলেন নমাজে মগন,
তাঁহারি পশ্চাৎভাগে, ভক্তি সহ অনুরাগে,
হজরতো নোয়াইলা মস্তক আপন!
এইরূপে অজু * আর নমাজের ক্রিয়া
শিখাইয়া দূত গেল অদৃশ্য হইয়া।
তখন চিন্তিত চিত্তে প্রভু ধীরে ধীরে,
নিশীথে নির্জ্জন পথে আসিলেন ফিরে
ভবনে আপন, আহা তখনো তাঁহার
দুরু দুরু করে বুক, ঝরে স্বেদ-ধার।
সুমতি খোদেজা বুঝে স্বামী-আগমন,
ব্যস্তে উঠি করিলেন সাদরে গ্রহণ।
প্রভু ক'ন,—"প্রাণ যায়, ধর ধর ধর,
ভীষণ বিপদ, ত্বরা বস্ত্রাবৃত কর।"

* অজু—অঙ্গশুদ্ধি অর্থাৎ নমাজ পড়িবার অগ্রে হস্তপদমুখাদি ধৌত করণ।

"কি হ'য়েছে?" শঙ্কাভরে ইহা [illegible]।
ত্বরায় সে কম কায় কাপড়ে ঢাকিয়া
শোয়াইয়া শয্যা পরে, যতনে চাপিয়া ধ'রে,
ম্লানমুখে পাশে বিবি রহিলা বসিয়া।
কত ক্ষণে ভয় ভঙ্গে সুস্থ হ'লে মন,
ব'সে প্রভু প্রিয়া পাশে, করিলেন মৃদু ভাষে
একে একে নিশার সে ঘটনা বর্ণন।
শুনে দেবী উঠিলেন হরষে ফুলিয়া,
আনন্দে নয়ন ঝরে, বদনে বিজলী ক্ষরে,
কহিলেন প্রিয়বরে গর্ব্বে ফুকারিয়া,—
"কি ভয়? কিসের ভয়? শুভ চিহ্ন এ নিশ্চয়,
নিশ্চয় আল্লার তুমি ধর্ম্ম-প্রচারক,
সেবিয়া এহেন স্বামী, ধন্যা হইলাম আমি,
হইল হে আজি মোর জীবন সার্থক।"
পত্নীর বদনে প্রভু একথা শুনিয়া,
ধরিলেন তুষ্ণীভাব মৃদুল হাসিয়া।

যখন প্রভুর একচল্লিশ বরষ
শুভ বয়ঃক্রম,
এই চিরস্মরণীয় কার্য্য অলৌকিক
হয় সংঘটন।

আর যে নিশায় ঘটে, তাহার সমান

সম্মান-পুণ্যের নিশি * আর,

হয় নাই, হবেনাক এ মহীমণ্ডলে,

শুভদা সে মানব সবার।

এইরূপে ‘পয়গম্বরী’ † লভিলা তাপস,

অনুগ্রহে দয়াল বিধির,

আরম্ভ হইল পরে ক্রমেতে আসিতে

কাছে তাঁর কোরআন রুচির।

* এই ঘটনার রাত্রিকে ‘লায়লাতুল কদর’ বলে।

† পয়গম্বরী—প্রেরিতত্ব।

ষড়্‌বিংশ সর্গ

ধর্ম্মপ্রচার ও দীক্ষাদান

একদা দয়াল প্রভু অতি শুভক্ষণে
পাইলেন দৈবাদেশ এহেন প্রকার·—
"নিরাকার অদ্বিতীয় বিশ্ব-বিধাতার
মহিমা কীর্ত্তনে রত হও প্রীতমনে !
অবতীর্ণ হইয়াছে নিকটে তোমার
যেই সত্য, তাই তুমি করহ প্রচার !"

দৈবের এ অনুমতি পেয়ে ধর্ম্মবীর,
নির্ভয় হৃদয়ে আর উৎসাহে অপার
ধর্ম্মবিধি প্রচারিতে করিলেন স্থির,
দূরিবারে অজ্ঞানতা-ভ্রমান্ধ ধরার।
প্রথমে আহ্বান করি স্বজন সকলে
ধর্ম্মের বাখান প্রভু করেন বিরলে।

স্বামী-মুখে শুনে ভ্রান্তি আরববাসীর,
ধর্ম্মের নামেতে তারা অধর্ম্ম আচরে,
উজ্জ্বল প্রভায় শুভ্র জ্ঞানের মিহির
সমুদিল প্রথমেই খোদেজা-অন্তরে।
আগ্রহে যতনে তাই কায়মনঃপ্রাণে
দীক্ষা লভিলেন দেবী বিহিত বিধানে।

অতঃপর শুন এক অপূর্ব্ব ভারতী,
বীরকুল-বরণীয় মহাশক্তিশালী,
ট'লেছিল পরাক্রমে যাঁর বসুমতী,
সত্যপথে আসিলেন কেমনে সে আলী।
এক দিন আসি তিনি প্রভুর ভবনে,
দেখে ধ্যানে মগ্ন পতি পত্নী দুই জনে।

যখন নমাজ সাঙ্গ হইল দোঁহার,
বিস্ময়ে কহেন আলী প্রভুরে সম্ভাষি,
"নিরখি আজিকে এ কি বিচিত্র ব্যাপার!
নিগূঢ় কারণ এর বলুন প্রকাশি।"
হজরত কহেন, "আলী! কর অবধান,
বিভুর অর্চ্চনা ইহা, না জানিও আন।"

"আপন মঙ্গল হেতু ধ'রেছি এ ব্রত,
তোমাকেও এই সত্যে করি হে আহ্বান,
তুমিও হৃদয়-মন করিয়া সংযত,
অসঙ্কোচে কর এই শুভ অনুষ্ঠান।
জান তুমি, বিভু এক, অংশ নাহি তাঁর,
তাঁরি আজ্ঞাক্রমে চলে অখিল সংসার।

"অসার সে লাত-গোরী * নরের গঠিত
জড়পিণ্ড, এক পদ না পারে নড়িতে,

* লাত ও গোরী—দেবপ্রতিমাদ্বয়।

যে ভাবে তাদিগে তুমি করিবে স্থাপিত,
তেমনি থাকিবে চির পড়িয়া মাটিতে।
তাদেরি পূজায় মত্ত ভ্রমান্ধ আরব!
ধিক্ ধিক্ ছাড় হেন দেব-সংশ্রব!"

কহে আলী নতভাবে, "এই অভিনব,
ধর্ম্ম-কথা শুনি নাই কভু কারো ঠাঁই,
সত্য বটে যা কহিলে, যা দেখিনু সব,
কিন্তু এতে জনকের অনুমতি চাই।
সুধাইলে তাঁরে, যদি পাই অনুমতি
গ্রহণ করিব তব ধর্ম্ম মহামতি!"

হজরত কহেন শুনে, "না - না প্রিয়বর!
প্রচারিতে এই কথা নিবারি তোমায়,
ধর এ ধরম যদি ইচ্ছা তুমি কর,
না কর নিরস্ত থাক, ক্ষতি নাহি তায়!"
তেজস্বী বালক আলী শির সঞ্চালিয়া,
"তাই হবে" বলি' গেল নীরবে উঠিয়া!

কিন্তু কি বিধির খেলা, সেই রজনীতে
আলীর অন্তর গেল অচিরে খুলিয়া,
জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রভা তড়িত গতিতে
হৃদয় ভরিল তাঁর অলক্ষ্যে পশিয়া!

প্রভাতে হজরত পাশে করি আগমন,
করিলা অব্যাজে তাই ইস্‌লাম গ্রহণ।

তৃতীয়, জৈয়দ নামা দাস পুণ্যপ্রাণ,
স্বেচ্ছায় এ সত্য পথে করে আগমন।
কিন্তু অতি সঙ্গোপনে হ'য়ে সাবধান
করিতেন উপাসনা এঁরা সর্ব্ব জন!
পাছে বা কাফের কেহ সন্ধান পাইয়া
বাদ সাধে, তাই ধর্ম্ম পালে লুকাইয়া।

নিরাপদে ফুল্ল প্রাণে সাধনার তরে,
কখন কখন প্রভু আলীরে লইয়া,
যেতেন নগর ছেড়ে বিজন প্রান্তরে,
ফিরিতেন গুরু-শিষ্য হর্ষিত হইয়া।
কোথা যান কি কারণে, সেই সমাচার
কেহ না জানিতে পারে নগর মাঝার।

দৈবক্রমে এক দিন কোন প্রয়োজনে,
আলীর জনক আবু-তালেব সুমতি,
শিষ্যের সহিত প্রভু বসি যে নির্জ্জনে
ধ্যানে মগ্ন, সে প্রান্তরে যান ক্ষিপ্রগতি।
দেখেন একাগ্রমনে বসি দু'জনায়,
নমাজে মজিয়া ডাকে জগত-পিতায়!

বিস্মিত হইলা তিনি, সুধার গমনে
বসিলা নীরবে গিয়া নিকটে দোঁহার,
নমাজ হইলে সাঙ্গ কোমল বচনে
কহিলা, "হে প্রিয়! এই কি ধরম তোমার?"
হজরত কহেন, "পিতঃ! এই ধর্ম্ম সার,
এতেই সন্তোষ সাধে দয়াল আল্লার।

"এই সত্য ধর্ম্মপথে স্বর্গদূত চলে,
গেছেন যতেক সাধু এ ধর্ম্ম পালিয়া,
এই সাধনার গুণে মোক্ষ-ফল ফলে,
পূর্ব্বাপর সমুদয় দেখুন ভাবিয়া।
আমাদের বংশপতি পিতা ইব্রাহিম,
এতেই বিভুর পান করুণা অসীম!

"অদ্বিতীয় ত্রিলোকেশ নিত্য নিরাকার,
সত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে তাঁর দাসগণে,
পাঠায়েছে আমারে এ ধরার মাঝার,
উড়াব অধর্ম্ম-তমঃ সত্যের কিরণে।
অসত্য-রাক্ষসে হেথা দিব বলিদান—
তাঁর বলে, প্রতিষ্ঠিব সত্যের সম্মান!

"আপনি পরম-জ্ঞানী কোরেশ-প্রধান,
বিনয়ে নিবেদি তাই আপনার কাছে,
আপনিও এই ধর্ম্মে হন আগুয়ান,

ইহা বিনা আর কি গো শ্রেয়-শান্তি আছে ?
এই শুভ কর্ম্মে হ'য়ে সহায় আমার,
করুন উভয় লোকে মহত্ত্ব বিস্তার !"

নীরব হইলা প্রভু ; বিজ্ঞ বিচক্ষণ
তালেব অনন্যমনে শুনে সমুদয়
কহিলেন, "মহাম্মদ ! তোমার বচন
বুঝিলাম সত্য বটে, নাহিক সংশয়।
প্রবুদ্ধ হ'য়েছ তুমি যে কাজ করিতে,
কর তাহা নিরাতঙ্কে আনন্দিত চিতে।

"শপথ করিনু, রব যাবত বাঁচিয়া,
রক্ষিব তোমারে সর্ব্ব বিপদ হইতে,
আরবে অরাতি কেহ চক্রান্ত করিয়া
নারিবে—নারিবে তব কেশাগ্র ছুঁইতে ;
কিন্তু তব ধর্ম্ম নিতে ব'লো না আমায়,
যে পথে গেছেন পিতা, আমি যাব তায়।"

এত বলি আলী প্রতি ফিরায়ে বয়ান,
কহিলা, "হে পুত্র ! বল তোমার কি মত ?"
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে আলী চেয়ে ধরা পান
উত্তরিলা, "ধরিয়াছি অই সত্য পথ।"
"সুখে থাক, হোক তোমা দোঁহার কল্যাণ !"
বলিয়া গেলেন চ'লে তালেব ধীমান।

সপ্তবিংশ সর্গ

হজরত আবুবকরের ইস্‌লাম গ্রহণ

আরব ভূমির মাঝে মহাধনী মহাপ্রাণ
ছিলেন সুধীর আবুবকর মহান ;
বিদ্যায় ভূষিত মতি, সুগুণ-সৌরভে তাঁর,
আবালবনিতাবৃদ্ধ ছিল ভক্তিমান।
ছিল না সম্মান সীমা, সততায় সদা তুষ্ট,
মহারুষ্ট হইতেন অসত্য দর্শনে,
দেবতুল্য দেহ তাঁর, শোভিত মধুরে অতি,
ন্যায়-নিষ্ঠা-সাধুতার উজ্জ্বল কিরণে।
হজরতের দৈব কৃপা, * লভিবার বহু আগে,
যবে বিংশ বর্ষ ছিল বয়ঃক্রম তাঁর,
একদা নিশীথ-ভাগে, সুখের নিদ্রায় মজি,
স্বপনে দেখেন এক অপূর্ব্ব ব্যাপার,—
চাঁদ যেন নভস্তল হইতে খসিয়া
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে গেছে কা'বায় পড়িয়া !
এক এক খণ্ড তার প্রতি গৃহ দ্বারে,
পড়িয়া হীরক-দ্যুতি যেন রে বিস্তারে !
পরে সেই খণ্ড যত, একত্র মিলিত হ'য়ে
আবার তখনি গেল বিমানে উঠিয়া।

---

* প্রেরিতত্ব।

তাঁহার দ্বারের কিন্তু চাঁদের টুকুরাখানি
নাহি গেল, সমভাবে রহিল পড়িয়া।
এই স্বপ্ন নিরখিয়া, বিস্ময়-চিন্তিত চিতে
খ্যাতিমান বিজ্ঞ এক ইহুদীরে কহে,—
"কি মর্ম্ম এ স্বপনের ?" তিনি কন, "ভয় নাই,
অলীক ভাবনা ইহা, অন্য কিছু নহে।"
হ'ল না চিত্তের শান্তি কিন্তু এ কথায়,
ক্ষুণ্ণ মনে রহে তাই দিন প্রতীক্ষায়।

অতঃপর শাম দেশে, বাণিজ্যের তরে গিয়া
মহাতপা বহিরার পাশে,
স্বপ্ন-বিবরণ যত, কহেন বর্ণন করি,
শুভাশুভ ফলশ্রুতি আশে।
কহেন সে সাধুবর, "স্বপ্ন-ফল অতি ভাল,
হে বকর! করহ শ্রবণ,
পবিত্র মক্কার মাঝে, সত্য ধর্ম্ম প্রচারিতে
জন্মিবেন এক মহাজন।
ধর্ম্মের আলোকে তাঁর, সেই মহানগরের
গৃহ সব হইবে উজ্জ্বল।
তুমি তাঁর অনুগত, থাকিয়া রজনী দিবা,
করিবে হে জনম সফল।

যবে সেই ধর্ম্মবীর কর্ম্ম সমাপন করি'
বিভুর আদেশে এই জগত ছাড়িয়া—
যাইবেন স্বর্গ-বাসে, বকর তখন তুমি,
করিবে সমাজ রক্ষা নেতৃত্ব লইয়া।
স্বপন-মরম এই সুখময় শুভ অতি,
শুনে আবুবকর হর্ষিত,
কিন্তু এই গুপ্ত তত্ত্ব কারো কাছে ঘুণাক্ষরে
কভু না করেন প্রকাশিত।
বিষম উৎকণ্ঠা ভরে সে শুভ দিনের তরে
রহিলেন প্রতীক্ষা করিয়া,
কত দিন কত নিশা দেখিতে দেখিতে গেল,
অতীতের সাগরে মিশিয়া।
আসে না সে দিন তবু, কি ঘোর যাতনা!
নিমেষ তরেও তাহে ত্যক্ত নহে, কি সহিষ্ণু!
করেন অটল প্রাণে ধৈর্য্যের সাধনা!
দীর্ঘ কাল পরে যবে প্রাচীন দশায়
উপজিলা গরিষ্ঠ বকর,
পাইলেন তত্ত্ব সেই প্রাণের প্রভুর,
হইলেন প্রফুল্ল-অন্তর।
তখনি সকল কার্য্য করি' পরিহার
চলিলেন তাঁহার সদন।
এদিকে বিধির খেলা আহা কি অদ্ভুত,
প্রণিধান কর সর্ব্ব জন।

প্রভুও ঐশিক তত্ত্ব করিতে প্রচার
ধ্যানমগ্ন প্রাণে,
আসিতেছিলেন একা আবুবকরের
ভবনের পানে।
পথিমাঝে দুই জনে হইলা মিলিত,
সরিৎ সাগরে যেন হইল পতিত।
মনঃপ্রাণ ঢালি' প্রভু বকরে তখন,
করিলেন সত্যধর্ম্ম-পথে আকর্ষণ।
লৌহ যদি সম্মুখীন হয় চুম্বকের,
পারে কি থাকিতে স্থির তরে ক্ষণেকের ?
স্বপন-প্রসঙ্গ করি বকর বাখান,
সঁপিলা ইস্‌লামে ত্বরা কায়মনঃপ্রাণ।
আহা এই বৃদ্ধ কালে সত্যাশ্রয় করি,
তেজস্বিতা মনস্বিতা যেমতি প্রকার
দেখায়ে গেছেন সেই বীরেন্দ্র-কেশরী,
শুনিলে রোমাঞ্চ দেহ না হয় কাহার ?
কীরিতিকলাপ তাঁর আছয়ে প্রচার,
থাকিবে যাবত ধরা রবে বিদ্যমান।
পুণ্যময়প্রাণ সেই আদি খলিফার,
নিকটে কৃতজ্ঞ সর্ব্ব ইস্‌লাম-সন্তান।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ

কবিবর মোজাম্মেল হক্ প্রণীত গ্রন্থাবলী—

মহর্ষি মনসুর—"আনাল হক্" বা অহম্ ব্রহ্মাস্মি এই মহাবাণীর প্রচারক মহাতাপস মনসুরের জীবন-কাহিনী। ষষ্ঠ সংস্করণ; সুদৃশ্য বাঁধা—মূল্য ১৲ টাকা। **প্রবাসী** বলেন,—"এই চরিত-কথা বিশ্বের সকল সম্প্রদায়েরই অনুশীলন ও অনুধ্যানের বিষয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাবিবার শিখিবার অনেক বিষয় পাইবেন।" **বসুমতী** বলেন,—"ধর্ম্মবীর মহাত্মা মনসুরের অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী,—বিষয়টী যেমন সুন্দর, ঘটনাবলী যেরূপ চিত্তাকর্ষক, লেখাও তদনুরূপ প্রাঞ্জল হইয়াছে।" **মানসী ও মর্ম্মবাণী** বলেন,—"এই জীবনীখানিতে পড়িবার, বুঝিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক আছে।"

ফেরদৌসী-চরিত—প্রাচ্যরাজ্যের 'হোমার' মহাকবি ফেরদৌসীর জীবন-বৃত্তান্ত। পঞ্চম সংস্করণ যন্ত্রস্থ। **প্রবাসী** বলেন,—"ভাষা ও রচনা-প্রণালী উত্তম। যাঁহারা এই জীবন-চরিত পড়িবেন, তাঁহাদের এই কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য '**শাহ্‌নামা**' পাঠ করা উচিত এবং যাঁহারা 'শাহ্‌নামা' পড়িবেন, তাহারা অবশ্য 'শাহ্‌নামা'র কবির কাহিনী পড়িবেন।"

শাহ্‌নামা—বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্য পারস্য 'শাহ্‌নামা'র প্রাঞ্জল গদ্যানুবাদ। **প্রবাসী** বলেন,—"এই গ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে একখানি জগৎ-বিখ্যাত কাব্যের পরিচয় লাভ করা বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ হইয়া যাইবে, এজন্য গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্হ। তিনি যে বিরাট কর্ম্মে হাত দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে।" **বঙ্গবাসী** বলেন,—"শাহ্‌নামা পাঠ করিলে একাধারে ইতিহাস ও উপন্যাস পাঠের সুখ অনুভূত হয়।" ১ম খণ্ড—৩য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

জোহ্‌রা—সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। অমৃত বাজার, বেঙ্গলী, মুসলমান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি ইংরাজী বাঙ্গলা পত্রিকায় ভূয়সী প্রশংসিত। ২য় সংস্করণ, সুন্দর বাঁধা ১৷৷• টাকা।

জাতীয় ফোয়ারা—প্রাণোন্মাদিনী উচ্ছ্বাসময়ী সামাজিক কাব্য। নিদ্রিত সমাজের কর্ণে প্রাণস্পর্শী উদ্বোধন-সঙ্গীত। **প্রবাসী** বলেন,—"মুসলমান সমাজকে উন্নতির পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া চালিত করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত

উচ্ছ্বাস। স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাস-প্রবাহের মধ্যে কবিত্বের আভা পড়িয়া চিক্ চিক্ করিয়া উঠিয়াছে।" মূল্য ৸৹ আনা; কাগজের কভার ॥৹ আনা।

তাপস-কাহিনী—হজরত বড় পীর সাহেব, নিজামউদ্দীন আউলিয়া প্রভৃতি সাত জন তাপসের সচিত্র জীবন-কাহিনী। তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ, এম-এ প্রণীত—

১। **নদী-বক্ষে**—শব্দ-চিত্রে, লিপি-চাতুর্য্যে, ও চরিত্র-সৃষ্টিতে বঙ্গ-সাহিত্যে ইহার স্থান অতি উচ্চে। মূল্য ১॥৹ টাকা।

২। **রবীন্দ্রকাব্যপাঠ**—কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের মনোবিকাশের ধারার অনুসরণ। কাব্য-রস-পিপাসুগণের অবশ্যপাঠ্য পুস্তক, মূল্য ১।৹ পাঁচ সিকা। **রবীন্দ্রনাথ** স্বয়ং লিখিয়াছেন,—" . . . আমার রচনা এমন সরস বিচারপূর্ণ সমাদর আর কারো হাতে লাভ ক'রেচে বলে' মনে পড়ে না। এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাষানৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তা বিস্ময়কর। তোমার মতো পাঠক পাওয়া কবির পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। . . ."

৩। **নবপর্য্যায়**—মোস্তফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটা কথা, সম্মোহিত মুসলমান প্রভৃতি প্রবন্ধের সমষ্টি। **রবীন্দ্রনাথ** বলেন,—"......এতে মনের জোর, বুদ্ধির জোর, কলমের জোর এক সঙ্গে মিলেছে। গোঁড়ামীর নিবিড় বিভীষিকার ভিতর দিয়ে কুঠার হাতে তুমি...পথ কাটতে বেরিয়েছ তোমাকে ধন্য।" মূল্য ৸৹ ও ১৲ টাকা।

ইস্‌লামের ইতিহাস—কাজী আকরম হোসেন, এম-এ প্রণীত। ইস্‌লাম ধর্ম্ম এবং মোস্‌লেম জগতের ধারাবাহিক ইতিহাস। **বঙ্গবাসী** বলেন,—"পড়িতে পড়িতে সেই সুদূর অতীত কাল হইতে ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত মুসলমান জগতের একটা বিরাট অথচ প্রোজ্জ্বল ইতিহাস চক্ষুর সম্মুখে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে।" সুন্দর বাঁধা মূল্য ২॥৹ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—মোস্‌লেম পব্‌লিশিং হাউস্

৩, কলেজ স্কয়ার (ইস্ট); কলিকাতা